শুভ
অক্ষয় তৃতীয়া
৪ থেকে ১৫ মে
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিষ্টার Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 22 April, 2021 ■ আগরতলা, ২২ এপ্রিল ২০২১ ইং ■ ৮ বৈশাখ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

চিরাচরিত প্রথায় রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে চলছে গড়িয়া পূজা। বুধবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

আজ থেকে আগরতলা পুর নিগম এলাকায় নৈশকালীন কারফিউ

নতুন সংক্রমণে শীর্ষে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা

আগরতলা, ২১ এপ্রিল (হি. স.)।। করোনা-র প্রকোপ-র মারাত্মক বৃদ্ধি-তে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় পুর নিগম এলাকায় বৃহস্পতিবার থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত নৈশকালীন কারফিউ জারি করা হয়েছে। রাত ১০টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত কারফিউ জারি থাকবে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ওই কারফিউ জারি করার ক্ষেত্রে জেলাস্তরে সাম্প্রতিক সংক্রমণের হার বৃদ্ধি-কে কারণ হিসেবে মনে করা হচ্ছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ১ এপ্রিল এখন পর্যন্ত সারা ত্রিপুরায় ৫৭৭ জন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। তাদের মধ্যে ৪৮৪ জন শুধু পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় রয়েছেন। ধারনা করা হচ্ছে, তাদের মধ্যে অধিকাংশই পুর এলাকার বাসিন্দা রয়েছেন।

প্রসঙ্গত, হঠাৎ করে করোনার প্রকোপ বৃদ্ধিতে বিশেষত পশ্চিম জেলায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা অত্যাধিক বেড়ে যাওয়ায় রাজ্য সরকার নাইট কারফিউ জারী করেছে। করোনা মোকাবিলা নিয়ে গতকাল মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সরকারী বাসভবনে মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। মূলত মন্ত্রিসভা রাজ্যের বর্তমান করোনা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছে। তাতে আগরতলা পুর নিগম এলাকায় নাইট কারফিউ জারী করা অত্যন্ত জরুরী বলে গুরুত্ব পেয়েছিল।

নৈশকালীন কারফিউ জারি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন মুখ্য সচিব মনোজ কুমার। তাতে, বৃহস্পতিবার থেকে আগরতলা পুর নিগম এলাকায় নৈশকালীন কারফিউ জারী করা হয়েছে। ২২ এপ্রিল রাত ১০টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত ওই আদেশ কার্যকর হবে। ওই আদেশ ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। আদেশানুসারে বিভিন্ন জনসভা এবং রেলি করার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। খোলা আকাশের নীচে ২০০ জন এবং হল কিংবা কমিউনিটি সেন্টারে সর্বোচ্চ ১০০ জন একত্রিত হতে পারবেন। সিনেমা হলে সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ দর্শককে বিনোদনের অনুমতি মিলবে। এছাড়া বিবাহ কিংবা সামাজিক অনুষ্ঠানে ১০০ জন এবং শেষকৃত্যে ২০ জনকে অংশ নেওয়ার অনুমতি দেয়া হবে।

এদিকে, আগামীদিনে ত্রিপুরায় সমস্ত পরীক্ষা বাতিলের পথে এগিয়েছে। করোনা পরিস্থিতি বিগড়ে যাওয়ায় জেআরবিটির পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। আগামী ২৪ ও ২৫ এপ্রিল গ্রুপ ডি এবং গ্রুপ সি শূন্যপদে নিয়োগের জন্য পরীক্ষার সূচি নির্ধারিত ছিল।

স্বাস্থ্য দফতরের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গিয়েছে, চলতি মাসে সারা ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তদের সবচেয়ে সংক্রমিত রয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায়। গত ১ এপ্রিল থেকে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত সারা ত্রিপুরায় ৫৭৭ জন নতুন করে করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। তাদের মধ্যে শুধু পশ্চিম জেলায় করোনা সংক্রমিত-র ৪৮৪। শুধু তাই নয়, গত ৬ এপ্রিল থেকে সংক্রমণের হার মারাত্মক ভাবে বেড়েছে। সেই তুলনায় সুস্থ হয়েছেন মাত্র ৮৮ জন।

করোনা আক্রান্ত ত্রিপুরা পুলিশের মহা নির্দেশক ভর্তি হাসপাতালে

আগরতলা, ২১ এপ্রিল (হি. স.)।। ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশক ভি এস যাদব করোনা আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তিনি আজ থেকে ১০ দিন পূর্বে করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন। বাড়িতেই আইসোলেশনে ছিলেন। কিন্ত, আজ পুনরায় পরীক্ষা করে তাঁর রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে।

প্রসঙ্গত করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের তান্ডব মারাত্মক ভাবে শুরু হয়েছে ত্রিপুরায়। প্রতিদিন আক্রান্তের সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। তাতে, সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং মন্ত্রিরাও করোনা আক্রান্ত হচ্ছেন। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী এবং উপমুখ্যমন্ত্রী করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। অবশ্য তারা ইতিমধ্যে সুস্থও হয়ে গেছেন।

পুলিশ সুত্রে খবর, দশ দিন আগে ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশক করোনা আক্রান্ত হওয়ার পর বাড়িতেই আইসোলেশনে ছিলেন। কিন্ত, আজ তিনি শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করায় চিকিতকদের কাছে যান। তাঁর দেহে করোনার উপসর্গ রয়েছে। তাই, তাঁর নমুনা পরীক্ষা করা হয়। তাতে, তাঁর রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। ফলে, তিনি আগরতলায় একটি বেসরকারী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

ত্রিপুরায় প্রবেশে কোভিড-১৯ নেগেটিভ রিপোর্ট বাধ্যতামূলক

আগরতলা, ২১ এপ্রিল (হি. স.)।। বহি:রাজ্য থেকে ত্রিপুরায় প্রবেশে বিমান সফরের ৭২ ঘন্টা পূর্বে করোনা-র নমুনা পরীক্ষা রিপোর্ট নেগেটিভ হওয়া বাধ্যতামূলক করেছে ত্রিপুরা সরকার। এক্ষেত্রে আগরতলা এমবিবি বিমান বন্দরে যাত্রীদের আগরতলা পৌছে কোভিড-১৯ নেগেটিভ রিপোর্ট দেখাতেই হবে। এমনকি রেলওয়ে স্টেশন, চুরাইবাড়ি এবং ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট দিয়ে প্রবেশেও ওই নেগেটিভ রিপোর্ট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্য ইতিপূর্বে এই নিয়ম চালু করেছে। অবশেষে করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে ত্রিপুরা সরকার-ও ওই পথে হেটেছে।

আজ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের অধিকর্তা ডা: রাধা দেববর্মা ৮ জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক-দের এক চিঠি-তে বহি:রাজ্য কিংবা প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে যাত্রীদের প্রবেশে কোভিড-১৯ নেগেটিভ রিপোর্ট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ-বিষয়ে তিনি জানিয়েছেন, ২৪ এপ্রিল থেকে বিমান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সৌজন্যতা! প্রদ্যুতকে অভিনন্দন মুখ্যমন্ত্রীর পাল্টা ধন্যবাদ জানালেন তিপ্রা মথা প্রধান

আগরতলা, ২১ এপ্রিল (হি. স.)।। রাজনৈতিক সৌজন্যতার নজির স্থাপন করলেন ত্রিপুরা-র মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং সদ্য এডিসি-র দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে তিপ্রা মথা প্রধান প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মন।

আজ টুইট বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, এডিসি-র গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রদ্যুত মানিক্য দেববর্মনের নেতৃত্বাধীন টিমকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-র ত্রিপুরাকে শ্রেষ্ঠ রাজ্য গড়ে তোলার যে স্বপ্ন, আশা করি তা বাস্তবায়িত করতে এডিসির নয়া নেতৃত্ব ভূমিকা নেবেন।

পাল্টা টুইট-এ মুখ্যমন্ত্রী-কে ধন্যবাদ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতে তিন লক্ষাধিক সংক্রমণ, ২৪ ঘন্টায় করোনায় মৃত্যু ২,০২৩ জনের

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল (হি.স.)।। একধাক্কায় রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছে গেল ভারতের দৈনিক করোনা-সংক্রমণ, মৃত্যুর সংখ্যাও রেকর্ড গড়ল। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ২ লক্ষ ৯৫ হাজার ০৪১ জন, এই সময়ে ভারতে মৃত্যু হয়েছে ২,০২৩ জনের।

বুধবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন মোট ২,৯৫,০৪১ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় সমগ্র দেশে করোনা কেড়ে নিয়েছে ২,০২৩ জনের প্রাণ। ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ২১.৫৭-লক্ষের (১৩.৮২ শতাংশ) গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যেই সুস্থতা স্বস্তি অবশ্য দিচ্ছে, মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ৬৭ হাজার ৪৫৭ জন। ফলে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,৩২,৭৬,০৩৯ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে সুস্থতার হার ৮৫.০১ শতাংশ।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ২,৯৫,০৪১ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১,৫৬,১৬,১৩০-তে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ২,০২৩ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৮২,৫৫৩ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ২১ লক্ষ ৫৭ হাজার ৫৩৮ জন (১৩.৮২ শতাংশ), বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে একধাক্কায় বেড়েছে ১,২৫,৫৬১ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১৩ কোটি ০১ লক্ষ ১৯ হাজার ৩১০ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ২৯,৯০,১৯৭ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

করোনা আক্রান্তে সাম্প্রতিককালে সর্বোচ্চ, রাজ্যে ২৪ ঘন্টায় সংক্রামিত হলেন ৯২, সক্রিয় ৫২৪ জন

আগরতলা, ২১ এপ্রিল (হি. স.)।। ত্রিপুরায় করোনার ভয়ংকর তান্ডব শুরু হয়েছে। গত ২৪ এক লাফে ৯২ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। সাম্প্রতিক কালে করোনা আক্রান্তের সর্বোচ্চ বৃদ্ধি গত ২৪ ঘন্টায়। ফলে, সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫২৪ জন। এদিকে, ৩৭ জন গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন।

আজ স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে জানিয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় ২৯৩২ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তার মধ্যে আরটি-পিসিআর ৪৫০ এবং রেপিড এন্টিজেন নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ২৪৮২ জনের। সাম্প্রতিককালে এটাই সর্বোচ্চ নমুনা পরীক্ষা বলে জানা গিয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআর ৩১ জনের এবং রেপিড এন্টিজেন-এ ৬১ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে।

বুলেটিন অনুসারে এখন পর্যন্ত ৬ লক্ষ ৭২ হাজার ৮৪ জনের নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৩৪ হাজার ১৮৬ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। বর্তমানে সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৫২৪ এবং আক্রান্তের হার ৫.০৯ শতাংশ।

এডিসি নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে বিজেপি রাজ্য কার্যলয়ে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল।। ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর বুধবার বিজেপির রাজ্য সদর কার্যালয়ে বিজেপি শীর্ষস্থানীয় নেতারা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন।

আগরতলা বিজেপি প্রদেশ কার্যালয়ে এক সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সাংগঠনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি মানিক সাহা, মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত, রাজিব ভট্টাচার্য, আসামের সংগঠন মন্ত্রী ফণীন্দ্রনাথ শর্মা সহ আরো অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।সাংগঠনিক বৈঠকে সদ্য সমাপ্ত ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনের ফলাফল এবং সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে

পর্যালোচনা করা হয়। স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনের পর বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠক নানা দিক দিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল। প্রসঙ্গত, গতকাল সিইএম সহ অন্য সাত সদস্য এডিসিতে শপথ গ্রহণ করেছেন। চেয়ারম্যান হয়েছেন জগদীশ দেববর্মা।

অক্সিজেন ট্যাঙ্কে লিক, ২২ জন করোনা রোগীর মৃত্যু নাসিকের হাসপাতালে, ব্যথিত প্রধানমন্ত্রী, উচ্চ-পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ

নাসিক, ২১ এপ্রিল (হি.স.)।। অক্সিজেন ট্যাঙ্কে লিক হয়ে নাসিকের একটি হাসপাতালে প্রাণ হারালেন ২২ জন রোগী। বুধবার মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে নাসিকের ডাঃ জাকির হুসেন হাসপাতালে। নাসিকের জেলাশাসক জানিয়েছেন, নাসিকে অক্সিজেন ট্যাঙ্কে লিকেজ হওয়ার ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ২২ জন রোগীর। জানা যাচ্ছে, অক্সিজেন ভর্তি করার সময় একটি অক্সিজেন ট্যাঙ্কার লিকেজ হয়ে যাওয়ায় এই মর্মান্তিক ঘটনা। অন্তত ১৭১ জন রোগীর চিকিৎসা চলছিল ওই হাসপাতালে। এর মধ্যে ৩১ জন রোগীকে অন্য হাসপাতালে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। বাকি রোগীরা হাসপাতালেই ছিলেন। হাসপাতাল সূত্রের খবর, মৃত রোগীদের মধ্যে ১০ জন ভেন্টিলেশনে ছিলেন।

মহারাষ্ট্রের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজেশ টোপে জানিয়েছেন, অক্সিজেনে ঘাটতির কারণেই ভেন্টিলেশনে থাকা রোগীদের মৃত্যু হয়েছে বলে অনুমান। নাসিকের পুরনিগমের কমিশনার কৈলাস যাদবও জানিয়েছে, হাসপাতালে অক্সিজেন লিকের কারণ প্রায় ৩০ মিনিট বন্ধ ছিল অক্সিজেন সরবরাহ। সেজন্যই ভেন্টিলেশনে থাকা রোগীদের মৃত্যু হতে পারে। মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা দেবেন্দ্র ফড়ণবীশ বলেছেন, নাসিকের ঘটনা ভয়ানক। আমরা বিস্তারিত তদন্তের দাবি জানাচ্ছি।

নাসিকের হাসপাতালে অক্সিজেন লিকেজে প্রাণহানির ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টুইট করে শোকবার্তায় জানিয়েছেন, 'বেদনাদায়ক খবর শুনে মর্মাহত। প্রিয়জনদের যাঁরা হারালেন তাঁদের প্রতি গভীর সমবেদনা ব্যক্ত করছি।'

অক্সিজেন ট্যাঙ্কে লিক হয়ে নাসিকের একটি হাসপাতালে প্রাণ হারালেন ২২ জন করোনা-রোগী। বুধবার মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে নাসিকের ডাঃ জাকির হুসেন হাসপাতালে। নাসিকের জেলাশাসক জানিয়েছেন, নাসিকের হাসপাতালে অক্সিজেন ট্যাঙ্কে লিকেজ হওয়ার ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ২২ জন রোগীর। জানা যাচ্ছে, অক্সিজেন ভর্তি করার সময় একটি অক্সিজেন ট্যাঙ্কার লিকেজ হয়ে যাওয়ায় এই মর্মান্তিক ঘটনা। অন্তত ১৭১ জন রোগীর চিকিৎসা চলছিল ওই হাসপাতালে। এর মধ্যে ৩১ জন রোগীকে অন্য হাসপাতালে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। বাকি রোগীরা হাসপাতালেই ছিলেন। হাসপাতাল সূত্রের খবর, মৃত রোগীদের মধ্যে ১০ জন ভেন্টিলেশনে ছিলেন।

মহারাষ্ট্রের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজেশ টোপে জানিয়েছেন, অক্সিজেনে ঘাটতির কারণেই ভেন্টিলেশনে থাকা রোগীদের মৃত্যু হয়েছে বলে অনুমান। নাসিকের পুরনিগমের কমিশনার কৈলাস যাদবও জানিয়েছে, হাসপাতালে অক্সিজেন লিকের কারণ প্রায় ৩০ মিনিট বন্ধ ছিল অক্সিজেন সরবরাহ। সেজন্যই ভেন্টিলেশনে থাকা রোগীদের মৃত্যু হতে পারে। মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা দেবেন্দ্র ফড়ণবীশ বলেছেন, নাসিকের ঘটনা ভয়ানক। আমরা বিস্তারিত তদন্তের দাবি জানাচ্ছি।

নাসিকের হাসপাতালে অক্সিজেন লিকেজে ২২ জন রোগীর মৃত্যুর ঘটনায় উচ্চ-পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে। মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে জানানো হয়েছে, মৃতদের পরিবারপিছু ৫ লক্ষ টাকা দিয়ে আর্থিক সহায়তা করা হবে। নাসিকের ঘটনায় উচ্চ-পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী : নাসিকের হাসপাতালে অক্সিজেন ট্যাঙ্ক লিকেজের বিয়োগান্তক ঘটনা হৃদয়বিদারক। এই দুঃখের সময়ে মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।'

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১৮৮ ▫ ২২ এপ্রিল ২০২১ ইং ▫ ৮ বৈশাখ ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

রাজনীতিতে সৌজন্যতা

ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বাধীনভাবে রাজনীতি করার অধিকার স্বীকৃত রহিয়াছে। বিশ্বের অন্যতম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারত বর্ষ। ভারতবর্ষের কাছ হইতে বিভিন্ন দেশ শিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকে।এটা স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের মানুষের ঐতিহ্য। কিন্তু সেই ঐতিহ্য ধুলায় মিশাইয়া দিবার চক্রান্ত শুরু হইয়াছে।রাজনীতির ময়দানে এবং ক্ষমতার মসনদ দখল করিবার প্রত্যাশায় রাজনৈতিক সৌজন্যতাবোধ ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছে রাজনৈতিক দলগুলির একাংশ নেতা। তাহাদের বদান্যতায় দেশের ঐতিহ্য ও গৌরব হারাইয়া যাইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাহার সামনে বড় চ্যালেঞ্জ দাঁড় করিয়াছে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি। তাহারা পশ্চিমবঙ্গকে ছিনাইয়া নিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। যে কোন প্রকারে ক্ষমতা দখলই হইল বিজেপির সামনে মুখ্য বিষয়।পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন সাধারন মানুষ। গণতন্ত্রে এটাই স্বাভাবিক। এটাই সৌজন্য। একজনের সঙ্গে বা এক রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্যের দল, মত, পথ আলাদা হইতে পারে। সে লড়াই পথে প্রান্তরে, সংসদ বা বিধানসভার ঠান্ডা ঘরে চলিবে। কিন্তু ‘সবার উপরে মানুষ সত্য’-এর আপ্তবাক্য মানিয়া একে অপরের বিপদে-আপদে পাশে দাঁড়াইবে, ভালো চাইবে এই সৌজন্য থাকা উচিত। কিন্তু উচিত আর বাস্তব এক নয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আহত হইয়াছেন, তাহা নিয়ে চিকিৎসকদের কোনও সংশয় নাই। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তাঁহার চোট লাগার ছবিও ফুটিয়া উঠিয়াছে। অথচ বিরোধিতা করিতে হইবে বলিয়াা অসুস্থ মমতাকে নিয়াও কুৎসিত মন্তব্যে মাতিয়াছেন অধীর চৌধুরী থেকে দিলীপ ঘোষরা। কেউ বলিয়াছেন, এসব মমতার ‘ভণ্ডামি’, ‘কেউ বলিয়াছেন ‘নাটক’! সিপিএমের কেউ আবার পালে বাঘ পড়িবার গল্প শুনাইয়াছেন। প্রশ্ন উঠিয়াছে, রাজনীতির বিরোধিতা যতই থাকুক, একজন অসুস্থ মানুষের প্রতি সমবেদনা জানানো, সৌজন্য প্রদর্শন কি উচিত ছিল না? বাংলাদখলের স্বপ্ন দেখিতে গিয়া বিরোধী দলের হেভিওয়েট কোনও কোনও নেতা সৌজন্যবোধটুকু হারাইয়া ফেলিয়াছেন। এমন কদর্য মন্তব্য করিয়া বসিয়াছেন যাহা অমানবিকতারই নিদর্শন। স্বাভাবিক কারণেই তাই অধীর চৌধুরী, দিলীপ ঘোষের মতো বিরোধী নেতার কদর্য মন্তব্যকে ঘিরিয়া দেশজুড়িয়া নিন্দার ঝড় উঠিয়াছে।

উল্টো দিকে? পায়ে মারাত্মক চোট নিয়াও নেত্রী বলিয়াছেন, আমি অনুরোধ করিব সকলের কাছেশান্ত থাকুন, সংযত থাকুন, ভালো থাকুন। এমন কিছু করিবেন না যাহাতে মানুষের অসুবিধা হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে একজন দায়িত্বশীল মানুষের যে ভূমিকা থাকা উচিত, সেটাই শোনা গিয়াছে তৃণমূল সুপ্রিমোর বক্তব্যে। বাংলার ভোটে ব্যক্তি আক্রমণ ও কুকথার রাজনীতি প্রকট হইতেছে। এটা কখনও কখনও শালীনতার মাত্রাও ছাড়াইতেছে। একজন আহত মহিলাকে উদ্দেশ্য করিয়া কটু ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করিতেছে না! একাংশের বিজেপি নেতা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহত হওয়ার ঘটনা নিয়া যেভাবে কটাক্ষ করিয়াছেন তাহা শুধু অসৌজন্যের বহিঃপ্রকাশ নয়, নিম্নরুচিরও পরিচয়। সবক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম থাকে। এক্ষেত্রেও আছে। এই পদ্ম শিবিরেরই কয়েকজন অবশ্য মুখ্যমন্ত্রীর দ্রুত আরোগ্য কামনা করিয়া সৌজন্যের বার্তা দিয়াছেন। কিন্তু এই সৌজন্যটুকুও দেখাননি দেশের প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে শুরু করে নন্দীগ্রামে তৃণমূল নেত্রীর প্রধান প্রতিপক্ষ প্রার্থীও, যিনি একদা মমতা মন্ত্রিসভারই হেভিওয়েট মন্ত্রী ছিলেন। দেশের ঐতিহ্য পরম্পরার কথা যাঁহার মুখে মুখে সেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও আশ্চর্যজনক ভাবে নীরব। রাজনৈতিক মতভেদ থাকিলেও এমন অসৌজন্য প্রদর্শন কি ভালোভাবে মানিয়া নিবে রাজ্যবাসী।

বৃক্ষের পরিচয় তাহার ফলে। একজন নেতা কতটা মানবিক তাহার প্রকাশ পাওয়া যায় তাঁহার আচার-আচরণে। সবার আগে মানুষ। তারপর রাজনীতি। ভোটের রাজনীতি করিতে গিয়া সেই বোধটুকুও খুইয়ে মানবিকতাটা হারাইয়া বসিয়াছেন বিরোধী শিবিরের কতিপয় হেভিওয়েট নেতা। প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করিতে গিয়া এমন বেফাঁস মন্তব্য করিয়াছেন যাহা শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে বেমানান। ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোটের রাজনীতি থাকিবে, রাজনৈতিক মতাদর্শ গত পার্থক্য থাকিবে, রাজনৈতিক তরজার লড়াইও থাকিবে। কিন্তু রাজনীতি করিতে গিয়া সৌজন্যতাবোধ টুকু হারাইয়া ফেলিলে দেশের ঐতিহ্য ধূলায় মিশিয়া যাইবে। রাজনৈতিক সচেতনতা বোধটুকু বজায় রাখিয়া ভোট যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে একদিকে যেমন দেশের ঐতিহ্য বজায় থাকে ঠিক তেমনি জনগণও রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আস্থাশীল থাকিবে। এটাই ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কাম্য।

পশ্চিম দিল্লিতে ফার্ণিচার মার্কেটে আগুন, দমকলের তৎপরতায় নিয়ন্ত্রণে

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে ফের অগ্নিকাণ্ড, এবার আগুন লাগল পশ্চিম দিল্লির কীর্তি নগর এলাকায় অবস্থিত ফার্ণিচার মার্কেটে। বুধবার ভোররাতে ফার্ণিচারের মার্কেটে আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের মোট ২৮টি ইঞ্জিন। ল্যাডারের সাহায্যে আগুন নেভানোর চেষ্টা চালান দমকল কর্মীরা। দমকল কর্মীদের প্রায় ৩ ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, বুধবার ভোররাত তিনটে নাগাদ পশ্চিম দিল্লির কীর্তি নগর এলাকায় অবস্থিত ফার্ণিচার মার্কেটে আগুন লাগে। তৎক্ষণাৎ আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের ২৮টি ইঞ্জিন। একটি বিল্ডিংয়ের চার-তলা থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। ল্যাডারের সাহায্যে দমকল কর্মীরা আগুন নেভান। দমকল কর্মীদের তৎপরতায় সকাল ছ'টার মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। কীভাবে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বাইকুল্লা জেলেও করোনার ভয়! কোভিডে আক্রান্ত ইন্দ্রানী-সহ ৩৮ জন বন্দি

মুম্বই, ২১ এপ্রিল (হি.স.): মুম্বইয়ের বাইকুল্লা জেলেও এবার করোনার ভয়! কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন বাইকুল্লা জেলের ৩৮ জন বন্দি, তাদের মধ্যে শিনা বোরা হত্যা মামলার অভিযুক্ত ইন্দ্রানী মুখোপাধ্যায়ও রয়েছে। মহারাষ্ট্রে করোনার বাড়বাড়ন্ত দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেকটাই বেশি। মুম্বই-সহ মহারাষ্ট্র সর্বত্র কঠোর বিধিনিষেধের মধ্যেও প্রতিদিনই নতুন নতুন রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছে যাচ্ছে করোনা-সংক্রমণ।

এবার বাইকুল্লা জেলেও এবার করোনার ভয়। বুধবার মুম্বইয়ের বাইকুল্লা জেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বাইকুল্লা জেলের ৩৮ জন বন্দি করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন শিনা বোরা হত্যা মামলার অভিযুক্ত ইন্দ্রানী মুখোপাধ্যায়। প্রত্যেকের চিকিৎসা চলছে।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ১৪৮ জনের, পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্ত ৭.৭২ লক্ষের বেশি

ইসলামাবাদ, ২১ এপ্রিল (হি.স.): পাকিস্তানে আরও একটা খারাপ দিন, পাকিস্তানে একধাক্কায় অনেকটাই বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যা ১৫০ ছুঁইছুঁই। পাকিস্তানের স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সারাদিনে পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫,৪৯৯ জন, এই সময়ে পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে ১৪৮ জনের। ফলে পাকিস্তানে এযাবত করোনা কেড়ে নিয়েছে ১৬,৬০০ জনের প্রাণ এবং মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৭ লক্ষ ৭২ হাজার ৩৮১ জন। ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৬ লক্ষ ৭২ হাজার ৩৮১ জন। বুধবার সকালে পাকিস্তানের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫,৪৯৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১৪৮ জনের। সবমিলিয়ে পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৭,৭২,৩৮১। পাকিস্তানে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৮৩,১৬২। এযাবত পাকিস্তানে সুস্থ হয়েছেন ৬,৭২,৬১৯ জন। পাকিস্তানে পজিটিভিটি রেট ১১.৬৩ শতাংশ।

করোনার দ্বিতীয় প্রবাহ ও আমরা

শোভনলাল চক্রবর্তী

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মৃতের সংখ্যা কে বা কারা গুনেছিলেন তা আমরা জানিনা তবে সম্প্রতি আমেরিকার নিউইয়র্ক টাইনস পত্রিকা ব্যানার হেডলাইন করে জানালেন যে কোভিড অতিমারীতে গত জানুয়ারি মাসে এক আমেরিকাতেই মৃতের সংখ্যা পাঁচ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। যন্ত্রও প্রযুক্তিধন্য এই সময়ে দুর্যোগে প্রাণহানি বা মৃত্যুর সংখ্যা সঠিকভাবে গোনা সম্ভব হয়েছে। এই সংখ্যা প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধে মোট মৃত আমেরিকানদের সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে গেছে। এই অস্বাভাবিক, অভুতপূর্ব সংখ্যা স্বাভাবিক ভাবেই খবরের শিরোনাম হয়েছে। টুইন টাওয়ারের বীভৎসতাকেও পেছনে ফেলেছে এই মৃত্যুর আমেরিকার কুখ্যাত গৃহযুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছিলেন লক্ষাধিক মানুষ, এখন কি সেই মাইলফলক ছোঁয়ার অপেক্ষায় মৃত্যু সম্পর্কে কোভিড অতিমারী মানুষের মনে এক অদ্ভুত নিস্পৃহতা তৈরি করেছে। চারপাশে প্রতিনিয়ত মৃত্যু ঘটলে, মৃত্যু সংবাদ আসতে থাকলে একসময় মৃত্যু সম্পর্কিত দুঃখবোধ স্তিমিত হয়ে আসে। অথচ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো ঘটনা সারা দুনিয়াকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। জীবনহানি ও মৃত্যুর বিরাট, বিশাল পরিধি মানুষের জীবন আমুল পাল্টে দিয়েছিল। আজ যখন কোভিড এসে শুধু একটা দেশ পাঁচ লক্ষ প্রাণ নিয়ে চলে গেল, তাও শুধু একটা বছরে, তখন আমরা মুখে ‘অভূতপূর্ব ঘটনা’ বললেও তার অন্তর্গত তাৎপর্য বুঝতে পারছি কি? বোধহয় না। বরং আমরা মনকে বোঝাচ্ছি, এতবড় পৃথিবীজোড়া অতিমারীতে মৃত্যু তো হবেই? এই ভেবেই রোজ মুখে মাস্ক আর হাতে স্যানিটাইজার মেখে কাজে বেড়িয়ে পড়ছি। মনে রাখতে হবে পাঁচ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়েছে কোনও অনুন্নত দেশে নয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্র উচ্চমানের ও আধুনিক সুযোগসুবিধাযুক্ত একটি দেশে। মনোবিদ এবং সমাজবিজ্ঞানীরী বলছেন, কোভিড শুরুর দিনগুলোতে মানুষ নিজেদের প্রবোধ দিয়েছিল, এই দেশে প্রতি বছর পথ দুর্ঘটনায় , বা অন্য রোগেও ঢের বেশি মানুষ মারা যায়, সেখানে কোভিড কি করবে। কিন্তু বিপুল মৃত্যুভার বহন করে এখন অতিমারীর দ্বিতীয় ঢেউয়ের মুখে পড়েও মানুষের মনে কোনও হেলদোল নেই। মৃত্যুর এই স্বাভাবিকীকরণ সম্পন্ন করা মানুষ হিসেবে ভালো লক্ষণ নয়। এই কি তবে একুশ শতকের আধুনিকতা? বিরহদন, দুঃখ সব সয়ে নেওয়া এমনকি মৃত্যুও-এই বোধ? রোগ বোগে মানুষ মরবে বস্তিতে আগুন লাগবে, পথে মানুষ গাড়ি চাপা পড়বে---এই অপদার্শনিক নিরাসক্তিই হয়তো বা আজকের মানুষের জীবন ও মৃত্যু মাপার নির্দিকার একক। অতিমারীর বর্ণনায় যুদ্ধের রূপকল্প ব্যবহৃত ছেড়ে যে স্বাস্থ্যকর্মী বহু দূরের কোনও হাসপাতালে চিকিৎসা বা সেবা করছেন কোনও মরণাপন্ন রোগীর, তখন সেই কর্মীরা কাছে সেটা একটা যুদ্ধই বটে। কিন্তু সেই গণ্ডির বাইরে বিপুলসংখ্যক মানুষের মনে হচ্ছে মৃত্যু? সে তো হবেই। বিশ শতকে বিশ্বযুদ্ধের তীব্রতা মানুষকে বুঝিয়েছিল মৃত্যু কত করুন, আর একুশ শতকে মানুষ মেনে নিয়েছে মৃত্যুকে। কোভিড নিয়ে মানুষের আজকের এই সমন্তরাল তৎপরতা ও নির্লিপ্ততাই তার আধুনিকতা তা না হলে কোভিড দ্বিতীয় প্রবাহে যখন শীর্ষে তখন টিকাকেন্দ্র কেন নোটিশ ঝুলবে, ‘যোগানের অভাবে টিকাকরণ বন্ধ। এক সময় শোনা গিয়েছিল ভারত হবে ‘টিকা রাজধানী’, সারা বিশ্বকে টিকা যোগাবে ভারত। আর আজ এমন অবস্থা যে টিকা কেনার তাড়নায় ন্যূনতম সতর্কতাও জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে ব্রিটেন, জাপান বা আমেরিকায় তৈরি কোনও টিকা সেখানে ছাড়পত্র পেলে, ভারতে তার দ্বিতীয় বা তৃতীয় ধাপের ক্লিনিকাল ট্রায়ালের সরকার নেই। একই কথা রাশিয়ার স্পুটনিকের জন্যও প্রযোজ্য। বিনা ট্রায়ালে টিকা ব্যবহার করা যে বিপদজনক তা প্রধানমন্ত্রী সহ সবাই জানেন। কিন্তু জেনেশুনে কেন এই বিপদকে ডেকে আনা? কারণ এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি তাতে অন্য বিকল্প নেই। উগ্র জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকে যদি নীতিগত সিদ্ধান্তের উপর প্রভাব ফেলতে দেওয়া হয় তবে বিপদ না ঘটাই আশ্চর্যের স্বদেশী গর্বে গরীয়ান হয়ে ওঠার আগে যদি কর্তারা হিসেব কষে দেখতে কোনও মাসে কট টিকা লাগবে, এবং ভারতীয় টিকাপ্রস্তুতকারীরা সেই যোগান দিতে পারবেন কিনা তবে আজ এমন মরিয়া সিদ্ধান্ত নিতে হত না। বিশেষজ্ঞরা বলছেন ভারতে প্রতিদিন টিকার যে লক্ষমাত্রা রাখা হয়েছে, যোগানের ব্যবস্থা তার অর্ধেক। এদিকে এই গরমিল স্বাস্থ্যমন্ত্রী মানতে রাজি নন। দেশের বাজারে টিকার এই অভাবের কারণ কি টিকা প্রস্তুতকারকদের ব্যর্থতা, নাকি সরকার বাহাদুরের দূরদৃষ্টির অভাব, সেই প্রশ্নের উত্তর কি প্রধানমন্ত্রী দেবেন? পুনের সিরাম ইনস্টির্টিউট একাধিকবার সরকারের কাছে আবেদন করেছেন উৎপাদন বৃদ্ধিতে তাঁদের সাহায্য করতে। অন্তত প্রতি মাসে কত টিকা লাগবে তা আগাম জানাতে। সরকার কোনওটাই করেননি। ফলে, চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য রেখে যেখানে অনায়াসে সাধারণ মানুষকে টিকা দেওয়া যেত, সেখানে তৈরি হয়েছে এক অনিশ্চয়তা। সরকারের কাছে আশ্বাস না পেয়ে বেশি টিকা প্রস্তুতকারকরা বিদেশে টিকা রফতানি করেছেন। এর ফলে বাজারে ঘাটতি আরও প্রকট হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, একি নেতাতই সরকারি অপদার্থতা, না কি এর পেছনে রয়েছে অন্য কোনও গভীর কারণ? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য আরএসএস-এর স্বাধীন বেসরকারি পুঁজির প্রতি সুগভীর অবিশ্বাসের কথা মনে রাখতে হবে। বর্তমানে আম্বানি, আদানীদের মতো স্যাঙাতদের বাড়বাড়ন্ত দেখে মনে প্রশ্ন জাগে, গৈরিক জাতীয়তাবাদীরা কি আদৌ পুঁজির কুশলতায় বিশ্বাস রাখেন? না কি তাঁরা চান ওই পুঁজিকে নিজেদের ইচ্ছামতো চালাতে? প্রশ্নটি জরুরি করাণ, পুঁজিবাদ আর স্যাঙাততন্ত্র, দুটি সম্পূর্ণ পৃথক ব্যবস্থা। দ্বিতীয়টি প্রথমটির ভেক ধরে মাত্র। সমাজবাদের বিরোধী হলেও গৈরিক দক্ষিণপন্থীরা আদতে চান মাথায় বসে থেকে অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে। এই মুহূর্তে যোগ হয়েছে সেই বিশ্বাসের সঙ্গে অস্বচ্ছতা, বিশেষজ্ঞদের কথা শোনার প্রতি অনীহা তার যা ফল হওয়ার তাই হচ্ছে, আমাদের দেশের দিকে দিকে করোনায় মৃতদের দাহ করার ছবি প্রকাশ পাচ্ছে। আমরা অবশ্য এখন সর্বসহা, ও তবে কিছু যায় আসে না আমাদের মৃত্যুর প্রতি উদাসীন মনুষ্য মনোবিদরা শঙ্কিত মানুষ হিসেবে পৃথীবর বুকে বেঁচে থাকার একটি প্রাথমিক ধর্ম লঙ্ঘিত। মানুষের মন ক্রমশ যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে, এ বড় সুখের সময় নয়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

আজও মন পরে থাকে ছাপার বইতেই

২৪ এপ্রিল বিশ্ব বই ও গ্রন্থসত্ত্ব দিবস। সেই উপলক্ষে এই বিশেষ লেখা।

সুমন মেয়ূর

ছোটবেলায় বাবা বলতেন, "গায়ের জামাটা পুরনো হতে পারে, গুড় মুড়ি খেয়ে থাকতে হতে পারে, কিন্তু বই কেনা আর বই পড়া চাই"।

আমার বাবা আমাদের পরিবারের প্রথম প্রজন্মের সাক্ষর ও কেমিস্ট্রিতে স্নাতক। স্নাতোকোত্তর পড়া হয়নি পয়সার অভাবে। কলেজে পড়তে পড়তেই ছোট্ট একটা মুদিরদোকান চালাতেন বাবা। আমি বাবার দোকানে বসে ঠোঙা বানানোর জন্য আনা বই গুলো ঘাঁটতাম। ওর মধ্যে অনেক দুষ্প্রাপ্য বই এর সন্ধান পাওয়া যেত। দাঁড়ি পাল্লায় হিসেব করতে করতে বাবা আমায় বলতেন, “বই এর দেশ এক স্বপ্নপুরীর মত”। আমার ছোটবেলার রূপকথার জগৎ তাই ছিল বইয়ের দেশে।

পাঠক্রমের বই এর প্রতি আমার খুব যে অনাগ্রহ ছিল তা নয়, কিন্তু সখ্যতাও বিশেষ ছিল না। বরং বইমেলা বা কলেজ স্ট্রিট থেকে সংগ্রহ করা মনিমাণিক্যগুলোই ছিল আমার যখের-ধন। মনে আছে প্রথম বইমেলায় কেনা কয়েকটা বইয়ের কথা; ‘গাবলুর বিজ্ঞান ডায়েরি’, ‘আকাশ ভরা সূর্যতারা’, ‘মহাবিশ্বের কথা। মহাকাশের প্রতি আমার অমোঘ আকর্ষণ, এই বই গুলি থেকেই জন্মায়। তখন আমি ক্লাস থ্রি কি ফোর। তেতলার চিলেকোঠার ঘরটা ফাঁকা থাকত। তাতে একটা পুরোনো তক্তপোশ ছিল। দুপুরে বই মাথায় দিয়ে আর হাতে একটা বই নিয়ে তাতে গিয়ে শুতাম। পড়তে পড়তে মনে হত ওই তক্তপোশের সাথে পৃথিবীর সংযোগ বুঝি ছিন্ন হয়ে গেল। আমি অনন্ত মহাকাশে অসীম শূন্যতার মধ্যে ক্রমশ অন্তর্লীন হয়ে যাচ্ছি। সেই আমার প্রথম মৃত্যুভয়। সেই আমার প্রথম বৃহত্বের সাথে যোগ। মনে হত জীবনের সমস্ত বিকাশ গিয়ে শেষ হবে অনন্ত আলোকবর্ষ পারের কোন এক নীহারিকায়। আর আমিও সেই অনন্তেরই অংশ!

আরেকটু বড় হলে বাবার সাথে স্কুটারে চেপে যেতাম কলেজ স্ট্রিট। সপ্তাহে এক থেকে দু-বার তো বটেই। আমরা হাওড়ায় থাকতাম। তখন হাওড়া থেকে কলকাতা যাওয়া মানে অনেক দূর যাওয়া। নদীর ওপার মানেই অন্য দেশ তখন। এই যাওয়াটা আমার ছোটবেলার সবচেয়ে সুখস্মৃতিগুলোর মধ্যে একটা। কলেজ স্ট্রিটে কিছু পুরোন বড় বই এর দোকান আছে। যেমন ইউ এন ধর, চক্রবর্তী এন্ড চ্যাটার্জি ইত্যাদি। এনাদের তৎকালীন দোকানকর্তারা সমঝদার ছিলেন। উপযুক্ত রত্নসংগ্রাহকের সন্ধান পেলে মণিকার যেমন সেরা রত্নটিকে কুলুঙ্গি থেকে বের করে আনেন, তেমনি তাঁরা এই কৌতুহলী বালকটির জন্য দোকান এর নিভৃত কোণ থেকে তুলে আনতেন অমৃতকলস।

একবার এরকমই এক পুরোনো বই এর দোকানের মালিক হাত ধরে আমায় নিয়ে গেলেন তাঁদের বইয়ের ভাঁড়ার ঘরে। উঁচু ছাদের নিচে সারি সারি নতুন -পুরোনো বই। ঠিক কত ঘন্টা যে সেই দেবালয়ে ইশ্বরসংযোগে তপস্বীর মত মুগ্ধতায় কাটিয়েছিলাম, বলা কঠিন।সেদিন মনে হয়েছিল, ওই দোকানের মালিক ভদ্রলোক ভুবনের সেরা সম্পদের মালিক। একটু বড় হতে বুঝতাম সপ্তায় সপ্তায় ওভাবে বই কেনা সংসারের আর্থিক টানাটানির কারণ হয়ে উঠছে। বাবা কে বললাম, " আর বই লাগবে না এখন"। বাবা বিমর্ষ হলেন। আসলে আমায় বই কিনে দিয়ে বাবাও নিজেকে একটু বড়লোক ভাবতেন বোধ হয়। সে নিজের পুজোর জামা কেনার টাকা ফুরিয়ে গেলেও।

আমাদের স্কুলের লাইব্রেরি টি ছিল দুষ্প্রাপ্য বইএর রত্নভান্ডার। ২০০৩ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় অষ্টম হওয়ার দৌলতে আমি তখন স্কুলের স্যারেদের নয়নের মণি। এতে সুবিধে হল দুটো। এক, লাইব্রেরির সাগরিকা দিদিমনি আমায় লাইব্রেরির সব বই পড়ার সত্ত্ব দিয়ে দিয়েছিলেন। আর দুই, আমি ক্লাস কেটে লাইব্রেরিতে চলে গেলেও গার্জেন কল করা হত না। ক্লাস না করে লাইব্রেরিতে দিন কাটিয়ে দেবার অভ্যেস আমার মেডিক্যাল কলেজেও ছিল। যদিও তার জন্য আমায় বিপদে পড়তে হয়েছিল।

বইমেলা আর কলেজ স্ট্রিটে আমার কাটানো ছেলেবেলাটা এখোনও বোধ হয় হারিয়ে যায় নি। এখনও প্রতিবছর বইমেলায় গেলেই সেই ছেলেবেলার গন্ধ পাই। আমার গিন্নীটিও আমার-ই মতন হওয়ায় ভারি সুবিধে হয়েছে। আজকাল অধিকাংশ মেডিক্যাল বই ই-বুকের আকারেই কিনতে হয়, কারণ বছর বছর চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্রমপরিবর্তনের সাথে বইগুলোও নতুন ভাবে পরিমার্জিত হয়। কিন্তু প্রতিবছর পুণরমারজিত সংস্করণ কেনা সম্ভব হয় না। সম্ভব হলে তাও কিনতাম। কারণ আমার আজও মন পরে থাকে ছাপার বইতেই। একবার স্কুলের পদার্থ বিদ্যার শিক্ষক মশাই আমায় রজার পেনরোজ সাহেবের একটি বই উপহার দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, “সুমন একদিন তুই আর আমি একটা ধুমকেতু আবিষ্কার করব।নাম হবে “মেয়ূর-চক্রবর্তী কমেট”””!

সেই বই আর সেই স্বপ্নই আমার এ-জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

লেখক একজন প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক।

বুধবার হাওড়া-শিয়ালদহে করোনার জেরে বাতিল ৬৮ জোড়া ট্রেন

কলকাতা, ২১ এপ্রিল (হি. স.) : চালক ও গার্ডদের করোনায় আক্রান্ত হওয়ার ফলে বুধবার হাওড়া ও শিয়ালদহ ডিভিশনের মোট ৪৯ জোড়া লোকাল ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। তার মধ্যে হাওড়া ডিভিশনে রয়েছে ১৬ জোড়া ও শিয়ালদহ ডিভিশনে রয়েছে ৩৩ জোড়া। করোনা ভাইরাসের কামড়ে কাবু একের পর এক রেল কর্মী। ইতিমধ্যেই মারণ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন পূর্ব রেলের শতাধিক চালক ও গার্ড। যার ফলে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রাখতে হিমশিম খাচ্ছেন পূর্ব রেলের আধিকারিকরা। পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার হাওড়া লিভিশনে আজিমগঞ্জ- রামপুরহাট প্যাসেঞ্জার, রামপুরহাট - বর্ধমান প্যাসেঞ্জার, ব্যান্ডেল- বর্ধমান প্যাসেঞ্জার, আজিমগঞ্জ- নৈহাটি প্যাসেঞ্জার, আজিমগঞ্জ- কাটোয়া প্যাসেঞ্জার সহ ১৬ জোড়া ট্রেন বাতিল থাকছে। পাশাপাশি হাওড়া থেকে শহরতলীর মধ্যে আরও ১৯ জোড়া ইএমইউ লোকালও বাতিল করা হয়েছে। মূলত যে সময়ে যাত্রীর ভিড় কম, সেই সময়ের ট্রেনগুলোকেই বাতিল করা হয়েছে। হাওড়ার পাশাপাশি শিয়ালদহ ডিভিশনে বাতিল থাকছে ৩৩ জোড়া ইএমইউ লোকাল। তার মধ্যে শিয়ালদহ-বারাকপুর শাখায় ৫ জোড়া, শিয়ালদহ- দত্তপুকুর- হাবড়া-বনগাঁ শাখায় শিয়ালদা ৬ জোড়া, শিয়ালদহ-নৈহাটি শাখায় ৪ জোড়া, শিয়ালদহ-ডানকুনি শাখায় এক জোড়া ট্রেন বাতিল থাকছে। এছাড়াও শিয়ালদহ দমদম ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে এক জোড়া, নৈহাটি-রানাঘাট রুটে এক জোড়া, শিয়ালদহ-কল্যাণীর মধ্যে এক জোড়া, হাসনাবাদ শাখায় এক জোড়া ট্রেনও আজকের মতো বাতিল করা হয়েছে। লোকাল ট্রেন বাতিলের জেরে দুর্ভোগ পোহাতে হবে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার নিত্যযাত্রীদেরও। কেননা দক্ষিণ শাখার ১৩ জোড়া লোকাল ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। তার মধ্যে শিয়ালদহ-বারুইপুর রুটে ২ জোড়া, শিয়ালদহ-ক্যানিং রুটে ৪ জোড়া, শিয়ালদহ-সোনারপুর- ডায়মন্ডহারবার শাখায় ৪ জোড়া, শিয়ালদহ-বারুইপুর-লক্ষ্মীকান্তপুর শাখায় ২ জোড়া ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। তাছাড়া মাঝেরহাট পর্যন্ত চক্ররেলের একজোড়া ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ভারতে ২৭.১০-কোটির ঊর্ধ্বে করোনা-টেস্ট, সুস্থতা ৮৫.০১ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল (হি.স.): বাড়তে বাড়তে ভারতে ২৭.১০-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। বুধবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২০ এপ্রিল সারা দিনে ভারতে ১৬,৩৯,৩৫৭ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ২৭,১০,৫৩,৩৯২-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৬,৩৯,৩৫৭ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ২ লক্ষ ৯৫ হাজার ০৪১ জন।

একধাক্কায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ১ লক্ষ ২৫ হাজার ৫৬১ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১,৬৭,৪৫৭ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৮২,৫৫৩ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.১৭ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ২,০২৩ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,৩২,৭৬,০৩৯ জন (৮৫.০১ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে, ১,২৫,৫৬১ জন বেড়ে এই মুহূর্তে ভারতে মোট ২১,৫৭,৫৩৮ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন (১৩.৮২ শতাংশ)।

প্রয়াত শঙ্খ ঘোষের প্রতি শ্রদ্ধায় টুইট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

কলকাতা, ২১ এপ্রিল (হি. স.) : প্রয়াত শঙ্খ ঘোষের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বুধবার শঙ্খবাবুর প্রয়াণের খবর পাওয়ার পর টুইটে মোদী লেখেন, "বাংলা ও ভারতীয় সাহিত্যে অবদানের জন্য শঙ্খ ঘোষকে স্মরণ করা হবে। তাঁর রচনাগুলি ব্যাপকভাবে পড়া এবং প্রশংসিত হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুতে আমি দুঃখিত। তাঁর পরিবার ও বন্ধুদের প্রতি সমবেদনা জানাই। ওম শান্তি।"প্রসঙ্গত, করোনায় আক্রান্ত শঙ্খ ঘোষ এদিনই প্রয়াত হন। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বিশিষ্ট অনেকে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

পূর্ব বর্ধমানের বড়দিঘিতে লরির ধাক্কায় মৃত ২ বাইক আরোহী

বড়দিঘি, ২১ এপ্রিল (হ. স.) : পূর্ব বর্ধমানের বড়দিঘির তিড়িঙ্গি মোড়ে জাতীয় সড়কে লরির ধাক্কায় মৃত ২ মোটরবাইক আরোহী। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বুধবার সকালে, কলকাতা থেকে দুর্গাপুরগামী একটি লরি দ্রুত গতিতে যাচ্ছিল। আচমকা গতি হারিয়ে গাড়িটি সামনের বাইকটিকে ধাক্কা মারে। সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকটি রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা দশ চাকার লরিতে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মারা যান দুই বাইক আরোহী। ততক্ষণে লরি নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় ওই চালক। খবর দেওয়া হয় গলসি থানায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় পুলিশ। মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়েছে। ঘাতক লরিটির সন্ধানে পুলিশ।

বাড়ছে সংক্রমণ, শুটিং বন্ধ থ্যাঙ্ক গড ছবির

মুম্বাই, ২১ এপ্রিল (হ. স.) : দেশে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে হু হু করে বাড়ছে করোনা-সংক্রমণ। স্বাভাবিকভাবে বলিপাড়াতেও করোনা থাবা বসিয়েছে। একের পর এক তারকা করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন। প্রযোজকরাও পিছিয়ে আসছেন। তাঁরা এই মুহূর্তে ছবি রিলিজ করতে চাইছেন না। বেশ কিছু 'বিগ টিকিট মুভি'-র রিলিজ পিছিয়ে গিয়েছে। এমনকী ছবির শুটিং করাও সম্ভব হচ্ছে না। অজয় দেবগণ অভিনীত 'থ্যাঙ্ক গড'-এর শুটিং পিছিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রযোজকরা।

থ্যাঙ্ক গড ছবির শুটিং জানুয়ারি থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। অজয় দেবগণ ছাড়াও এই ছবিতে অভিনয় করছেন সিদ্ধার্থ মালহোত্রা এবং রাকুল প্রীত সিং। পরিচালনায় ইন্দ্র কুমার। দুই ভাগে শুটিং করার পরিকল্পনা ছিল। প্রথম ভাগের শুটিং শেষ। সিদ্ধার্থ মালহোত্রা এবং রাকপল প্রীতকে নিয়ে শুটিং করেছেন পরিচালক। এপ্রিলের শেষের দিকে অজয় দেবগণকে নিয়ে দ্বিতীয় ভাগের শুটিং শুরু করার কথা ছিল। কিন্তু করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ায় শুটিং আপাতত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রযোজকরা। ছবির অন্যতম প্রযোজক আনন্দ পণ্ডিত জানিয়েছেন পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে নতুন করে শুটিং শুরু করার কথা ভাববেন। আপাতত গোটা টিমের সুরক্ষার কথাই তাঁরা ভাবছেন।হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

বাড়ছে করোনা ! ৩১ মে অবধি হরিয়ানার স্কুলে গরমের ছুটি

চণ্ডীগড়, ২১ এপ্রিল (হি.স.): করোনা-সংক্রমণ উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে গরমের ছুটি এগিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিল হরিয়ানা সরকার। বৃহস্পতিবার, ২২ এপ্রিল থেকে হরিয়ানার বন্ধ থাকবে সমস্ত স্কুল, স্কুল বন্ধ থাকবে আগামী ৩১ মে পর্যন্ত। বুধবার এমনটাই জানিয়েছেন হরিয়ানার শিক্ষামন্ত্রী কানওয়ার পাল গুজ্জর। শিক্ষামন্ত্রী টুইট করে জানিয়েছেন, '২২ এপ্রিল থেকে ৩১ মে পর্যন্ত গরমের ছুটি হিসেবে বন্ধ থাকবে রাজ্যের স্কুল।'

চলতি মাসেই হরিয়ানা সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত ৮ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্কুল বন্ধ রাখা হবে। কিন্তু, পরে করোনা-পরিস্থিতির কারণে সমস্ত শ্রেণীর জন্য স্কুল বন্ধ রাখা হয়। এবার ২২ এপ্রিল থেকে ৩১ মে অবধি গরমের ছুটি ঘোষণা করল হরিয়ানা সরকার। শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, 'শিক্ষক-শিক্ষিকারা প্রতিদিনই স্কুলে এসেছেন, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সুরক্ষাও আমাদের দায়িত্ব। তাই এগিয়ে আনা হয়েছে গরমের ছুটি।'

করোনায় আক্রান্ত অভিনেত্রী চৈতি ঘোষাল

কলকাতা, ২১ এপ্রিল (হি. স.) : এবার করোনায় আক্রান্ত হলেন অভিনেত্রী চৈতি ঘোষাল। সম্প্রতি নিজেই সামাজিক মাধ্যমে সেই খবর জানালেন অভিনেত্রী। বাড়িতেই আছেন তিনি।অভিনেত্রী জানিয়েছেন, "আমার করোনা পজিটিভ এসেছে। আমি নিজেকে ঘরবন্দি করেছি। জ্বর বেশি ছিল, কিন্তু এখন ভালো আছি। শুটিং বা অন্যান্য সময়ে যারা আমার সম্পর্শে এসেছেন তাঁদের সকলকেই আমি পরীক্ষা করানোর জন্য অনুরোধ করছি। অনেকেই এই ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যাচ্ছেন, নিজেদের খেয়াল রাখুন।"এবার বলিউডের পর টলিউডেও ক্রমশ বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। মঙ্গলবার করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন টলিউডের তারকা জিৎ ও শুভশ্রী।

শ্বাসকষ্ট নিয়ে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি মদন মিত্র

কলকাতা, ২১ এপ্রিল (হি. স.): শ্বাসকষ্ট নিয়ে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি হলেন মদন মিত্র। বুধবার দুপুরে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। উডবার্নে রাখা হয়েছে এই তৃণমূল নেতাকে। পঞ্চম দফার ভোটের দিন অর্থাৎ গত শনিবারও তাঁর শ্বাসের সমস্যা হচ্ছিল। রথতলার পার্টি অফিসে মদন মিত্রকে মুখে অক্সিজেনের মাস্ক নিয়ে বসে থাকতে দেখা যায়। সেদিন চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন, সারাদিনের স্ট্রেস থেকে সমস্যা হয়েছিল মদনবাবুর। প্রেসার, সুগার ঠিকই আছে। তবে বিশ্রাম দরকার। পরে একটা ইসিজিও করতে হবে। এরইমধ্যে বুধবার তাঁকে এসএসকেএমে ভর্তি করানো হয়।হাসপাতাল সূত্রে খবর, এদিন দুপুরে ফের অসুস্থ বোধ করেন মদন মিত্র। শ্বাসের কষ্ট শুরু হয়। এরপরই এসএসকেএমের উডবার্নে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। আপাতত সেখানেই চিকিৎসাধীন তিনি।

করোনা-আক্রান্ত কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল, চলছে চিকিৎসা

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল (হি.স.): এবার করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশঙ্ক। বুধবার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী নিজেই টুইট করে জানিয়েছেন, 'বুধবার আমার করোনা টেস্ট পজিটিভ এসেছে। চিকিৎসকদের পরামর্শ মতো ওষুধ ও চিকিৎসা নিচ্ছি।' কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের সমস্ত কাজ স্বাভাবিকভাবেই চলছে।

একইসঙ্গে সম্প্রতি তাঁর সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের করোনা-পরীক্ষা করিয়ে নেওয়ার অনুরোধ করেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশঙ্ক টুইটারে লেখেন, 'সম্প্রতি আমার সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা সতর্ক থাকবেন এবং নিজেদের করোনা-পরীক্ষা করিয়ে নেবেন।'

এটা ম্যান মেড নয়, মোদি মেড ডিজাস্টার : বালুরঘাটের সভায় মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২১ এপ্রিল (হি. স.) : বুধবার বালুরঘাটের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তোপ দেগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, "এটা ম্যান মেড নয়, মোদী মেড ডিজাস্টার।"

বুধবার বালুরঘাটে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু সেখানেও নিশানায় ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মোদীকে তুলোধোনা করে মমতা বলেন, "করোনা পরিস্থিতি জটিল করে, বাড়িয়ে দিয়ে এখন উনি জনগণের উপর ছেড়ে দিচ্ছেন। এটা হতে পারে না। এটা ম্যান মেন ডিজাস্টার নয়। এটা মোদি মেড।" মমতার কথায়, "বহুবার বলেছি, বহিরাগতদের এনে ওরাই রোগ ছড়াচ্ছে।"

মঙ্গলবার রাতে দেশবাসীর উদ্দেশে বার্তা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। বলেছেন, "তুফানের মতো করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়েছে। আপনারা যে পীড়া সহ্য করছেন, তা আমি জানি। যাঁরা আপনজনদের হারিয়েছেন তাঁদের প্রতি আমার সমবেদনা রইল। এই চ্যালেঞ্জ খুব বড়। কিন্তু আমাদের সবাইকে মিলে এই বিপদের মোকাবিলা করতে হবে।" আশ্বাস দেন পাশে থাকার। এই প্রসঙ্গ টেনেই এদিন

এদিনের সভায় ডবল ইঞ্জিন সরকার প্রসঙ্গেও বিজেপিকে কটাক্ষ করেন তৃণমূল নেত্রী। রাজ্যের উন্নয়নের খতিয়ান সকলের সামনে তুলে ধরে বলেন, "ডবল ইঞ্জিন নয়, বেঙ্গল ইঞ্জিনই সব করেছে।" পরবর্তীতেও এভাবে মানুষের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। করোনা নিয়ে রাজ্যবাসীকে সতর্ক করার পাশাপাশি বলেন, পূর্বের মতোই এবারও তৃণমূল সরকার কঠোর হাতে পরিস্থিতি মোকাবিলা করবে।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

হরিরামপুরে মুখ্যমন্ত্রীর সভায় উপচে পড়া ভিড়

হরিরামপুর, ২১ এপ্রিল (হ. স.) : করোনাকে সচেতনতার বার্তাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দক্ষিণ দিনাজপুরের হরিরামপুরের সভায় উপচে পড়ল ভিড়। বুধবার তৃণমূল সুপ্রিমোর সভায় নেতাদের মুখে মাস্ক দেখা গেলেও কর্মী-সমর্থকদের মুখে মাস্ক ছিল না বললেই চলে। যদিও তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিপ্লব মিত্র জানিয়েছেন, তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে মাস্ক দেওয়া হয়েছে।

সপ্তম দফা নির্বাচনের আগে হরিরামপুরের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বিপ্লব মিত্রের হয়ে এদিন জনসভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১১ সালের পর ফের মুখ্যমন্ত্রীর সভা ঘিরে মানুষের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মত। গত এক সপ্তাহ ধরে মুখ্যমন্ত্রীর সভাকে ঘিরে প্রস্তুতি চলছিল। সকাল থেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরা কাতারে কাতারে এএসডিএম ফুটবল মাঠে জমায়েত হন। দুপুর ১২টায় মুখ্যমন্ত্রীর সভার কথা থাকলেও একটু দেরিতে অর্থাৎ ১২টা ৩৫মিনিট নাগাদ মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টার এসে পৌঁছায় হরিরামপুর মাঠে। এদিন জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে হরিরামপুর ও পরে জেলার ও শেষে রাজ্য সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরেন। পাশাপাশি বিপ্লব মিত্রকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। কবি শঙ্খ ঘোষের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেন তৃণমূল নেত্রী। পাশাপাশি করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধিতে প্রধানমন্ত্রীকে দায়ী করে জানান, তাঁর ভুলের জন্যই খেসারত দিতে হচ্ছে গোটা দেশকে।

ভারতে আসছেন না জাপানের প্রধানমন্ত্রী, ফিলিপিন্স সফরও বাতিল

টোকিও, ২১ এপ্রিল (হি.স.): জাপানে করোনাভাইরাসের দৌরাত্ম্য বাড়ছে, হু হু করে বেড়েই চলেছে মৃত্যুও। জাপানে বর্তমান করোনা-পরিস্থিতির কারণে প্রস্তাবিত ভারত সফর বাতিল করলেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী ইয়োশিহিদে সুগা। ভারতের পাশাপাশি ফিলিপিন্সেও যাচ্ছেন না জাপানের প্রধানমন্ত্রী। বুধবার জাপান সরকার সূত্রে জানা গিয়েছে, জাপানে বর্তমান করোনা-পরিস্থিতির কারণে ভারত ও ফিলিপিন্স সফরে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ইয়োশিহিদে সুগা।

এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ থেকে মে মাসের শুরুর দিকে ভারত ও ফিলিপিন্স সফরে যাওয়ার কথা ছিল জাপানের প্রধানমন্ত্রীর। ভারতে গিয়ে সে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করার কথা ছিল ইয়োশিহিদে সুগার, কিন্তু করোনা সব ইচ্ছাতে বাধা হয়ে দাঁড়াল। প্রসঙ্গত, এপ্রিল মাসের শুরু থেকেই জাপানে বেড়েছে করোনার সংক্রমণ। বিগত ২৪ ঘন্টাতেই জাপানে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২,৯০৮ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৩০ জনের। জাপানে এযাবৎ মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৫ লক্ষ ৩৭ হাজার ৩১৭ জন। মৃত্যু হয়েছে ৯ হাজার ৬৭১ জনের এবং সুস্থ হয়েছেন ৪ লক্ষ ৮৬ হাজার ৭৬ জন।

তৃণমূল কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি, রণক্ষেত্র শালিমার

কলকাতা, ২১ এপ্রিল (হি. স.) : এক তৃণমূল কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগকে ঘিরে মঙ্গলবার বেশি রাতে রীতিমতো ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় শালিমারে। স্থানীয় ৫ নম্বর গেটের লালকুঠি এলাকায় এ কারণে নামানো হয় প্রচুর পুলিশ, রাফ।

সূত্রের খবর, ওই তৃণমূল কর্মীর নাম ভোলা রায়। মঙ্গলবার রাত ১১ টা নাগাদ শালিমার ৫ নম্বর গেটের লালকুঠির সামনে ছিলেন ওই যুবক। সেই সময় ভোলাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন তিনি। তড়িঘড়ি প্রত্যক্ষদর্শীরা তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় হাসপাতালে। বর্তমানে সেখানে চিকিৎসা চলছে তাঁর।

এই ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। স্থানীয় কয়েকজনের বিরুদ্ধে এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ তুলে তাঁদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় উত্তেজিত জনতা। ব্যাপক ভাঙচুরের পাশাপাশি আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। তাঁদের সামনেও চলে অশান্তি। পরে নামানো হয় রাফ। দীর্ঘক্ষণ পর শান্ত হয় এলাকা। ঘটনার পর বেশ কয়েকঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও এখনও থমথমে শালিমার।

সূত্রের খবর, গত বছর ২৯ ডিসেম্বর হাওড়ার শালিমারে দিনে দুপুরে গুলি করে খুন করা হয় তৃণমূলের যুব নেতা ধর্মেন্দ্র সিংকে। সেই ঘটনায় আহত হন তাঁরই মোটর বাইকের পিছনে বসে থাকা সঙ্গী ভোলা রায়। ওই ঘটনায় হাওড়া সিটি পুলিশ ও বি গার্ডেন থানার পুলিশ মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিন অভিযুক্তকে বর্ধমান, ডানকুনি ও হুগলি থেকে গ্রেফতার করে। তদন্তে উঠে আসে প্রমোটিং এবং জমি সংক্রান্ত বিবাদের তত্ত্ব। সেই ঘটনার জেরেই ভোলার উপর হামলা বলে অনেকে মনে করছেন।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

রাজ্যে অক্সিজেনের ঘাটতির কথা স্বীকার করলেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২১ এপ্রিল (হি. স.) : ""অক্সিজেনের ঘাটতি রয়েছে রাজ্যে। সামলানোর চেষ্টা করছি। এই সুযোগে যাতে অক্সিজেনের দাম না বাড়ে তার জন্যও পদক্ষেপ করা হয়েছে। অক্সিজেন নিয়ে কালোবাজারি করতে দেওয়া হবে না।"

বুধবার বালুরঘাট থেকে সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যে অক্সিজেনের ঘাটতি থাকার বিষয়টি স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করায় চিন্তিত সাধারণ মানুষ। এরই মাঝে রাজ্যে টিকাকরণে বিলম্ব হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বারবার জানিয়েছেন রাজ্যে পর্যাপ্ত টিকা পাঠাচ্ছে না কেন্দ্র। সেই মর্মে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠিও দেন মমতা। কিন্তু তারপরেও বুধবার রাজ্যের একাধিক হাসপাতাল কিংবা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বাইরে লম্বা লাইন রয়েছে।

তিনি জানিয়েছেন, "রাজ্যে বেড বাড়ানো হয়েছে। আগামীদিনে আরও দু"হাজার বেড বাড়ানো হবে করোনার চিকিৎসায়। অযথা আতঙ্কিত হবেন না। সেফ হাউসে থাকুন।" তিনি জানান, "রাজ্যে সেফ হাউসের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। নিজের বাড়িতেও থাকতে পারেন। রাজ্যে ইতিমধ্যেই এক কোটি টিকাকরণ করা হয়েছে। আরও এক কোটি ডোজের টিকার আবেদন করেছি কেন্দ্রের কাছে।"" অন্যান্য রাজ্যের মতই এই রাজ্যেও হু হু করে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ায় ঘাটতি দেখা দিচ্ছে অক্সিজেনের। কার্যত সেই দাবি এদিন সাংবাদিক বৈঠকে মেনে নিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এই বিষয়ে তিনি জানিয়েছেন, দ্রুত বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। সেই সঙ্গেই বাড়তে পারে বেডের ক্রাইসিস। তাই আগেভাগেই রাজ্যে করোনা নিয়ন্ত্রণে বেড বাড়ানোর পথেই হাঁটছে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "লকডাউনের পথে হাঁটার কথা ভাবছি না।

নোটবন্দির মতো গৃহবন্দি করার পক্ষে নই আমি। রাজ্যে এখনই লকডাউন নয়। আতঙ্কিত হবে না সাবধানে থাকুন। লকডাউন করলে মানুষের ক্ষতি হয়। রাজ্যে ১৮ বছরের উর্ধ্বে টিকাকরণ শুরু হবে ৫ মে থেকে।""

এদিন তিনি আরও জানিয়েছেন, "যদি কোনও রোগী একটি হাসপাতালে জায়গা নাও পান তবে তাঁকে অন্য হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। অনেকগুলি হাসপাতালের সঙ্গে বিভিন্ন সেফ হাউস যুক্ত করা হয়েছে। করোনা চিকিৎসায় বেড সংখ্যা বৃদ্ধিতে জোর দেওয়া হচ্ছে। এই মুহূর্তে ১১ হাজার বেড রয়েছে। আগামী দুই দিনে আরও দুই হাজার বেডের ব্যবস্থা করা হবে।"

রাজ্যে ক্রমাগত বাড়তেই থাকছে করোনার গ্রাফ। আর সেই গ্রাফ কমাতে লকডাউন কিংবা নৈশকার্ফু একমাত্র উপায় নয় বলেই বারবার দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। যদিও একাধিক রাজ্যে করোনাকে কাবু করতে লকডাউন কিংবা নৈশকার্ফুকে ভরসা করেছে। তবে রাজ্য সেই পথে এখনই হাঁটবে না সেই আভাস আবার দিলেন মমতা। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

নিমতলা মহাশ্মশানে সম্পন্ন কবি শঙ্খ ঘোষের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

কলকাতা, ২১ এপ্রিল (হি. স.) : নিমতলা মহাশ্মশানে কবি শঙ্খ ঘোষের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হল। বুধবার বিকেলে তাঁর দেহ নিয়ে যাওয়া হয় নিমতলায়।

বুধবার রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় কবির শেষকৃত্য করা হবে বলে আগেই ঘোষণা করে রাজ্য সরকার। সেই সঙ্গে কবির শেষবিদায়ের সময় তোপধ্বনি করা হবে না বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কবির প্রতি শোকজ্ঞাপন করে মুখ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদার কবিকে শেষ সম্মান জানানো হলেও 'গান স্যালুট' বাদ রাখা হবে। কারণ, তোপধ্বনি পছন্দ করতেন না কবি। পাশাপাশি, কবির পরিবারের ইচ্ছানুযায়ী আড়ম্বরহীন ভাবেই তাঁকে শেষ সম্মান জানানো হবে বলেও জানায় রাজ্য প্রশাসন।

পরিবার সূত্রে খবর, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শুরুর আগে কবির ভাই নিত্যপ্রিয় ঘোষের সল্টলেকের বাড়িতে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয়। তার পর সেখান থেকেই নিমতলায় উদ্দেশে রওনা দেয় কবির দেহবাহী গাড়ি। বুধবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ কলকাতায় নিজের বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন কবি। বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। বেশ কয়েক দিন ধরেই করোনায় আক্রান্ত হয়ে বাড়িতেই নিভৃতবাসে ছিলেন তিনি। পাশাপাশি, বার্ধক্যজনিত কারণেও শারীরিক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন কবি। মঙ্গলবার রাত থেকেই তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। বুধবার সকালে কবিকে ভেন্টিলেটরে দেওয়া হলেও চিকিৎসকদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। প্রয়াত হন কবি। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলাতন্ত্র, দ্বিতীয় পর্ব

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২১ এপ্রিল (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গে বাম আমলে অমিক কিরণ দেব মুখ্যসচিব পদে সবচেয়ে বেশিদিন ছিলেন সাড়ে তিন বছর। এ রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার সময় মুখ্যসচিব ছিলেন ১৯৭৭ ব্যাচের আইএএস অফিসার সমর ঘোষ। ১৭ বছর তিনি অর্থসচিব থাকার পর মুখ্যসচিব হন। আইননিষ্ঠ সমরবাবু একাধিক ক্ষেত্রে রাজ্যের বিভিন্ন ভাবনার রূপায়ণে বাধা দিয়েছিলেন। এর অন্যতম ছিল তৎকালীন অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্তের রাজ্যের কর্মীদের ডিএ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত।

২০১১-তে পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের খোলনলচে বদলে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বিশেষ সচিব সৈয়দ নাসিরুদ্দিন, যুগ্ম সচিব ডিপি ব্যানার্জী এই দুই আমলাকে সরিয়ে দেন। নিয়ে আসেন শান্তনু বসুকে। ওই নবীন আমলা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন ছিলেন প্রাইভেট সেক্রেটারি। বামেদের অত্যন্ত আস্থাভাজন মুখ্যসচিব সমর ঘোষকে কোনঠাসা করার চেষ্টা করেননি নয়া মুখ্যমন্ত্রী। সমরবাবুর অবসরের সময় হয়ে এসেছিল। এক্সটেনশনের পর ক্যাবিনেট সেক্রেটারির মর্যাদা দিয়ে তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষে রেখে দিতে আগ্রহী হন।

রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ আমলাদের আবশ্যিকভাবে কর্মরত আইএএস হতে হয়। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বহুজন সমাজ পার্টির নেত্রী মায়াবতী বৈমানিক শশাঙ্ক শেখর সিংকে ক্যাবিনেট সেক্রেটারির পদে নিয়োগ করেছিলেন। এটা নিয়ে ওই রাজ্যের আমলা মহলে প্রবল অসন্তোষ হয়। এর পর অখিলেশ যাদব ক্ষমতায় এসে সার্ভিস ম্যানুয়েল বদল করেন। পশ্চিমবঙ্গে সে সময়ে সেই 'উত্তরপ্রদেশ মডেল' অনুসরণ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১২-র ৩০ সেপ্টেম্বর মুখ্যসচিব পদ থেকে অবসর নেন সমরবাবু। তার পরেও সমরবাবুকে তাঁর ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত রেখে দেন পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের সদস্য হিসাবে।

গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তৈরির জন্য গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সঙ্গে চুক্তির ব্যাপারে সমরবাবুকেই মূল দায়িত্ব দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। খর্বাকৃতি, মৃদুভাষি সমরবাবু বছর চার ছিলেন মমতা প্রশাসনের শীর্ষে। মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে প্রশাসনে আরও সঙ্গ দেওয়ার অনুরোধ করেন। রাজি হননি সমরবাবু।

ক্ষমতায় আসার পর ২০১১ সালে 'বঙ্গবিভূষণ' দিতে শুরু করেন মুখ্যমন্ত্রী। ২০১৭ সালের ১৩ মে তিনি সমরবাবুকে এই সম্মান দিতে চান। সমরবাবু প্রত্যাখ্যান করেন। গণিতের মেধাবী ছাত্র সমরবাবু বেছে নেন সরল অনারম্বর জীবন ও নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষকতা। দক্ষিণ শহরতলীর পঞ্চশায়রে থাকেন। এখন অতীতের কর্মজীবনের ওপর আলোকপাতে আগ্রহী নন একদম।

এর পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসনের সর্বোচ্চ আসন অর্থাৎ মুখ্যসচিব পদে নিয়োগ করেন সঞ্জয় মিত্রকে। ২০০৩ সালে সঞ্জয়বাবু কলকাতা থেকে দিল্লি চলে গিয়েছিলেন। সঞ্জয়বাবু পরিবহণ ও হাইওয়ে মন্ত্রকের সচিব হিসেবে, তিন বছর পিএমও-তে কাজ করেছেন। ক্ষমতায় আসার পর মমতা চেয়েছিলেন দক্ষ আমলাবৃত্ত তৈরি করতে। সঞ্জয়বাবুকে তাই দিল্লি থেকে নিয়ে আসেন রাজ্যে। ২০১১-র ৬ জুলাই তিনি আসেন কলকাতায়। তাঁকে স্বাস্থ্যসচিবের দায়িত্ব দেন মুখ্যমন্ত্রী। বাম আমলের শেষদিকে বেশ ক'বছর ওই দায়িত্বে ছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়। তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় প্রশাসনিক প্রশিক্রণ কেন্দ্রে।

'১২-র ২৮ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রী ১৯৮২-র সঞ্জয়বাবুর নাম ঘোষণা করেন মুখ্যসচিব হিসাবে। ওই পদে তিনি ছিলেন সবচেয়ে নবীন অফিসার। কাজের মেয়াদ ছিল প্রায় ১০ বছর। সঞ্জয়বাবুকে মুখ্যসচিব করতে প্রথমে তাঁকে অতিরিক্ত মুখ্যসচিব পদে উন্নীত করতে হয়। আইন মেনে এর জন্য প্রাণীসম্পদ বিকাশ দফতরের তৎকালীন প্রধান সচিব অনিল অগ্রবালকেও অতিরিক্ত মুখ্যসচিব করতে হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। জয়া দাশগুপ্ত, অনুপ চন্দ্র, টুকটুক কুমার, নুরুল হক, রাঘবেন্দ্র সিং প্রমুখ বেশ কয়েকজন সিনিয়র আইএএসককে টপকে সঞ্জয়বাবুকে মুখ্যসচিব করায় ক্ষুব্ধ হন রাজ্যের আমলাকুল। কিন্তু ততদিনে আইএএস অ্যাসোসিয়েশনকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

(চলবে)

মানুষের জীবনের বিনিময়ে রাজনীতি করছে বিজেপি, জনসভায় তোপ অভিষেকের

পাণ্ডবেশ্বর, ২১ এপ্রিল (হি. স.) : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেদনে কমিশন কর্ণপাত করেনি। কারণ বিজেপি চায় না একদফায় ভোট হোক। তাঁরা মানুষের জীবনের বিনিময়ে রাজনীতি করছেন।"

বুধবার পাণ্ডবেশ্বরে দলীয় প্রার্থীর প্রচারে গিয়ে বর্তমানে দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে কড়া ভাষায় সমালোচনা করেন সাংসদ তথা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপিকে আক্রমণ শানিয়ে এদিন তিনি রাজ্যে আটদফায় ভোটগ্রহণে কমিশনের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেন। জানান, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কমিশনকে এ বিষয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তিন দফার ভোট একসঙ্গে করুন। যাতে সভা-সমিতি কম হয়, মানুষ রাস্তায় কম বের হন। কিন্তু কমিশন মানেনি।"

অভিষেক জানান, "মধ্যপ্রদেশ-উত্তরপ্রদেশ-গুজরাতে বহু বছর ধরে ক্ষমতায় রয়েছে বিজেপি। কিন্তু স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দিকে এতটুকুও নজর দেয়নি তারা। এক হাত দূরে দূরে মৃতদেহ দাহ করতে হচ্ছে। দিন দিন খারাপ পরিস্থিতি ওই রাজ্যেগুলিতে। এর মূল কারণ বিজেপি ওই রাজ্যগুলিতে মন্দির-মসজিদের রাজনীতি করেছে। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুধুই উন্নয়ন ও পরিকাঠামোর রাজনীতি করেছে।"

এদিনের সভাতে তথ্য-পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে অভিষেক জানিয়েছেন, "গুজরাতে জনসংখ্যা ৭ কোটি, হাসপাতালে বেড ১৮ হাজার। অথচ বাংলার জনসংখ্যা ১০ কোটি। আর এখানে হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা করা হয়েছে ১ লক্ষ ১০ হাজারের বেশি।"

পশ্চিম বর্ধমানের পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর প্রচারে গিয়ে, কিছুদিন আগেই দলত্যাগী ও বিদায়ী বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে কটাক্ষ করতেও ছাড়েননি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

হরেকরকম   হরেকরকম   হরেকরকম

পায়ের যত্নে মাস্ক

পেডিকিউর ছাড়াও পায়ের ত্বকের বিশেষ যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। কারণ ধুলাবালি, ময়লা ও দূষণের জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় পা।
রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে পায়ের যত্নে উপকারী মাস্ক সম্পর্কে জানানো হল।
পায়ের পরিচর্যার জন্য কলা ও মধু দিয়ে তৈরি করতে পারেন মাস্ক।
উপকরণ: একটা পাকা কলা। এক টেবিল-চামচ মধু। 'ক্লিং র‌্যাপ' বা খাবার ঢেকে রাখার প্লাস্টিকের মোড়ক।
পদ্ধতি: কাঁটা-চামচের সাহায্যে একটা পাকা কলা পিষে নিন। এতে এক টেবিল-চামচ মধু যোগ করুন। ঘন মিহি পেস্ট তৈরি করে নিন।
প্যাকটি ঘন করে পায়ে মেখে নিন। প্যাক ব্যবহারের পরে পা প্লাস্টিকের মোড়ক দিয়ে শক্ত করে পেঁচিয়ে রাখুন এতে আশপাশে তা ছড়িয়ে পড়বে না।
শুকানোর জন্য পনের মিনিট অপেক্ষা করুন। পা পরিষ্কার করে এর আর্দতা ধরে রাখার জন্য ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন।

সৌরবিদ্যুতের খুঁটিনাটি

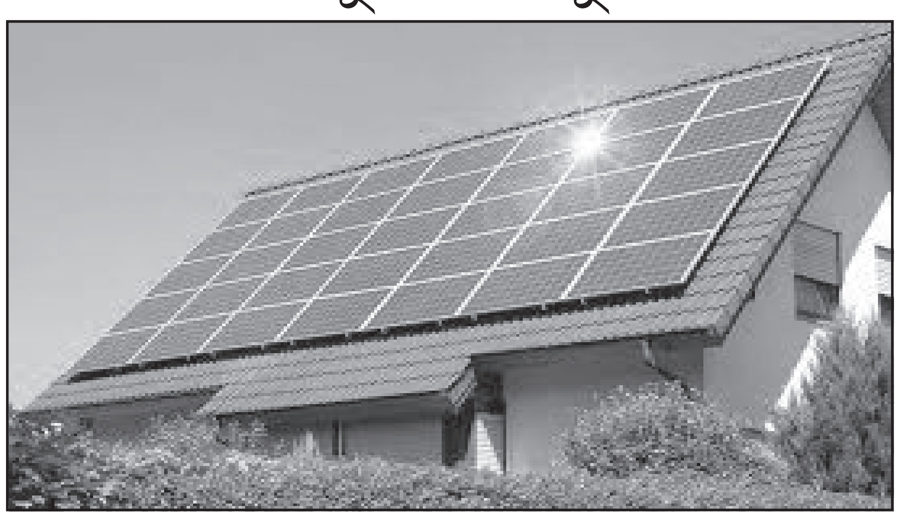

যদিও খরচান্ত ব্যাপার। তবে একবার বসাতে পারলে বিদ্যুত পাওয়া যাবে অনন্তকাল।
মোটরসাইকেলের যন্ত্রাংশ ও রক্ষণাবেক্ষণ
এয়ার কন্ডিশনারের দরদাম আর লাগবে রক্ষণাবেক্ষণ খরচ। রাজধানীর মালিবাগের সোলার পাওয়ার বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান 'এনার্জি সিস্টেম কোম্পানি'র মালিক ও প্রকৌশলী সেরাজুল ইসলাম বলেন, "মূলত ২০১০ সাল থেকে বাংলাদেশের মানুষ সোলারে পাওয়ারের ব্যাপক পরিসরে পরিচিত হয়। এর আগে দেশে এই প্রযুক্তি ছিল, তবে ছোট পরিসরে।" তিনি জানান, বর্তমানে সোলার প্রযুক্তি ক্রমেই উন্নতির পথে এগোচ্ছে। আগে সোলার প্রযুক্তি শুধু বিদ্যুৎ নেই এমন এলাকাতেই চোখে পড়ত। এখন শুধু মফস্বল এলাকাতেই সীমাবদ্ধ নেই, এসেছে শহরেও। এই প্রসারের জন্য অনেকটাই গুরুত্ব রেখেছে সরকারি আইন।
এই আইন মোতাবেক ঢাকায় নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে হলে ভবনের মোট বিদ্যুৎ চাহিদার নির্দিষ্ট পরিমাণ 'সোলার সিস্টেম' দিয়ে পূরণ করতে হবে। আবাসিক ভবনের জন্য ৩ শতাংশ, বাণিজ্যিক ভবনের ক্ষেত্রে ৩ থেকে ৮ শতাংশ এবং শিল্প কারখানার ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ বিদ্যুৎ আসতে হবে এই পদ্ধতির মাধ্যমে।
তবে শুধু সরকারি বাধ্যবাধকতায় নয়, বিদ্যুৎ খরচ কমাতেও সোলারের প্রতি ঝুঁকছেন অনেকেই।

গবেষণা বলছে, ইঁদুরকেও সংক্রমিত করতে পারে করোনা ভাইরাস

বাদুর, বানর, মানুষ, মিংক, বাঘ, সিংহ, গরিলা, শিম্পাঞ্জি-করোনাভাইরাসের সংক্রমণের শিকার এই দীর্ঘ প্রাণীকূলের তালিকায় এবার যুক্ত হচ্ছে ইঁদুরের নাম। সম্প্রতি এক গবেষণায় ইঁদুরের মধ্যেও নতুন করোনাভাইরাসের সংক্রমণের প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে জানানো হয়েছে নিউ ইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনে। রডেন্ট প্রজাতির দেহে এই ভাইরাসের সংক্রমণ মানুষের জন্য তাৎক্ষণিক কোনো হুমকি না হলেও, এ ধরনের ফলাফল নিয়ে উদ্বেগের কারণ রয়েছে বলে মনে করছেন বিষেশজ্ঞরা।তাদের মতে, এই গবেষণার ফল বলছে, ভাইরাসটির নতুন ধরনের মিউটেশন বা অভিযোজনের সামর্থ্য আরও বেশি প্রজাতির দেহে এর সংক্রমণের সামর্থ্য বাড়িয়ে তুলবে। প্যারিসের পাস্তুর ইনস্টিটিউটের জিন গবেষক এবং এ গবেষণা দলের প্রধান ড় জাভিয়ার মনতাগুতেলি জানান, চীনের উহান থেকে করোনাভাইরাসের যে ধরনটি বিশ্বে ছড়িয়েছিল, সেটি তারা গবেষণাগারে ইঁদুরের নাকে প্রবেশ করিয়েছিলেন। সেই ভাইরাস গবেষণাগারের ইঁদুরকে সংক্রমিত করতে পারেনি।
ভাইরাসের বি.১.১.৭ ধরণটি, যেটি ইউরোপ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে, সেটিও ইঁদুরের দেহে প্রভাব ফেলতে পারেনি। তবে করোনাভাইরাসের বি.১.১৫৩ ধরণটি, যেটি ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকায় পাওয়া গেছে, সেটি রডেন্টদের শরীরে বংশবিস্তারে সক্ষম বলে জানান ড় মনতাগুতেলি। মার্চের শুরুতে এই গবেষণাপত্রটি অনলাইনে প্রকাশ করা হলেও, এখন পর্যন্ত কোনো বিজ্ঞান-বিষয়ক সাময়িকীতে প্রকাশের জন্য এটা পর্যালোচনা করা হয়নি। গবেষণা দলে প্রধান জানান, তাদের গবেষণা র ফলাফল বলছে, শুধু ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকায় পাওয়া ধরণটিই গবেষণাগারে ইঁদুরের দেহে সংক্রমিত হতে পারে। তবে প্রকৃতিতে থাকা মুক্ত ইঁদুরের শরীরে করোনাভাইরাস সংক্রমণের কোনো তথ্য এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।
তাছাড়া ভাইরাসটি মানবদেহ থেকে ইঁদুরের দেহে, বা ইঁদুর থেকে মানুষে অথবা ইঁদুর থেকে ইঁদুরে ছড়াতে পারে কিনা- সে বিষয়গুলোও এখনও অজানা।
মনতাগুতেলি বলেন, "এ গবেষণার ফলাফল আমাদের বলছে যে, আমাদের নিয়মিত বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে রাখা উচিত, বিশেষ করে ভাইরাসটির নতুন কোনো ধরনের উদ্ভব হয় কিনা, তা জানার জন্য।" ধারণা করা হয়, বাদুরের দেহ থেকেই করোনাভাইরাস ছড়িয়েছে, সম্ভবত আরও কোন প্রাণী মধ্যবর্তী বাহক হিসেবে কাজ করে থাকতে পারে। বিজ্ঞানীদের উদ্বেগের কারণ হল, ভাইরাসটি হয়ত প্রাণিদের মধ্যে বংশবিস্তারের 'আধার' সৃষ্টি করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব নর্থ ক্যারোলাইনার ভাইরাস বিশেষজ্ঞ টিমোথি শেহান, যিনি এই ফরাসি গবেষণা দলের অংশ নন, তিনি বলেন, "ভাইরাসটি বদলে যাচ্ছে, এবং দুর্ভাগ্যজনকভাবে খুব দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে।" তবে ইঁদুর নয়, বরং খামারের বা বাড়িতে থাকা পোষা প্রাণির দেহ থেকে মানুষে করোনাভাইরাস ছড়াতে পারে- এ আশঙ্কা নিয়েই বেশি উদ্বিগ্ন তিনি।

যেসব প্রসাধনী কেবল রাতে ব্যবহার করা উচিত

ত্বকের যত্নে সবচেয়ে ভালো ও কার্যকর প্রসাধনী বেছে নেওয়ার চেষ্টা করেন সবাই। তবে কোন পণ্য কখন ব্যবহার করা উচিত সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকায় অনেকক্ষেত্রেই তা ভালো ফলাফল দেয় না।
রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে কেবল রাতে ব্যবহার করতে হয় এমন কয়েকটি উপাদান সম্পর্কে জানানো হল।
রেটিনল: ত্বক পুনর্গঠন করতে রেটিনল উপকারী। এটা বলিরেখা, ব্রণ ও ত্বকের পিগমেন্টেইশন কমায়। তাই রাতে ব্যবহারের জন্য রেটিনল সমৃদ্ধ প্রসাধনী বেশি ভালো।
অনেকেই মনে করেন, রেটিনল ত্বককে সূর্যের প্রতি সংবেদনশীল করে ফেলে। কথাটা, আংশিক সত্যি। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক কারণ হল, সূর্যালোক রেটিনলের কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়। তাই দিনে রেটিনল সমৃদ্ধ পণ্য ব্যবহার কম কার্যকার হয়।
এক্সফলিয়েটিং অ্যাসিড: ত্বক এক্সফলিয়েট করতে 'এএইচএ' ও 'বিএইচএ' বহুল ব্যবহৃত রাসায়নিক উপাদান। এগুলো ত্বকের ওপরের মৃত কোষ দূর করে। ফলে ত্বক স্বাস্থ্যকর ও সতেজ লাগে। বলা যায়, ত্বককে কোমল ও মসৃণ করতে এগুলো বেশ উপকারী।
গ্লাইকোলিক অ্যাসিড ও স্যালিসাইলিক অ্যাসড সমৃদ্ধ প্রসাধনী ব্যবহার ত্বকের সুরক্ষার স্তর দুর্বল করে ফেলে। এ ধরনের প্রসাধনী ব্যবহার ত্বককে আলো, বাতাস ও তাপের প্রতি সংবেদনশীল করে ফেলে।
এসব কারণে এই ধরনের উপাদান সমৃদ্ধ প্রসাধনী রাতে ব্যবহার করা উচিত।
ফেইস অয়েল: প্রাকৃতিক 'কোল্ড প্রেসড' তেল পুষ্টির ভাণ্ডার যা ত্বককে মসৃণ করে। এগুলো ত্বকের সুরক্ষার স্তরকে মজবুত করে ও উজ্জ্বলতা বাড়ায়। অনেক ফেইস অয়েলের সঙ্গে ত্বকের জন্য উপকারী নানা রকমের 'এসেনশল অয়েল' যোগ করা হয়।
'এসেনশল' তেলে মিথোক্সিপসোরালেন থাকায় তা তাপ, ঘাম ও সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির সংস্পর্শে এসে ত্বকে জ্বলুনির সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়াও ভারী তেল ত্বকে ময়লা ও ব্যাক্টেরিয়া আটকে রাখে। ফলে ত্বক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যেকারণে এসব পণ্য রাতের জন্যই ভালো।
'নাইট ক্রিম' ও 'স্লিপিং মাস্ক': এই ধরনের ক্রিম অপেক্ষাকৃত ভারী ও সারা রাত ত্বককে পুনর্গঠন ও মসৃণ করতে পারবে এমনভাবে তৈরি করা হয়। ফলে সকালে ত্বক আর্দ, মসৃণ, টানটান ও সতেজ লাগে দেখতে। তবে দিনে এই ধরনের ক্রিম ব্যবহার ত্বকের তেল ও ঘামের নিঃসরণের ওপর প্রভাব রাখে। যা পরে লোমকূপ আবদ্ধ করে ফেলা ও 'ব্রেকআউট'য়ের মতো সমস্যা সৃষ্টি করে।

ত্বক ও চুলের যত্নে চা পাতা

চা কেবল শরীর চাঙা রাখে না পাশাপাশি ত্বক ও চুলের সৌন্দর্য বাড়াতেও ভূমিকা রাখে।
রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে চুল ও ত্বকের যত্নে চা পাতার উপকারিতা সম্পর্কে জানানো হল।
বলিরেখা ও বয়সের ছাপ কমায়
বয়সের আগে অনেকেরই ত্বকে বয়সের ছাপ ও বলিরেখা পড়ে যায়। এই সমস্যা কমাতে ঠাণ্ডা চা পাতার ব্যাগ ত্বকে ব্যবহার করুন। এটা চোখের চারপাশের ত্বককে টান টান করে, বলিরেখা কমাতে এটা সবচেয়ে সহজ উপায়। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন।
চোখের চারপাশের ফোলাভাব
অনেকেরই সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে চোখের চারপাশে ফোলাভাব দেখা যায়। এই সমস্যার সমাধান করতে ও চোখের চারপাশের বয়সের ছাপ কমাতে ঠাণ্ডা টি ব্যাগ ব্যবহার করুন। এটা চোখের চারপাশের ত্বককে টানটান রাখে ও এর প্রদাহনাশক উপাদান ও মৃদু ক্যাফেইন চোখ ফোলাভাব কমাতে সহায়তা করে।
চুল উজ্জ্বল ও মোহনীয় করে
'ব্ল্যাক টি' চুলে প্রাকৃতিক রং আনে। গোসলের পরে ঠাণ্ডা চা পাতা দিয়ে চুল ধুয়ে নিন, এটা চুলকে কালো ও চকচকে করে। চাইলে এতে মেহেদি যোগ করে চুলের রং বাড়াতে পারেন।
দাগ কমায় 'ব্ল্যাক টি' অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ যা উন্মুক্ত রেডিকেল থেকে রক্ষা করে ও বিষাক্ত উপাদান বের করে দিতে সহায়তা করে। 'ব্ল্যাক টি' দাগের ওপরে ব্যবহার করলে এটা দাগ কমাতে সহায়তা করে। তবে, ব্যবহারের আগে খেয়াল রাখতে হবে যেন গরম না থাকে, এতে ত্বকের ক্ষতি হবে। টি ব্যাগ ঠাণ্ডা করে ত্বকে ব্যবহার করতে হয়।

অ্যাস্ট্রাজেনেকার কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন রক্ত জমাট বাঁধার সমস্যা ও লক্ষণ

সমস্যা বিরল হলেও রক্ত জমাট বাঁধার লক্ষণ জেনে রাখলে বিপদ এড়ানো সম্ভব। ইউরোপিয়ান মেডিসিনস এজেন্সি (ইএমএ) ৭ এপ্রিল তাদের ওয়েবসাইটে এক প্রতিবেদনের মাধ্যমে জানিয়েছে, অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার তৈরি করোনাভাইরাসের ভ্যাকসিন 'ভ্যাক্সজেভরিয়া' গ্রহণকারীদের মাঝে রক্তে অণুচক্রিকার সংখ্যা কমে যাওয়া ও রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়ার যে পার্শ-প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে তাকে 'বিরল' ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত।
সকল পেশাজীবী চিকিৎসক ও সাধারণ মানুষ যারা এই টিকা গ্রহণ করেছেন বা করছেন তাদের সকলকে এই 'দুর্লভ' পার্শ-প্রতিক্রিয়ার কথা মনে করিয়ে দিয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে সংস্থাটি। টিকা গ্রহণের দুই সপ্তাহের মধ্যেই এই প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে বলে জানিয়েছে ইএমএ। এখন পর্যন্ত বেশিরভাগ ঘটনাতেই দেখা গেছে ভুক্তভোগী হচ্ছেন নারী এবং তাদের বয়স ৬০ বছরের মধ্যে। পাশাপাশি কিছু ঝুঁকিপূর্ণ পূর্বাভাসও জানিয়েছে সংস্থাটি। 'ইএমএ'র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানান হল বিস্তারিত।
'ফার্মাকোভিজিল্যান্স রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট কমিটি (পিআরএসি)' এর তথ্য মতে, 'ব্লাড ক্লট' বা রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়ার ঘটনা ঘটছে মস্তিষ্কের রক্তনালীতে, যাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হচ্ছে 'সেরেব্রাল ভেনাস সাইনাস থ্রম্বোসিস, সিভিএসটি'; পাকস্থলিতে যাকে বলা হচ্ছে 'স্প্লানচিক ভেইন থ্রম্বোসিস' এবং ধমনীতে।
সেই সঙ্গে থাকছে রক্তে অণুচক্রিকা বা 'প্লেইটলেটস' কমে যাওয়া এবং রক্তপাত। 'ইএমএ'র এক কমিটি ৬২টি 'সেরেব্রাল ভেনাস সাইনাস থ্রম্বোসিস' এবং ২৪টি 'স্প্লানচিক ভেইন থ্রম্বোসিস'য়ের ঘটনা নিয়ে গভীর পর্যবেক্ষণের পর ২২ মার্চ ফলাফল জমা দেয় ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন'য়ের 'ড্রাগ সেফটি ডেটাবেইজ' 'ইউড্রাভিজিল্যান্স'য়ের কাছে। ওই ঘটনাগুলো মধ্যে ১৮টি ছিল প্রাণঘাতি। তবে কমিটির দাবি, রক্ত জমাট বাঁধা ও অণুচক্রিকার সংখ্যা কমে যাওয়া, এই পরিস্থিতির মিশ্রণ অত্যন্ত বিরল ঘটনা। আর এই টিকা 'কোভিড-১৯' থেকে সুরক্ষা দিতে যতটুকু ভূমিকা রাখছে সে তুলনায় এই পার্শ-প্রতিক্রিয়ার সংখ্যা নগন্য।
রক্ত জমাট বাঁধা এবং অণুচক্রিকার সংখ্যা কমে যাওয়া, দুটো একসঙ্গে দেখা দেওয়ার একটি যৌক্তিক কারণ হতে পারে 'ইমিউন রেসপন্স' বা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার প্রতিক্রিয়া। সেই সঙ্গে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে বলছে সংস্থাটি। রক্ত জমাট বাঁধা এবং অণুচক্রিকা কমে যাওয়ার লক্ষণগুলোকে দ্রুত সনাক্ত করে ব্যবস্থা নিতে পারলেই কেবল এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হবে। লক্ষণগুলো কী? টিকা গ্রহণের পর বুক ব্যথা, দম ফুরিয়ে আসা বা দম নিতে কষ্ট হওয়া, পা ফুলে যাওয়া, ক্রমাগত পেট ব্যথা, স্নায়বিক সমস্যা যেমন- ক্রমাগত এবং প্রচণ্ড মাথা ব্যথা কিংবা দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসা, যেখানে টিকা দেওয়া হয়েছে সেই স্থান থেকে দূরে কোথাও ত্বকের নিচে ক্ষুদ্র রক্তের ছোপ দেখা দেওয়া। এই লক্ষণগুলোর প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখার জন্য চিকিৎসক ও সাধারণ মানুষকে পরামর্শ দিয়েছে ইএমএ। সেইসঙ্গে লক্ষণ দেখা দেওয়া মাত্রই চিকিৎসকের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

করোনা ভাইরাস কেন এই নাম

সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিনড্রোম (সার্স) এবং মিডল ইস্ট রেসপিরেটরি সিনড্রোমের (মার্স) পর এবার নতুন করোনাভাইরাস আতঙ্কিত করে তুলেছে বিশ্বকে। ২০১৯-এনসিওভি ভাইরাসটি করোনাভাইরাস পরিবারেরই। কিন্তু এর নাম করোনাভাইরাস কেন রাখা হলো?
নতুন বছরের শুরু থেকেই 'করোনা বিয়ার ভাইরাস' নিয়ে 'সার্চ' বেড়ে চলেছে গুগলে। মানুষের হয়ত ধারণা হয়েছিল জনপ্রিয় মেক্সিকান বিয়ার 'করোনা এক্সট্রা বিয়ার' থেকেই ছড়িয়েছে এই ভাইরাস, আর সে কারণেই এমন নামকরণ।
'গুগল ট্রেন্ড' অনুযায়ী, গত ১৮ জানুয়ারি থেকে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত সময়ে 'করোনা বিয়ার ভাইরাস' নিয়ে খোঁজ বেড়ে যায় ২৩০০ শতাংশ। 'বিয়ার ভাইরাস' লিখে খোঁজ বেড়ে যায় ৭৪৪ শতাংশ। আর 'বিয়ার করোনাভাইরাস' লিখে খুঁজেছিলেন ৩২৩৩ শতাংশ উৎসুক মানুষ।
এই পরিস্থিতিতে ওই বিয়ার কোম্পানিকে জোর গলায় বলতে হয় যে, ওই ভাইরাসের সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগ নেই।
মেক্সিকোর কোম্পনি সের্ভেসেরিয়া মোদেলোর তৈরি এই বিয়ার যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি করে কনস্টেলেশন ব্র্যান্ড। এই ব্র্যান্ডের পরিচালক ম্যাগি বোমান গত ২৯ জানুয়ারি বিজনেস ইনসাইডারকে বলেন, "আমরা ভীষণভাবে বিশ্বাস করি, গ্রাহকরা ভালো করেই বোঝেন- আমাদের ব্যবসা এবং ওই ভাইরাসের মধ্যে কোনো যোগসূত্র নেই।"
বিজনেস ইনসাইডার বলছে, করোনা একটি লাতিন শব্দ। স্প্যানিশ ভাষাতেও শব্দটি রয়েছে। আর করোনা বিয়ারের উৎস মেক্সিকো বলেই মানুষের এ বিভ্রান্তি।
প্রাচীন গ্রিক শব্দ করোন (পুষ্পমাল্য বা পুষ্পমুকুট) থেকে সপ্তদশ শতকের দিকে লাতিনে আসে করোনা শব্দটি। সূর্যের চারপাশে উজ্জ্বল যে আলোর বলয় (সাধারণভাবে পূর্ণগ্রাস গ্রহণের সময়ই কেবল দেখা যায়) রয়েছে, তা ওই মুকুটের মত দেখায় বলে জ্যোতির্বিদরা একেও করোনা বলেন।
আবার ড্যাফোডিলের পাপড়ি বেষ্টনের মাঝে যে অংশটি ট্রাম্পেটের মত বেরিয়ে থাকে, সেটাকেও উদ্ভিদবিজ্ঞানে করোনা বলে।
ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখলে করোনাভাইরাস পরিবারের সব সদস্যের মূল কাঠামো ঘিরে সেইরকম ট্রাম্পেট বা ফানেলের মত অসংখ্য কাঁটা দেখা যায়, যেন রাজমুকুটের উপর থরে থরে সাজানো দণ্ড।
আর এ সব মিলেই এর নাম হয়েছে করোনাভাইরাস, যার সন্ধান মেলে ১৯৩০ এর দশকে। বিজ্ঞান বিষয়ক জার্নাল সায়েন্সডাইরেক্ট ডটকমে ২০১২ সালের এক নিবন্ধে বলা হয়, মুরগির 'অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ইনফেকশন' দেখা দিলে জানা যায় ইনফেকশাস ব্রঙ্কাইটিস ভাইরাস (আইবিভি) এর মূল কারণ। আর মানুষের দেহে প্রথমবারের মত করোনাভাইরাস সংক্রমণের তথ্য পাওয়া যায় ষাটের দশকে।

মঙ্গলে হেলিকপ্টার ওড়ালো নাসা

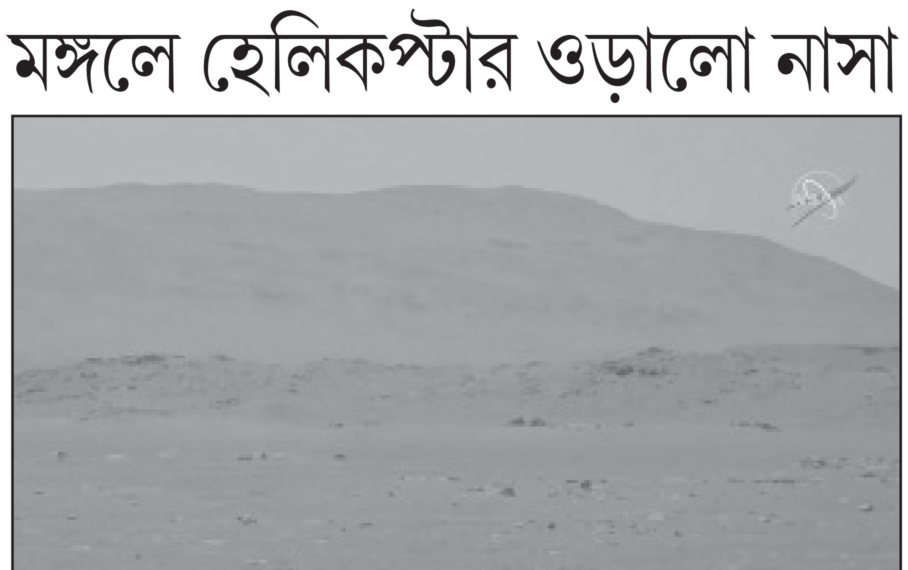

মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা প্রথমবারের মতো মঙ্গলগ্রহের আকাশে সফলভাবে একটি ছোট হেলিকপ্টার উড়িয়েছে। বিবিসি জানায়, পৃথিবী থেকে নিয়ন্ত্রণ করা "ইনজেনুয়িনিটি" নামের এই ড্রোনটি প্রায় এক মিনিট ওড়ানো হয়েছে মঙ্গলের আকাশে। নাসার রকেট "পারসেভেরেন্স রোভারে" করে ফেব্রুয়ারি মাসে এটি পৃথিবী থেকে মঙ্গল গ্রহে যায়। ইনজেনুয়িনিটি প্রকল্পের ব্যবস্থাপক মিমি অং ১৯০৩ সালে পৃথিবীর বুকে রাইট-ভাইদের প্রথম ওড়ানো উড়োযানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, আমরা এখন বলতে পারব, মানুষ অন্য গ্রহে উড়োযান উড়িয়েছে। অনেকদিন ধরে এই "রাইট ব্রাদারজ" মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছিলাম আমরা।'
মঙ্গলের মাটিতে ইনজেনুয়িনিটি নিজের ছায়ার ছবি তুলে পৃথিবীতে পাঠালে নাসার নিয়ন্ত্রণকক্ষে সবাই উল্লাসে মেতে ওঠে। মঙ্গলে বাতাসের ঘনত্ব পৃথিবীর চেয়ে ৯৯ শতাংশ কম।
এরকম প্রতিকূল পরিবেশে হেলিকপ্টারটি তিন মিটার উপরে উঠে কিছুটা ওড়ার পর আবার মঙ্গলের মাটিতে অবতরণ করে। মঙ্গলের অভিকর্ষ পৃথিবীর চেয়ে কম হওয়ায় ইনজেনুয়িনিটির ওড়া কিছুটা সহজ হয়, বলছেন বিজ্ঞানীরা। "পারসেভেরেন্স" রকেটটি মঙ্গলে অবতরণের পর ইনজেনুয়িনিটিকে মাটির কাছাকাছি নামিয়ে দিয়ে এর সঙ্গে একটি "সেলফি" তুলে নেয়। ভবিষ্যতে শনির ৮২টি উপগ্রহের একটি, টাইটানে হেলিকপ্টার ওড়ানোর পরিকল্পনা আছে নাসার। মিশনটি হতে পারে ২০৩০ সালে।

আপাতত ভাল আছেন মদন মিত্র, জানালেন চিকিৎসকরা

কলকাতা, ২১ এপ্রিল (হ. স.) : শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি মদন মিত্র। যদিও বুধবার বিকেলে চিকিৎসকরা জানান, আপাতত ভাল আছেন তিনি, ঘুমিয়েছেন। শ্বাসকষ্ট এখন আর নেই। বুকের এক্স-রেও করা হয়েছে। তার রিপোর্টেও খারাপ কিছু আসেনি। আরও কয়েকটা পরীক্ষা করা হয়েছে। তার রিপোর্ট হাতে এলে মদন মিত্রের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি জানা যাবে। তবে এদিন হাসপাতালেই থাকছেন তৃণমূলের এই নেতা। বৃহস্পতিবার কিংবা শুক্রবার বাড়ি ফিরতে পারেন তিনি।

শ্বাসকষ্ট নিয়ে বুধবার দুপুরে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয় মদন মিত্রকে। উডবার্নে রাখা হয়েছে এই তৃণমূল নেতাকে।পঞ্চম দফার ভোটের দিন অর্থাৎ গত শনিবার থেকেই তাঁর শ্বাসের সমস্যা হচ্ছিল। এরইমধ্যে বুধবার তাঁকে এসএসকেএমে ভর্তি করানো হয়। সেদিন চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন, সারাদিনের স্ট্রেস থেকে সমস্যা হয়েছিল মদনবাবুর। প্রেসার, সুগার ঠিকই আছে। তবে বিশ্রাম দরকার। পরে একটা ইসিজিও করতে হবে। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার থেকে ফের শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল তাঁর। বুধবার তা গুরুতর অবস্থায় পৌঁছয়। ব্লাড প্রেসারের সমস্যা হচ্ছিল। সোডিয়ামের মাত্রাতেও কিছুটা গোলমাল দেখা যায়। এরপরই এসএসকেএমের উডবার্নে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। আপাতত সেখানেই চিকিৎসাধীন তিনি। চিকিৎসক নীলাদ্রি সরকার, এ কে পাল ও ঋতব্রত মৈত্র দেখছেন তাঁকে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

পান্ডবেশ্বরের সভা থেকে তৃণমূলকে পুরোপুরি সাফ করার ডাক দিলেন দিলীপ ঘোষ

দুর্গাপুর, ২১ এপ্রিল (হি.স.) :" মানুষ ভয় পাচ্ছে না। পরিবর্তনের নির্বাচন চলছে। সাধারন মানুষ নির্বাচনকে হাতে নিয়ে নিয়েছে। খেলাতো নন্দীগ্রামে শেষ হয়ে গেছে। শোয়া সেঞ্চুরী হয়ে গেছে। বাকি তিনটা ফেজে ২০০ পার করব। জোরদার পদ্মে ছাপ। পুরোপুরি তৃণমূল সাফ।" বুধবার দুর্গাপুর ও পান্ডবেশ্বরে এমনই তোপ দাগলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

প্রসঙ্গত, আগামী ২৬ এপ্রিল শিল্পাঞ্চল আসানসোল-দুর্গাপুরে বিধানসভা আসনগুলিতে ভোট গ্রহন। মাঠি কামড়ে প্রচারে সব রাজনৈতিক দল। শেষ মুহর্তের প্রচার জমে উঠেছে। বুধবার দুর্গাপুরে এক হনুমান মন্দিরে পুজো দেন। তারপর দুর্গাপুর পশ্চিমে বিজেপি প্রার্থী লক্ষন ঘড়ুইয়ের সমর্থনে রোড-শো অংশ নেন। সেখান থেকে পান্ডবেশ্বরে দলীয় প্রার্থী জিতেন্দ্র তেওয়ারীর রোড শো"য় অংশ নেন। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার রাত্রে গলসীর বিজেপি প্রার্থীর বাড়ীতে ইট, পাথর ছোড়ে বলে অভিযোগ ওঠে। ঘটনায় দুর্গাপুর বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন,' এখনও পর্যন্ত ১৭ জন প্রার্থীর বাড়ীতে আক্রমন হয়েছে। তাতে বিজেপিকে আটকানো যাবে না। মানুষ ভয় পাচ্ছে না। পরিবর্তনের নির্বাচন চলছে। যারা হেরে গেছে, তারা হিংসা করে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে। এখন হাতের বাইরে চলে গেছে। সাধারন মানুষ নির্বাচনকে হাতে নিয়েছে।' তিনি আরও বলেন,' সরকার হবে। নতুন বাংলা হবে। সোনার বাংলা। বহু বছর ধরে বাংলার হাসপাতাল আছে, ডাক্তার নেই। বাড়ী, জমি, গহনা বিক্রি করে চেন্নাই ছুটতে হয় চিকিৎসার জন্য। স্কুল আছে শিক্ষক নেই। পড়াশোনা হয় না। পানীয় জলের সঙ্কট। আমরা এজন্য পরিবর্তনের ডাক দিয়েছি।' তিনি বলেন,' পরিবর্তন শুধু সরকার পরিবর্তন নয় মুখ্যমন্ত্রীর পরিবর্তন নয়। মানুষের জীবনযাত্রার পরিবর্তন করতে চাই। এখানের ভৌগলিক, সামাজিক, আর্থিক ও শিল্পের পরিবর্তন চাই। বিজেপি ক্ষমতায় এলে এসবের পরিবর্তন হবে। হাসপাতাল থেকে খালি হাতে ফিরতে হবে না। চিকিৎসার ডাক্তার পাবেন, ঔষধ পাবেন। স্কুলে ছেলে মেয়েরা শিক্ষা পাবে। মানুষ মাথা উচু করে বাঁচতে চায়। চাকরি জন্য ছেলেদের হরিয়ানা, গুজরাট, মহারাস্ট্র যেতে হবে না। বাংলায় মাথা উচু করে থাকবে। এখানেই রোজগার পাবে। মা-বাবার সেবা করবে। ভোটে বোমা-বন্দুকের আওয়াজ হবে না। আপনারা নিজের ভোট নিজেই দিতে পারবেন। জনপ্রতিনিধি করবেন। আপনাদের কথা শুনবে। উন্নয়ন করবে।'

তিনি আরও বলেন,' থানায় পুলিশ থাকবে। এফআইআর নেবে। সিভিকরা থানা চালাবে না। সিন্ডিকেট, কাটমানির সরকারের অবসান হবে। পুলিশের শিরদাঁড়া সোজা করে দেব। তাদের খাকি উর্দি আর অশোক চিহ্নের সম্মান ফিরিয়ে দেব। শান্তিশৃঙ্খলা বজায় থাকবে। উত্তর প্রদেশ, বিহারে জঙ্গলরাজ যদি শেষ হতে পারে, পশ্চিমবংলায় বিজেপি জঙ্গলরাজ শেষ করে দেবে।' তিনি বলেন,' বাংলায় কাটমানি বন্ধ করতে হবে। প্রতিবছর এসএসসি, টেট পরীক্ষা হবে। মেয়েদের কেজি থেকে পিজি বিনামুল্যে শিক্ষা পাবে। তৃতীয় শ্রেনী থেকে বৃত্তি পাবে। ১৮ বছর হলে অ্যাকাউন্টে ২ লক্ষ টাকা সরকার জমা করবে। বাবা-মায়ের চিন্তা দুর হবে। চাকরীতে ৩৩ শতাংশ মেয়েদের সংরক্ষিত থাকবে। গরিব মানুষ বহুদিন ধরে পীড়িত, নিপিড়িত, অত্যাচারিত। তাদের সম্মান ফিরে আসবে। গনতান্ত্রিক অধিকার ফিরে আসবে। বাংলার পুলিশ দিয়ে নির্বাচন হবে। কেন্দ্রীয় বাহিনী লাগবে না। শান্তিপুর্ন ভোট হবে।'

এদিন তিনি তৃণমূল ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে বলেন,' ১০ বছর সরকার চালানোর পর , ভাঙা পা দেখিয়ে ভোট নিতে হচ্ছে। দিদিমনি বললেন খেলা হবে। ৬২ বছর বয়সে কি খেলা হবে? এখন বলছেন হুইল চেয়ারে ঠেলা হবে।' তিনি আরও বলেন,' হুইল চেয়ারে বসে খেলা হয় না। খেলা নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারী শেষ করে দিয়েছে। এখন অতিরিক্ত সময় খেলা চলছে। গোল যা হবার হয়ে গেছে। শোয়া সেঞ্চুরী হয়ে গেছে। আর ৩ দফায় ২০০ পার করব। বিজেপি সরকার গড়বে। ২০১৯ ছিল, চুপচাপ পদ্মে ছাপ। এবার আর চুপচাপ নয়। জোরদার পদ্মে ছাপ, পুরোপুরি তৃণমূল সাফ। রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠা হতে চলেছে বাংলায়।'

টিকা কিনতে ১০০ কোটি টাকার পৃথক তহবিল তৈরির কথা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২১ এপ্রিল (হি. স.) : নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যেই ফের করোনা মোকাবিলায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নেমে পড়ল রাজ্য সরকার।

বুধবার মালদহে সাংবাদিক বৈঠক করে মহামারী মোকাবিলায় একগুচ্ছ পদক্ষেপ ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের মানুষের জন্য টিকা কিনতে ১০০ কোটি টাকার পৃথক তহবিল তৈরির কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে, রাজ্যের ভোটের জন্য ১৮ বছরের উর্ধে টিকাকরণ শুরু হবে ৫ মে। কারণ, ২ মে রাজ্যের নির্বাচনের ফলপ্রকাশ। তার আগে গণটিকাকরণ শুরু হওয়া মুশকিল। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, "রাজ্যে ৯৩ লক্ষ মানুষ প্রতিষেধক পেয়েছেন। আরও এক কোটি প্রতিষেধক কেন্দ্রের কাছে চাওয়া হয়েছে। এই ১ কোটি বণ্টন করতে বাজার থেকে আরও প্রতিষেধক কেনা হবে।

প্রতিষেধক কেনার জন্য জরুরি ভিত্তিতে ১০০ কোটি টাকার তহবিল গঠন করা হচ্ছে।"

প্রতিষেধকের দামে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যেকার ফারাক নিয়ে এদিন কেন্দ্রকে তীব্র আক্রমণও শানান মমতা। কেন্দ্র যেখানে কোভিশিল্ডের প্রতিটি ডোজ কিনতে পারছে ১৫০ টাকায়, সেখানে রাজ্য সরকারকে ৪০০ টাকায় কিনতে হচ্ছে। মমতার সাফ কথা, "প্রতিষেধক নিয়ে ব্যবসা করবেন না। চাহিদা বাড়ার জন্য অক্সিজেনের অভাব সৃষ্টি হয়েছে। তবে, আমরা সেটা দেখতে বলেছি।"

অক্সিজেন এবং প্রতিষেধক ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ঘোষণা করেছেন মমতা। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, "আশঙ্কাজনক রোগীকে ভরতি নিতেই হবে। নিজের হাসপাতালে বেড না থাকলে অন্য হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ করে দিতে হবে। ব্যবস্থা করে দিতে হবে। ৮০টা বেসরকারি হাসপাতালে করোনা চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে। ৭০টি করোনা হাসপাতালে বাড়ছে বেড। ২০০টি সেফ হাউস তৈরি হয়েছে। সেফ হাউসগুলিকে হাসপাতালের সঙ্গে লিঙ্ক করিয়ে দেওয়া হবে। পিজি হাসপাতালে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে কাউন্সেলিংও করানো হবে।"

মমতা জানিয়েছেন, "এবারে করোনার ঝড়টা একটু বেশি। কারণ বাংলায় বাইরের অনেক মানুষ রয়ে গিয়েছে।" তবে মমতার আশ্বাস, আক্রান্তের সংখ্যা নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। মুখ্যমন্ত্রীর দৃপ্ত প্রত্যয়, 'ঝড় থেমে যাবে একদিন।'হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

করোনার গ্রাসে সম্বল কেবলই অসহায়তা আর আতঙ্ক

কলকাতা, ২১ এপ্রিল (হি. স.) : করোনার গ্রাসে অসহায়তা আর আতঙ্ক আবালবৃদ্ধবণিতা। কেন্দ্র-রাজ্য উভয়েরই দাবি পর্যাপ্ত ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু উদভ্রান্তের মত মানুষ ঘুরছে শয্যা আর হাসপাতালের খোঁজে।

করোনায় আক্রান্ত ভাগ্নেকে নিয়ে সঙ্কটে পড়েছিলেন দক্ষিণ কলকাতার বিমল দাস। হাসপাতালগুলি থেকে সাড়া না পেয়ে পরিচিত সবাইকে ফোনে অনুরোধ। নিউটাউনে একটা ছোট নার্সিংহোমে ঠাঁই পেলেও সেখান থেকে বলে 'রেমডিসভির' নিয়ে আসুন। অনেক চেষ্টা করে অসুস্থ যুবককে নিয়ে যাওয়া হয় বজবজ-সন্তোষপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। বিমলবাবুর কথায়, "সরকারি, বেসরকারি সব হাসপাতালে নাম লেখানো ছিল। ডাক আসছে না।"

অশীতিপর সাংবাদিক, প্রেস ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি ও সম্মানীয় বরিষ্ঠ সদস্য পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর স্ত্রী করোনায় গুরুতর অসুস্থ। এই অবস্থায় পার্থবাবুর এক ছাত্র, যিনি নিজেও অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিক সুজিত রায় ফেসবুকে পোস্ট করেন, "কলকাতা প্রেস ক্লাবের সমস্ত কর্মকর্তাদের জানাচ্ছি, ওনার ছেলে দিল্লিতে, মেয়ে বোধহয় বাঙ্গালোরে। দেখাশোনার কেউ নেই বলেই শুনছি। কিছু কি ব্যবসা করা যায় কোন এজেন্সী নিয়োগ করে?" সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন প্রেস ক্লাবের সভাপতি স্নেহাশিস সুর।

কলকাতার ওয়ার্ড ৯৫-এর গাঙ্গুলীপুকুরের সংগ্রাম মণ্ডল বিপদে পড়ে শরনাপন্ন হন সামাজিক মাধ্যমে। তিনি লেখেন, "মা খুব বিপদজনক অবস্থায় চলে যাচ্ছেন। অক্সিজেন ৮৫ এর নীচে। স্বাস্থ্যভবন ফোন তুলছে না। কোথাও বেড পাচ্ছে না। সাহায্য চাই। অক্সিজেন কমছে আরও।" একটি নামী দৈনিকের সাংবাদিক রূপসা এই আবেদন শেয়ার করে লিখলেন সহকর্মীর জন্য সাহায্য চাই। কেউ কিছু জানেন? কোথায় বেড পাওয়া যেতে পারে?"

করোনা দ্বিতীয় তরঙ্গ প্রথম থেকেও সাঙ্ঘাতিক। প্রতিক্ষণে ভারতের কোভিড-১৯-এর পরিস্থিতি আরও খারাপ হচ্ছে। বর্তমানে মহামারীর দ্বিতীয় তরঙ্গের মুখোমুখি। সচেতনতা না থাকায় ও করোনাকে হালকাভাবে নেওয়ায় এই পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। এতে বিচলিত যেকোনও সংবেদনশীল মানুষই। বিচলিত। চুপচাপ বসে না থেকে সুচিন্তক হিসেবে মানুষকে সচেতন থাকার বার্তাও দিচ্ছেন।আন্তর্জাতিকখ্যাতি সম্পন্ন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, বিশিষ্ট কবি ডাঃ রবীন চক্রবর্তীর কথায়, "আমি সকলের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি, করোনাকে হালকাভাবে নেবেন না। করোনা সচেতনতা মেনে চলুন। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন। মাস্ক পরুন ও স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন। এটাই কিন্তু করোনা থেকে আমাদের বাঁচাতে পারে। ভ্যাকসিন নিন। যা এই দ্বিতীয় ঝড় খানিকটা হলেও কমাতে পারে।"

এই পরিস্থিতিতে বুধবার শিক্ষিকা মৈত্রেয়ি বিবি বন্দ্যোপাধ্যায় ফেসবুকে ফের সতর্কবার্তা পোস্ট করে লিখেছেন, "১. কোনো ভীড় বা অনুষ্ঠানে দয়া করে যাবেন না। ২. সাধ্যমত নিজের পরিবারকে লকডাউনে রাখুন। সুস্থ থাকুন। ভালো থাকুন। ৩. অন্যদের ভালো রাখুন। ভ্যাকসিন নিন। মাস্ক পড়ুন।স্যানিটাইজ করুন।

৪. এই ভাইরাস আপনার মাধ্যমে সংক্রমিত না হোক চেষ্টা করুন। এটা পছন্দ না হলে ..... উচ্ছন্নে যান। ভোগে যান। এবং নিজে মরতে চান মরুন আমাদের মারবেন না প্লীজ।"

প্রয়াত বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব বিমল লাঠ

কলকাতা, ২১ এপ্রিল (হি. স.) : মারা গেলেন বিশিষ্ট নাট্য শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক বিমল লাঠ। বুধবার মহারাষ্ট্রের পুণের বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সাহিত্য-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের অনুপ্রেরণাদানকারী তথা পৃষ্টপোষক বিমল লাঠ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন শ্রী বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের সভাপতি ডঃ প্রেম শঙ্কর ত্রিপাঠি।

বড়বাজার শ্রী কুমারসভা পুস্তকালয়ের পক্ষ থেকে জানান হয়, বিমলজি গত দুই মাস ধরে শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন। তিনি বড়বাজার শ্রী কুমারসভা পুস্তকালয়ের প্রাক্তন মন্ত্রী, প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রী বড়বাজার, "অনামিকা" প্রতিষ্ঠানের সকল গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত অবস্থায় তাঁর প্রতিভা ও যোগ্যতার দ্বারা সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বন বন্ধু পরিষদ, ভারতীয় সংস্কৃতি সংসদের মত অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের কলকাতা দক্ষিণ ভাগের সঙ্ঘচালকেরও দায়িত্ব পালন করেছেন।

তাঁর প্রয়াণে শ্রী বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের সভাপতি ডঃ প্রেম শঙ্কর ত্রিপাঠি শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, বিমলজির মৃত্যু কলকাতার সাহিত্য-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের সমাপ্তি। তিনি সর্বদা কবি, নাট্যকার, মঞ্চ পরিচালক এবং নিবেদিত সমাজকর্মী হিসাবে স্মরণীয় থাকবেন। গ্রন্থাগার মন্ত্রী শ্রী মহাবীর বাজাজ শোক প্রকাশ করে জানান, এটি কুমারসভার বিশাল ব্যক্তিগত ক্ষতি। তাঁর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন রাজস্থানী সাহিত্যিক শ্রী বংশীধর শর্মা, শিল্পপতি জয়দীপ চিতলঙ্গিয়া, রাজস্থান কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। —হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

ডিমা হাসাও জেলায় নতুন করে আরও ৯ জন করোনায় আক্রান্ত

হাফলং (অসম), ২১ এপ্রিল (হি.স.) : করোনার সংক্রমণ ধীরে ধীরে ভয়াবহ আকার ধারন করছে ডিমা হাসাও জেলায়। প্রায় প্রতিদিন নতুন করে পাহাড়ি জেলাতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে। বুধবার ডিমা হাসাও জেলায় নতুন করে আরও নয় জনের দেহে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পরে। বুধবার উমরাংশু লোয়ার কপিলি হাইড্রো ইলেক্ট্রিক্যাল প্রকল্পের ৬ জন কর্মী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাছাড়া হাফলং সরকারি হাসপাতালে কোভিড পরীক্ষায় আরও দুজনের দেহে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়েছে।

অন্যদিকে শিয়ালদাহ-শিলচর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ট্রেনে করে বিহার থেকে হাফলং আসা এক সেনা জওয়ানের দেহে নিউহাফলং স্টেশনে কোভিড পরীক্ষার পর ওই সেনা জওয়ানের দেহে ও করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পরে। ইতিমধ্যে ডিমা হাসাও করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩ জনে।

স্বাস্থ্য বিভাগের সিনিয়র হেল অফিসার এল ভাইপে জানিয়েছেন, ডিমা হাসাও জেলায় করোনা আক্রান্ত সব রোগীদের হোম আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। ইতিমধ্যে ৩৩ জন আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে ৫ জন রোগী সুস্থ হয়ে উঠায় এদের হোম আইসোলেশন থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানান ডাঃ এল ভাইপে। এদিকে হাফলং সরকারি হাসপাতালে কোভিড রোগীদের ১০০ বিছানা রয়েছে মাত্র তাই সামান্য উপসর্গ থাকা করোনা আক্রান্ত রোগীদের হোম আইসোলেশনে রাখা হচ্ছে বলে স্বাস্থ্য বিভাগ সুত্রে জানা গিয়েছে।

বৃহস্পতিতে বঙ্গে ষষ্ঠ দফার ভোট, মুকুল-সহ অনেকেরই ভাগ্যপরীক্ষা

কলকাতা, ২১ এপ্রিল (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের পাঁচ দফার ভোটগ্রহণ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। বৃহস্পতিবার বঙ্গে ষষ্ঠ দফার ভোট। ষষ্ঠ দফায় রাজ্যের চার জেলার ৪৩টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হবে। উত্তর দিনাজপুরের ৯, নদিয়ার ৯, পূর্ব বর্ধমানের ৮ এবং উত্তর ২৪ পরগনার ১৭টি আসন। বৃহস্পতিবার ভোটগ্রহণ হবে পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার, পূর্বস্থলী দক্ষিণ, পূর্বস্থলী উত্তর, কাটোয়া, কেতুগ্রাম, মঙ্গলকোট, আউশগ্রাম এবং গলসি। এই দফাতেই ভোট হবে উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা, বনগাঁ উত্তর, বনগাঁ দক্ষিণ, গাইঘাটা, স্বরূপনগর, বাদুড়িয়া, হাবড়া, অশোকনগর, আমডাঙা, বীজপুর, নৈহাটি, ভাটপাড়া, জগদ্দল, নোয়াপাড়া, ব্যারাকপুর, খড়দহ, দমদম উত্তর। বৃহস্পতিবার ভোটগ্রহণ হবে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া, ইসলামপুর, গোয়ালপোখর, চাকুলিয়া, করণদিঘি, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জ ও ইটাহারে। ষষ্ঠ দফায় নদিয়ার ৯টি আসনে ভোট হবে, এই কেন্দ্রগুলি হল করিমপুর, তেহট্ট, পলাশিপাড়া, কালিগঞ্জ, নাকাশিপাড়া, চাপরা, কৃষ্ণনগর উত্তর, নবদ্বীপ ও কৃষ্ণনগর দক্ষিণ।

হেভিওয়েট থেকে তারকা, ষষ্ঠ দফার ভোটে উল্লেখযোগ্য তারকাদের ছড়াছড়ি

মুকুল ও কৌশানী : নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগর উত্তর আসনে এ বার তৃণমূলের প্রার্থী অভিনেত্রী কৌশানী মুখোপাধ্যায়ের প্রতিপক্ষ বিজেপি-র মুকুল রায়। নির্বাচনের আগে তৃণমূলে যোগ দিয়ে টিকিট পেয়েছেন কৌশানী।

রাহুল সিনহা ও জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক : উত্তর ২৪ পরগনার হাবরা বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী হলেন ৪ বারের বিধায়ক তথা রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। দু'দফায় গাইঘাটা ও দু'দফায় হাবরা থেকে জিতেছেন তিনি। এ বার পঞ্চম বার বিধায়ক হওয়ার লড়াইয়ে তাঁর প্রতিপক্ষ বিজেপি-র রাহুল সিনহা।

রাজ চক্রবর্তী ও চন্দ্রমণি শুক্লা : উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুরে এ বার তৃণমূলের টিকিট পেয়েছেন পরিচালক রাজ চক্রবর্তী। রাজের প্রতিপক্ষ বিজেপির চন্দ্রমণি শুক্লা।

চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও অর্চনা মজুমদার : উত্তর ২৪ পরগনার দমদম উত্তর কেন্দ্রে তৃণমূল ফের প্রার্থী করেছে রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে। ২০১১ সালে এই কেন্দ্র থেকে জিতে বিধায়ক হলেও ২০১৬-র বিধানসভায় হেরে যান চন্দ্রিমা। পরে দক্ষিণ কাঁথি কেন্দ্র থেকে উপনির্বাচনে জিতে মন্ত্রী হন তিনি। এ বার চন্দ্রিমার লড়াই বিজেপি-র অর্চনা মজুমদারের বিরুদ্ধে।

শুভ্রাংশু রায় ও সুবোধ অধিকারী : মুকুলপুত্র শুভ্রাংশু রায় ২০১১ থেকে উত্তর ২৪ পরগনার বীজপুরের বিধায়ক। তিনিও বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। এ বার বীজপুর থেকেই বিজেপি-র টিকিটে লড়ছেন তিনি। প্রতিপক্ষ তৃণমূলের সুবোধ অধিকারী।

যোগাযোগটাই তো আসল, জয়ের ব্যাপারে ১০০ শতাংশ নিশ্চিত : চন্দ্রনাথ সিংহ

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২১ এপ্রিল (হি. স.) : একসময় বোলপুর ছিল বাম দূর্গ। ১৯৭৭ থেকে ২০০৬ আসনটি ছিল আরএসপি-র দখলে। ১৯৯১ থেকে উপর্যুপরি চার বার এই কেন্দ্রের বিধায়ক হন ওই দলের তপন হোর। ২০১১-তে আসনটি আসে তৃণমূলের দখলে। এবার ভোটে ওই আসনে তৃণমূল প্রার্থী করেছে রাজ্যের প্রায় এক দশককালের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহকে। রাজ্যের অনেক জেলার মত বোলপুরেও শাসক দলের নেতাদের মতানৈক্য আছে। যদিও দলে অনৈক্যের বিষয়টি মানতে চাননি চন্দ্রনাথবাবু। উলটে তাঁর দাবি, "অনৈক্য আছে বিজেপি-তে। ওই দলের ঘোষিত প্রার্থী নিয়ে অনেকে সন্তুষ্ট নন। অভিযোগ উঠেছে, বোলপুর আসনে একজন বহিরাগতকে প্রার্থী করা হয়েছে। তিনি নাকি দিল্লিতে থাকেন। তাঁকে তার দলের কর্মীরাই অনেকে মেনে নিচ্ছে না। আমাকেই বিজেপির অনেক জেলা ও স্থানীয় স্তরের নেতা ফোন করে জানিয়েছিলেন যে তাঁরা নির্বাচনে তৃণমূলের হয়ে ভোট করবে। কনফিডেন্স থাকা ভালো, ওভার কনফিডেন্স খুব ক্ষতিকর। সেটা একদমই কাম্য নয়। যে বিজেপি বাংলা জয়ের স্বপ্ন দেখছে, বড় বড় নেতারা এসে মিথ্যা কথার ফুলঝুরি ছড়াচ্ছেন, তাঁরা ২৯৪ আসনের প্রার্থী দিতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। এতেই বোঝা যায় এই রাজ্যে তাদের ক্ষমতা।"

আক্ষরিক অর্থেই ভূমিপুত্র চন্দ্রনাথ সিংহ। স্কুলও ওখানে। তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। সেখান থেকে তিনি ১৯৮৮ সালে গণিতে এমএসসি। এরপর তিনি বর্ধমান ইউনিভার্সিটি থেকে ফিজিওথেরাপিতে ডিপ্লোমা করেন। রাজনীতিতে এলেন কীভাবে? জবাবে 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে জানান, "কলেজ জীবনেই ছাত্র রাজনীতিতে হাতেখড়ি। প্রথম নির্বাচন ১৯৯০-এর মিউনিসিপালিটির ভোটে। জিতলেও পরের বার প্রার্থী হননি। এর পর ২০০০, ২০০৫, ২০১০-এ জিতি পুরনির্বাচনে।"

২০১১-তে বিধানসভা ভোটে প্রথম প্রার্থী হয়ে জেতেন। চন্দ্রনাথবাবু পান ৫০.৫১ শতাংশ ভোট। আরএসপি ৪১.১১ শতাংশ। বিজেপির দিলীপ ঘোষ পান ৩.৬১ শতাংশ। ২০১৬-তে চন্দ্রনাথবাবুর জয়ের ব্যবধান বাড়ে। তিনি পান ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৫২৮ ভোট। আরএসপি প্রার্থী পান ৬৩ হাজার ২৩১ ভোট।নবগঠিত তৃণমূল সরকারে পঞ্চায়েত দফতরের মন্ত্রী হন। বছরখানেকের মধ্যে দফতর বদল হয়।

পেলেন মৎস্য দফতর। এবার বোলপুরে সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থী হয়েছেন আরএসপি-র অভিজ্ঞ নেতা তপন হোর। বিজেপি প্রার্থী করেছে মোদী-শাহর কাছের লোক হিসাবে চিহ্নিত ডঃ অনির্বান গাঙ্গুলিকে। লড়াইটা কি এবার আরও শক্ত? প্রশ্নের উত্তরে চন্দ্রনাথবাবু বলেন, "লড়াই কিসের? মানুষের সঙ্গে যোগাযোগটাই তো আসল! জয়ের ব্যাপারে ১০০ শতাংশ নিশ্চিত।"বীরভূম জেলার বোলপুর কেন্দ্রে ভোট অষ্টম পর্যায়ে, ২৯ এপ্রিল। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

প্রয়াত হলেন শঙ্খ ঘোষ

কলকাতা, ২১ এপ্রিল (হি স)। প্রয়াত হলেন শঙ্খ ঘোষ। বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর।শঙ্খ ঘোষের অনেক পরিচয় কবি, গদ্যশিল্পী, সমালোচক, অধ্যাপক। অনেকেই তাঁকে বর্তমান বাঙালি জাতির জাগ্রত বিবেক বলেও মনে করেন। তাঁর বহুমুখী সত্তার পরিচয়জ্ঞাপক একাধিক গ্রন্থ এবং ছোটবড় বিভিন্ন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে এবং হবে।

গায়ে জ্বর থাকায়, গত সপ্তাহে করোনা পরীক্ষা করিয়েছিলেন কবি। ১৪ এপ্রিল বিকেলে রিপোর্ট এলে জানা যায়, তিনি সংক্রমিত হয়েছেন। এমনিতেই বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন কবি, যা শারীরিক ভাবে দুর্বল করে দিয়েছিল তাঁকে। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে এ বছর জানুয়ারি মাসে হাসপাতালেও ভর্তি করতে হয় তাঁকে। করোনা সংক্রমণ ধরা পরার পর ঝুঁকি না নিয়ে বাড়িতেই নিভৃতবাসে ছিলেন। বাড়িতেই চিকিৎসা চলছিল। মঙ্গলবার রাতে আচমকাই তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। বুধবার সকালে তাঁকে ভেন্টিলেটরে দেওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে চলে গেলেন কবি। বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ ভেন্টিলেটর খুলে নেওয়া হয়।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শঙ্খ ঘোষ দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেছেন। ফলে তাঁর অসংখ্য গুণমুগ্ধ ছাত্রছাত্রী রয়েছেন, যাঁরা উত্তর জীবনে নিজেরাও কৃতী হয়েছেন। তাঁর সেই সব স্নেহধন্য ছাত্রছাত্রী, সহকর্মী সম্প্রতি গুরুপ্রণাম হিসাবে এক সঙ্কলনগ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হন। অনেকেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন, অনেকে নানা কারণে ইচ্ছা থাকলেও পেরে ওঠেন না। বিশেষভাবে উদ্যোগ নেন কবির সহোদরা ভারতী রায়। সেই সূত্রেই পুনশ্চ বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করল 'শঙ্খ ঘোষ সংখ্যা'। উদ্যোগ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তনী সংসদের। এটি দ্বিতীয় সংখ্যা। ৬৮০ পাতার বই। আয়তনে বিপুল। কিন্তু বিষয় যখন শঙ্খ ঘোষ, তখন এতগুলো পাতাও যেন যথেষ্ট নয়। বাংলা কবিতার জগতে শঙ্খ ঘোষের অবদান কিংবদন্তিপ্রতিম। 'দিনগুলি রাতগুলি', 'বাবরের প্রার্থনা', 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে', 'গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ' তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ হিসেবেও তাঁর প্রসিদ্ধি সর্বজনবিদিত।একটি কবিতায় কেন্দ্রীয় সরকারের সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদ করেছিলেন তিনি।

করোনার টিকা নিয়ে সচেতনতা কর্মসূচি আগরতলায়। বুধবার তোলা নিজস্ব ছবি।

আজ বঙ্গে ষষ্ঠ দফার ভোট, ঊর্ধ্বমুখী করোনা আবহে নির্বিঘ্নে নির্বাচন পরিচালনা করতে তৎপর কমিশন

কলকাতা, ২১ এপ্রিল (হি. স.) : করোনার বেলাগাম সংক্রমণের মধ্যেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ষষ্ঠ দফার নির্বাচন হতে চলেছে। ২২ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার চারটি জেলার ৪৩টি বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচন। উর্ধ্বমুখী করোনা আবহে নির্বিঘ্নে ষষ্ঠ দফার নির্বাচন পরিচালনা করতে তৎপর রয়েছে কমিশনও। অশান্তি এড়ানোর পাশাপাশি ভোটের সময় কোভিড বিধির উপরও জোর দিয়েছে কমিশন। ভোট দাতাদের সামাজিক দূরত্ববিধি ও মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেছে নির্বাচন কমিশন। এরপর সপ্তম ও অষ্টম দফার নির্বাচন হবে যথাক্রমে ২৬ ও ২৯ এপ্রিল।

ষষ্ঠ দফায় পূর্ব বর্ধমানের ৮টি বিধানসভা, উত্তর ২৪ পরগনার ১৭টি বিধানসভা, উত্তর দিনাজপুরের ৯টি বিধানসভা, এবং নদিয়ার ৯টি বিধানসভায় নির্বাচন হবে। একনরে দেখা নেওয়া যাক সেই বিধানসভা কেন্দ্রগুলি, চোপড়া, ইসলামপুর, গোয়ালপোখর, চাকুলিয়া, করণদিঘি, হেমতাবাদ (এসসি), কালিয়াগঞ্জ (এসসি), রায়গঞ্জ, ইটাহার, করিমপুর, তেহট্ট, পলাশিপাড়া, কালিগঞ্জ, নাকাশিপাড়া, চাপড়া, কৃষ্ণনগর উত্তর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর দক্ষিণ, বাগদা (এসসি), বনগাঁ উত্তর (এসসি), বনগাঁ দক্ষিণ (এসসি), গাইঘাটা (এসসি), স্বরূপনগর (এসসি), বাদুড়িয়া, হাবড়া, অশোকনগর, আমডাঙা, বীজপুর, নৈহাটি, ভাটপাড়া, জগদ্দল, নোয়াপাড়া, বারাকপুর, খড়দহ, দমদম উত্তর, ভাতার, পূর্বস্থলী দক্ষিণ, পূর্বস্থলী উত্তর, কাটোয়া, কেতুগ্রাম, মঙ্গলকোট, আউশগ্রাম (এসসি), গলসি (এসসি)। জেলাওয়ারি প্রার্থী রয়েছেন উত্তর দিনাজপুরের ৭২ জন, উত্তর ২৪ পরগনায় ১২৬ জন, পূর্ব বর্ধমান ৪৩ জন, নদীয়া জেলায় ৬৫ জন। এই চারটি জেলায় মোট ৩০৬ জন প্রার্থী ষষ্ঠ দফার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ষষ্ঠ দফায় পোলিং বুথের সংখ্যা ১০, ৮৯৭টি। ভোট গ্রহণ শুরু হবে সকাল ৭টা থেকে। চলবে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত। করোনা বিধি মেনেই নির্বাচন প্রক্রিয়া প্রতিটি বুথে চলবে বলে নির্বাচন কমিশন নির্দেশ দিয়েছে।

ষষ্ঠ দফার নির্বাচন নির্বিঘ্নে পরিচালনা করার জন্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে সবরকম উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে। পোলিং স্টেশনে মাইক্রো অবজারভার, বুথে সিসিটিভি'র নজরদারির ব্যবস্থা , ভোট কেন্দ্রে ভিডিও ক্যামেরার ব্যবস্থা , ভিডিওগ্রাফির জন্য ১৫৬৬ টা ওয়েব ক্যামেরার মাধ্যমে সম্পূর্ণ ভোট গ্রহণ ব্যবস্থা পরিচালনা করা হবে। প্রতিটা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ২০০ মিটার দূরত্ব পর্যন্ত থাকবে ১৪৪ ধারা জারি থাকছে বৃহস্পতিবারও। ৩০৭২ টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রত্যেকটি বুথের জন্য ৪ জন করে সিআরপিএফ জওয়ান কর্তব্যরত থাকবেন। তেমনই দুটো বুথের ক্ষেত্রে ৮জন এবং ৫- ৮টি বুথের জন্য ১২ জন করে জওয়ান মোতায়েন থাকছে। প্রত্যেকটি পোলিং স্টেশনেই ১ জন করে রাজ্য পুলিশ কর্মী কর্তব্যরত থাকছেন। সমগ্র ভোট প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য ১৬৩ কোম্পানি সিআরপিএফ জওয়ান মোতায়েন থাকছে ষষ্ঠ দফায়। ৫০০০ জন রাজ্য পুলিশ ও ১৪ হাজার ভোট কর্মী ষষ্ঠ দফার নির্বাচন পরিচালনায় থাকছেন। অতি স্পর্শকাতর' বুথে বিশেষ বাহিনীর-র ব্যবস্থা থাকবে বলেও নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে। এছাড়াও ধারাবাহিক নাকা চেকিং, ভোটারদের উৎসাহ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির উদ্দেশ্যও বিশেষ টিম সব সময় কাজ করছেন। বৃহস্পতিবার ব্যারাকপুরে ভোটের আগে অতিরিক্ত আরও ১ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছে কমিশন। এ বারের ভোটে ১ জন পুলিশ পর্যবেক্ষককে দুই বা তার বেশি আসনের দায়িত্বে দেওয়া হয়েছে। তবে ব্যারাকপুরের ক্ষেত্রে বাড়তি আরও একজন পুলিশ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হল। ওই পর্যবেক্ষক শুধুমাত্র ব্যারাকপুরের ঘটনা নিয়ে কমিশনকে রিপোর্ট দেবেন। শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের লক্ষ্যে ষষ্ঠ দফার ভোটে কয়েকটি এলাকাকে ''বিশেষ তালিকাভুক্ত'' করেছে কমিশন। ভোটের দিন ওই এলাকাগুলিতে অশান্তির আশঙ্কা রয়েছে বলে মনে করছে তারা। সে জন্যই উত্তেজনাপ্রবণ এলাকাগুলিকে বিশেষ তালিকায় আনা হয়েছে। বিশেষ তালিকায় রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুর, ভাটপাড়া, জগদ্দল, বীজপুর, স্বরূপনগর, আমডাঙা, উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া, ইসলামপুর, পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোট, কেতুগ্রাম, ভাতার, নদিয়ার করিমপুর, নাকাশিপাড়ার মতো আসন। এই আসনগুলিতে অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি পর্যবেক্ষক সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে। এর মধ্যে শুধুমাত্র ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলেই ১০৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করেছে কমিশন।

অশান্তি এড়ানোর পাশাপাশি ভোটের সময় কোভিড বিধির উপরও জোর দিয়েছে কমিশন। ভোটের লাইনে দূরত্ব-বিধি বজায় রাখতেও জেলাশাসকদের নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। পাশাপাশি ভোট গ্রহণ শুরুর আগে বুথকে স্যানিটাইজ করার কথাও বলা হয়েছে। বিগত দফাগুলোর মতো এই দফাতেও ভোটারদের গ্লাভস ও স্যানিটাইজার দেওয়া হবে। ভোট প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের যাতায়াত ছাড়া সাধারণের যাতায়াতের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকায় ফেরি সার্ভিস পুরোপুরি বন্ধ থাকবে। করোনার প্রকোপ বৃদ্ধির কারণে ভোট দাতাদের সামাজিক দূরত্ববিধি ও মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেছে নির্বাচন কমিশন।

উত্তর দিনাজপুর জেলায় ৯টি বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ৩৬৩টি মহিলা পরিচালিত বুথে ১৫০০ জন মহিলা ভোটকর্মী থাকবেন। বুধবার উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ পলিটেকনিক কলেজ থেকে ইভিএম নিয়ে ভোটকেন্দ্রের দিকে রওনা হওয়ার আগে মহিলা ভোটকর্মীদের একাংশ জানিয়েছেন তাঁরা আতঙ্কে রয়েছেন। তবে সকলেই যে আতঙ্কিত এমনটা নয়। এর বাইরেও অনেকে আছেন যারা ভোট নেবেন একথা ভেবে রীতিমতো রোমাঞ্চিত। এক মহিলা ভোটকর্মীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কেমন লাগছে প্রথমবার ভোটের ডিউটি পাওয়ার পর? তিনি বলেন, প্রথমবার যাচ্ছি। মাধ্যমিক পরীক্ষার মতো একটু তো নার্ভাস লাগছে। সবই প্রায় বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছি। অপর একজন ভোটকর্মী বলেন, কিছুটা আনন্দ লাগছে। কিছুটা অজানা আতঙ্ক লাগছে। কিন্তু কেন আতঙ্ক? মহিলা ভোটকর্মী বলেন, চারদিকে যে ঘটনা হচ্ছে। এসব দেখেশুনে ভয় লাগছে। এর সঙ্গে আবার করোনা ভাইরাস একেবারে পিছন ছাড়ছে না। তবে এসবের মধ্যে ভিন্ন প্রতিক্রিয়াও আছে। এক মহিলা ভোটকর্মী বলেন, একদম নতুন অভিজ্ঞতা। একটু নার্ভাস লাগছে। আবার ভালোও লাগছে। আমি মহিলা পরিচালিত বুথে যাচ্ছি। তিনবার প্রশিক্ষণ হয়েছে। কোনও ভয়ের ব্যাপার নেই। তবে করোনা নিয়ে কিছুটা দুশ্চিন্তা রয়েছে। মহিলাদের একাংশের মধ্যে চাপা আতঙ্ক যেমন রয়েছে তেমনি উৎসাহ আর উদ্দীপনাও রয়েছে। তবে ভোটকর্মীদের সুরক্ষার জন্য এবার যাবতীয় পদক্ষেপ নিয়েছে কমিশন।

কোভিশিল্ডের দাম জানাল সিরাম ইনস্টিটিউট

পুণে, ২১ এপ্রিল (হি.স.) : খোলা বাজারে করোনা টিকার দাম জানাল পুণের সিরাম ইনস্টিটিউট। বুধবার আদর পুনাওয়ালার সংস্থা জানায় রাজ্য সরকারকে কোভিশিল্ডের প্রতিটি ডোজের জন্য খরচ করতে হবে ৪০০ টাকা। অর্থাৎ দু'টি ডোজের জন্য লাগবে ৮০০ টাকা। পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতালগুলির ক্ষেত্রে কোভিশিল্ডের প্রতি ডোজের দাম ধার্য করা হয়েছে ৬০০ টাকা। তবে কেন্দ্রের জন্য আগের দামই বহাল থাকছে। কেন্দ্রীয় সরকার ১৫০ টাকা প্রতি ডোজেই ভ্যাকসিন পাবে। অর্থাৎ কেন্দ্রের চেয়ে বেশি দামে রাজ্য সরকারগুলিকে কোভিশিল্ড কিনতে হবে।

কেন্দ্র তৃতীয় দফার টিকাকরণে একাধিক বড় ঘোষণা করেছে। কার্যত বয়সবিধি তুলে নিয়ে পয়লা মে থেকে সকলের কাছে ভ্যাকসিন পৌঁছে দেওয়ার ঘোষণা করেছে কেন্দ্র সরকার। ওই দিন থেকে ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে যে কোনও ব্যক্তি করোনা টিকা নেওয়ার জন্য যোগ্য। এ ছাড়াও রাজ্যগুলিকে সরাসরি ভ্যাকসিন নির্মাতাদের কাছে থেকে করোনা টিকা কেনার সুযোগ করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। পাশাপাশি খোলা বাজারেও টিকা আনার কথা জানিয়েছে কেন্দ্র। কিন্তু রাজ্যগুলি কত টাকায় ভ্যাকসিন কিনতে পারবে তা এতদিন জানা ছিল না। কেন্দ্র জানিয়েছিল আগে ভ্যাকসিনের দাম ঘোষণা করতে হবে ভ্যাকসিন নির্মাতাদের, তারপর রাজ্যগুলি টিকা কিনবে। সেই মত আজ ভ্যাকসিনের দাম জানাল সেরাম ইনস্টিটিউট। রাজ্য সরকারগুলিকে ৪০০ টাকা দরে এবং বেসরকারি হাসপাতালকে ৬০০ টাকা দরে কোভিশিল্ড টিকা বিক্রি করবে তারা। যদিও কেন্দ্রীয় সরকারকে ১৫০ টাকা দরে ভাকসিন বিক্রি করবে সংস্থাটি। সেরামের তরফে আরও বলা হয়, "আগামী দু'মাস আমাদের উৎপাদনের ৫০ শতাংশ ভ্যাকসিন ভারত সরকারকে দেওয়া হবে। আর বাকি ৫০ শতাংশ রাজ্য ও বেসরকারি হাসপাতালগুলি পাবে।"

অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে যে ভ্যাকসিনের দাম তুলনামূলক কম, সে কথাও তুলে ধরা হয় আদর পুনাওয়ালার সংস্থার তরফে। বলা হয়েছে, আমেরিকায় যেখানে ভ্যাকসিনের দাম ১৫০০ টাকা, রাশিয়া ও চিনে প্রতি ডোজের মূল্য ৭৫০ টাকা। সেখানে ভারতে কোভিশিল্ড অনেকটাই সস্তা।

উল্লেখ্য, বর্তমানে টিকাকরণের দ্বিতীয় দফায় ডোজপিছু ২৫০ টাকায় বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে প্রতিষেধক প্রদান করা হচ্ছে। তার ফলে আমজনতাকে টিকার জন্য বাড়তি টাকা গুণতে হবে বলে ধারণা সংশ্লিষ্ট মহলের।

আমেরিকার মাটিতে ফের রক্ত ঝরল এক কৃষ্ণাঙ্গের

ওহাইও, ২১ এপ্রিল (হি.স.): কৃষ্ণাঙ্গ যুবক জর্জ ফ্লয়েড হত্যায় মার্কিন পুলিশকর্মী দোষী সাব্যস্ত হওয়ার দিনে আমেরিকার মাটিতে ফের রক্ত ঝরল এক কৃষ্ণাঙ্গের। আমেরিকার ওহাইও প্রদেশের পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হল এক কৃষ্ণাঙ্গ কিশোরীর ।

ওহাইও প্রদেশের কলম্বাস শহরের পুলিশের মুখ্য অফিসার মাইকেল উডস জানিয়েছেন, আপৎকালীন ৯১১ নম্বরে একটি ফোন আসে। সেই ফোনের অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয় পুলিশ। তখনই নজরে আসে দুই কিশোরীর মধ্যে একটা বচসা চলছে। আশপাশে ভিড়ও জমেছে। এই সময় দেখা যায়, একজন কিশোরী অন্যজনের দিকে ছুরি জাতীয় কোনও অস্ত্র নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এরপরই ওই কিশোরীকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় পুলিশ। ঘটানস্থলেই লুটিয়ে পড়ে তার প্রাণহীন দেহ। এক পুলিশ অফিসারের গায়ে পরা ক্যামেরায় ঘটনার যে দৃশ্য ধরা পড়েছে তা শেয়ার করেছে শহরের পুলিশ। জানা গিয়েছে নিহত কিশোরীর নাম মাখাইয়া ব্রায়ান্ট। তার বয়স ছিল ১৬।এক নাবালিকার এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন কলম্বাসের মেয়র।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

১৮ বছরের উর্ধে সবাইকে বিনামূল্যে টিকা উত্তরপ্রদেশ সরকার

লখনউ, ২১ এপ্রিল (হি.স.) : ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে উত্তরপ্রদেশের সকলকে বিনামূল্যেই টিকা দেওয়া হবে। এমনটাই জানালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তাঁর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিন এই খবর জানিয়ে টুইট করেন যোগী আদিত্যনাথ। শেষে তিনি লেখেন, "করোনা হারবে, ভারত জিতবে।"

ইতিমধ্যেই করোনাকে রুখতে সপ্তাহান্তে লকডাউনের মতো পদক্ষেপ করেছে যোগী সরকার। শুক্রবার রাত ৮টা থেকে সোমবার সকাল ৭টা পর্যন্ত লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে রোজই নাইট কারফিউ তো আছেই। মঙ্গলবার রাতে যোগী সরকারের মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্যের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক বাসিন্দাকেই বিনামূল্যে টিকা দেওয়ার বিষয়টি ঠিক হয়। ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে সকলকে কোভিড টিকা দেওয়ার কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানো হয় সেই বৈঠকে। মন্ত্রিসভার তরফে এপ্রসঙ্গে জানানো হয়েছে, "প্রধানমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্ত কোভিডের মোকাবিলা করতে সাহায্য করবে। বিপুল পরিমাণে টিকাকরণ হলে তা করোনা ভাইরাসকে হারানোর কাজে আসবে।"

প্রসঙ্গত, গত সোমবারই কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নেয়, আগামী ১ মে থেকে দেশের ১৮ বছরের বেশি সমস্ত নাগরিকই টিকা নিতে পারবেন। এই মুহূর্তে অনূর্ধ ৪৫ বছরের দেশবাসীকে টিকা দেওয়া হচ্ছে।

সিরাম খোলা বাজারে টিকার দাম জানাতেই কেন্দ্রকে তোপ দাগলেন রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল (হি.স.) : সিরাম ইনস্টিটিউট খোলা বাজারে করোনা টিকার দাম জানাতেই টিকাকরণ নিয়ে ফের একবার কেন্দ্রকে তোপ দাগলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। বুধবার টুইট করে রাহুল লেখেন, "দেশের বিপর্যয়, মোদীর বন্ধুদের কাছে সুযোগ, কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যায়!" এদিন বিজ্ঞপ্তি জারি করে সিরাম ইন্সটিটিউট জানিয়ে দেয়, রাজ্য সরকারগুলিকে ৪০০ টাকা দরে এবং বেসরকারি হাসপাতালকে ৬০০ টাকা দরে কোভিশিল্ড-এর প্রতি ডোজ বিক্রি করবে তারা। যদিও কেন্দ্রীয় সরকারকে ১৫০ টাকা দরে ভ্যাকসিন বিক্রি করবে সংস্থাটি। আর তা নিয়েই এবার কেন্দ্রকে তোপ দাগলেন রাহুল গান্ধী।

কুম্ভমেলা থেকে ফিরেই করোনায় আক্রান্ত হলেন সপত্নী নেপালের প্রাক্তন রাজা জ্ঞানেন্দ্র শাহ

কাঠমান্ডু, ২১ এপ্রিল (হি.স.) : কুম্ভ স্নান সম্পন্ন করে ভারত থেকে দেশে ফিরেই করোনায় আক্রান্ত হলেন নেপালের প্রাক্তন রাজা জ্ঞানেন্দ্র শাহ এবং রানি কোমল। মঙ্গলবার তাঁদের করোনার পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ আসে। দেশে ফেরার পর বিমানবন্দরে তাঁদের স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন কয়োকশো মানুষ। রাজা-রানির করোনা ধরা পড়ার পর তাঁদেরও পরীক্ষা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে নেপালের সংবাদমাধ্যম।

করোনার মাঝে ভারতে শুরু হওয়া হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় যোগ দিয়ে গঙ্গা স্নান সারেন বছর তিয়াত্তরের নেপালের প্রাক্তন রাজা জ্ঞানেন্দ্র এবং সত্তরের কোমল। দেশে ফিরতেই নেপালের প্রাক্তন রাজা-রানিকে জমকালো স্বাগত জানানো হয়। কিন্তু এখন তাঁদের করোনা ধরা পড়ার পর সেখানে উপস্থিতদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। নেপালের সংবাদপত্র দ্য হিমালয়ান টাইমস জানিয়েছে, খুঁজে দেখা হচ্ছে কারা কারা সরাসরি রাজা-রানির সংস্পর্শে এসেছিলেন।

ফ্লয়েড-হত্যায় দোষী ডেরেক চৌভিন, হতে পারে ৪০ বছরের জেল

ওয়াশিংটন, ২১ এপ্রিল (হি.স.): আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েডকে হত্যার দায়ে দোষীসাব্যস্ত হয়েছেন প্রাক্তন পুলিশ অফিসার ডেরেক মাইকেল চৌভিন। ডেরেকের বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগই আদালতে প্রমাণিত হয়েছে। ফলে ৪০ বছরের জন্য জেল হতে পারে চৌভিনের। এই রায় শোনার পরই জর্জের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। বাইডেন অত্যন্ত খুশি প্রকাশ করেছেন।

আমেরিকার মিনেসোটা প্রদেশের মিনিয়াপোলিস শহরে গত বছরের মে মাসে ডেরেক চৌভিনের হাতে খুন হন ৪৬ বছর বয়সী আফ্রিকান-আমেরিকান জর্জ ফ্লয়েড। ২৫ মে মিনিয়াপোলিসে পুলিশ অফিসার ডেরেক প্রায় ৯ মিনিট ধরে জর্জ ফ্লয়েডের গলায় হাঁটু চেপে বসেছিলেন। তার জেরে জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যু হয়। পুলিশি হেফাজতে কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যু ও বর্ণবিদ্বেষ বিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে প্রায় গোটা আমেরিকা। বহু আলোচিত এই মামলায় অবশেষে ডেরেককে দোষী সাব্যস্ত করল আমেরিকার আদালত।

মিনেসোটার হেনেপিন কাউন্টি আদালত তিনটি অভিযোগেই ডেরেক চৌভিনকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। এগুলি হল 'সেকেন্ড ডিগ্রি' অনিচ্ছাকৃত খুন, 'থার্ড ডিগ্রি' খুন এবং 'সেকেন্ড ডিগ্রি' নরহত্যা। আইন অনুযায়ী 'সেকেন্ড ডিগ্রি' অনিচ্ছাকৃত খুনের জন্য সর্বোচ্চ ৪০ বছরের জন্য জেলের সাজা হয়। 'থার্ড ডিগ্রি' খুনের জন্য সর্বোচ্চ কারাদণ্ড হয় ২৫ বছরের। অন্যদিকে 'সেকেন্ড ডিগ্রি' নরহত্যার দায়ে ১০ বছরের কারাদণ্ড বা ২০ হাজার ডলার জরিমানা। রায় ঘোষণার পরবর্তী ৮ সপ্তাহের মধ্যে সাজা ঘোষণা করা হবে।

শ্রীরামের অসীম করুণা চিরকাল দেশবাসীর প্রতি অটুট থাকুক : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল (হি.স.): রামনবমীতে দেশবাসীকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে করোনা-পরিস্থিতিতে দেশবাসীর কাছে প্রধানমন্ত্রী বিনীত অনুরোধ করেছেন, 'এই করোনা সঙ্কটের সময়ে, করোনার থেকে বাঁচতে যে সমস্ত উপায় রয়েছে দয়া করে তা পালন করুন।' বুধবার সকালে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'রামনবমীর শুভকামনা। ভগবান শ্রীরামের অসীম করুণা চিরকাল দেশবাসীর প্রতি অটুট থাকুক। জয় শ্রীরাম!'

অপর টুইটে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'আজ রামনবমী এবং আমাদের প্রতি মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামের বাণী হল, মর্যাদার পালন করুন। এই করোনা সঙ্কটের সময়ে, করোনার থেকে বাঁচতে যে সমস্ত উপায় রয়েছে দয়া করে তা পালন করুন। "ওষুধও, কঠোরতাও" এই মন্ত্রটি মনে রাখবেন।'

প্রসঙ্গত, দেশে এই মুহূর্তে করোনার প্রকোপ হু হু করে বেড়েই চলেছে। মঙ্গলবার রাতেই জাতির উদ্দেশে ভাষণে, করোনার প্রকোপ থেকে বাঁচতে দেশবাসীকে সতর্ক হওয়ার অনুরোধ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। বুধবার প্রধানমন্ত্রী ফের একবার দেশবাসীর কাছে বিনীত অনুরোধ রাখলেন।

দীর্ঘ দিনের লুকোচুরি শেষ, হাথরাসে ধৃত কুখ্যাত অপরাধী

হাথরাস (উত্তর প্রদেশ), ২১ এপ্রিল (হি.স.): বড়সড় সাফল্য পেল উত্তর প্রদেশ পুলিশ। উত্তর প্রদেশের হাথরাসে কুখ্যাত একজন অপরাধীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃত অপরাধীর নাম-গৌরব শর্মা। তার মাথার দাম ছিল ১ লক্ষ টাকা। বুধবার ভোরে এনকাউন্টারে জখম হওয়ার পর ওই অপরাধীকে গ্রেফতার করা হয়। চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে।

পুলিশ সূত্রের খবর, গৌরবের বিরুদ্ধে ২০১৮ সালে, সাসনিতে শ্লীলতাহানির অভিযোগ করেছিলেন একজন ব্যক্তি। চলতি বছরের মার্চ মাসে ওই ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করেছিল গৌরব শর্মা ও তার বন্ধুরা। তারপর থেকেই গৌরব পলাতক ছিল। এই সময়ের মধ্যে গ্রেফতার করা হয় গৌরবের সঙ্গীদের। এবার গৌরবও পুলিশের জালে ধরা পড়ল। হাথরাসের পুলিশ সুপার (এসপি) জানিয়েছেন, 'গুলিবিদ্ধ হয়ে জখম হয়েছে অপরাধী গৌরব শর্মা। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মার্চ মাসে একজন ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করেছিল গৌরব শর্মা ও তার বন্ধুরা। ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বাধ্যতামূলক

● **প্রথম পাতার পর**

বন্দর, রেলওয়ে স্টেশন, চুরাইবাড়ি গেইট এবং ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট দিয়ে ত্রিপুরায় প্রবেশের ক্ষেত্রে যাত্রার ৭২ ঘন্টা পূর্বে কোভিড-১৯ নেগেটিভ রিপোর্ট সাথে করে আনতে হবে। তবে, তাদের সাথে ওই রিপোর্ট না থাকলে এক্ষেত্রে নমুনা পরীক্ষা হবে।

সৌজন্যতা

● **প্রথম পাতার পর**

জানিয়েছেন প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মন। তিনি বলেন, এডিসি এলাকার উন্নয়নে আমরা ত্রিপুরা সরকারের সাথে মিলে কাজ করব এবং তাতে সরকারের সহযোগিতা চাইছি।

প্রসঙ্গত, ২৮ আসনের এডিসি নির্বাচনে তিপ্রা মথা জোট একা ১৮টি আসনে জয়ী হয়েছে। বিজেপি ৯ টি আসনে এবং নির্দলীয় প্রার্থী একটি আসনে জয়লাভ করেছে। রাজ্যজুড়ে সন্ত্রাসের অভিযোগ এনে বিজেপি সদস্যরা শপথ গ্রহণ সমারোহ-এ অংশ নেননি।

AFFIDAVIT

I, MISS. RINI DAS, D/o Shri Manik Lal Das, resident of Malaynagar, P.O. Renters Colony, P.S. Srinagar, District West Tripura, Pin 799004, do hereby solemnly affirm on oath and declare as follows:

That, the actual name and surname of my mother is Panchali Debbarma accordingly this name is recorded in my mother's all relevant documents however in my International Passport No. M1111574, date of issue 19.08.2014, my mother's name and surname has been inadvertently recorded as Panchali Devburma in lieu of Panchali Debbarma.

That, in the said Passport in the column of Address it has been wrongly written as "Maloynagar, P.O. Regent Colony" in place of Malaynagar, P.O. Renters Colony, which is may be rectified.

That, I am swearing this Affidavit rectify the aforesaid particulars after duly inserting the actual correction in my afore mentioned Passport.

Signature : Rini Das

নাইটদের হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক সিএসকে’’র

নাইটদের জয়ের জন্য দরকার ৬ বলে ২০
দুর্দান্ত হাফ-সেঞ্চুরি কামিন্সের। মাত্র ২৩ বলে হাফ-সেঞ্চুরি করলেন নাইটদের অজি অল-রাউন্ডার।
নাইটদের জয়ের জন্য দরকার ১৮ বলে ৪০
কেকেআর ১৮০/৮
স্ট্র্যাটেজিক টাইম-আউটের পরের ওভারেই আউট নাগোরকোটি।
১৬তম ওভারে কারেনকে চারটি ছয় ও একটি বাউন্ডারি-সহ ৩০ রান নিলেন কামিন্স। শেষ পাঁচ ওভারে দু’’ উইকেট হারিয়ে ৬৫ রান তুলেছে কেকেআর।
১৬ ওভার শেষে কেকেআর ১৭৬/৭
১৫ ওভার শেষে কেকেআর ১৪৬/৭
কার্তিক আউট..। ৪০ রান করে এনগিদির শিকার হন তিনি। ২৪ বলের ইনিংসে দু’’টি ছয় ও চারটি বাউন্ডারি মারেন কার্তিক।
১৩ ওভার শেষে কেকেআর ১২৭/৬
১২ ওভার শেষে কেকেআর ১২৩/৬। ক্রিজে কার্তিক ও কামিন্স।
রাসেল আউট..। হাফ-সেঞ্চুরির করার পরের বলেই আউট হলেন

তিনি। স্যাম কারেনের বলে বোল্ড হয়ে ডাগ-আউটে ফেরেন রাসেল। সেই সঙ্গে নাইটদের আশা শেষ।
১১ ওভার শেষে কেকেআর ১১১/৫। দুর্দান্ত রাসেল। মাত্র ২১ বলে হাফ-সেঞ্চুরি করলেন তিনি। ৬টি ছয় ও তিনটি বাউন্ডারি মারেন তিনি।
১১ ওভারের প্রথম বলেই সেঞ্চুরি করল কেকেআর। জাদেজাকে চার মেরে একশো রান পূর্ণ করলেন কার্তিক।
১০ ওভার শেষে কেকেআর ৯৭/৫। এই ওভারের শার্দুলকে ২৪ রান নেন রাসেল। তিনটি ছয় ও একটি বাউন্ডারি মারেন তিনি। পরের দু’’টি বল ওয়াইড করলেন ঠাকুর।
১০ ওভারের প্রথম বলেই শার্দুল ঠাকুরকে ছক্কা হাঁকালেন রাসেল।
৯ ওভার শেষে কেকেআর ৭৩/৫ এই অবস্থায় দলকে জিতিয়েছিলেন রাসেল। ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়র লিগে ৪১ রানে পাঁচ উইকেট পড়ে যাওয়ার পর ২২৩ রান তাড়া করে দলকে জিতিয়েছিলেন রাসেল।
৮ ওভার শেষে কেকেআর ৬৬/৫। রাসেল ২৩ ও কার্তিক ১২ রানে ক্রিজে।
৭ ওভার শেষে কেকেআর ৫৩/৫ সপ্তম ওভারে পঞ্চাশ রানের গণ্ডি টপকাল কেকেআর।
ক্রিজে রাসেল ও কার্তিক।
৬ ওভার শেষে কেকেআর ৪৫/৫ বিধ্বংসী দীপক চাহার। ৩ ওভারে মাত্র ১৬ রান দিয়ে চার উইকেট নিলেন সিএসকে-র এই ডানহাতি পেসার।
ত্রিপাঠি আউট। ৯ বলে মাত্র ৮ রান করেন তিনি। ২২১ রান তাড়া করতে নেমে মাত্র ৩১ রানে পাঁচ উইকেট হারায় কলকাতা।
৫ ওভার শেষে কেকেআর ৩১/৪ নারিন আউট।
মর্গ্যান আউট, কেকেআর ২৭/৩। ৭ রান করে দীপক চাহারের শিকার নাইট অধিনায়ক। ৩ ওভার শেষে কেকেআর ১৭/২
রানা আউট। ৯ রান করে আউট হলেন নাইট ওপেনার। দ্বিতীয় ওভার শেষে কেকেআর ১৪/১
দ্বিতীয় ওভারের প্রথম দু’’টি ডেলিভারি বাউন্ডারি মারলেন রানা।
প্রথম ওভার শেষে কেকেআর ৫/১
রানার সঙ্গে ক্রিজে রাহুল ত্রিপাঠি। গিল আউট, কেকেআর ১/১। প্রথম বলেই ডাগ-আউটে ফিরলেন গিল। তাঁকে তুলে নিলে নাইটদের বড় ধাক্কা দিলেন চাহার। ক্রিজে নাইটদের দুই ওপেনার নীতিশ রানা ও শুভমন গিল। চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে ২২০ রান তাড়া করতে নামল কলকাতা নাইট রাইডার্স। যারা মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে দেড়শো রান তাড়া করে ম্যাচ জিততে পারেনি।

সুপার লিগের শেষ দেখছেন ইউভেন্তুস প্রধান

তীব্র সমালোচনা ও বাধার মুখে পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছে প্রস্তাবিত ইউরোপিয়ান সুপার লিগ। প্রকল্পটির প্রতিষ্ঠাতাদের একজন ও ইউভেন্তুস প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেয়া আগনেল্লির মতে, প্রকল্পের কার্যক্রম হয়তো আর এগুবে না।ইংল্যান্ডের ছয়টি ক্লাব ‘বিদ্রোহী’ এই লিগ থেকে নিজেদের সরিয়ে নেওয়ার পরের দিন বুধবার আগনেল্লি জানান, তিনি আর কোনো সম্ভাবনা দেখছেন না। প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে বার্সেলোনার নাম থাকলেও বিতর্কিত এই টুর্নামেন্টে কাতালান ক্লাবটির খেলা নিশ্চিত নয়। চুক্তির একটি ধারায় বলা হয়েছে, ক্লাবের সদস্যরা অনুমতি না দিলে সুপার লিগে অংশ নিতে পারবে না তারা।ইতালির দুই দল

ইন্টার মিলান ও এসি মিলানের সরে দাঁড়ানো নিয়েও গুঞ্জন শুরু হয়েছে গণমাধ্যমে।
স্পেনের তিন দলের একটি আতলেতিকো মাদ্রিদের সরে দাঁড়ানো নিয়েও খবর বের হচ্ছে।এ অবস্থায় সুপার লিগের মাঠে গড়ানোর কতটা সম্ভাবনা আছে? আগনেল্লি দিলেন তার জবাব, “খোলামেলাভাবে ও সত্যিকার অর্থে, তেমন একটা না।’’কল্পটি নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই আগনেল্লির। কিন্তু পরিস্থিতি আর সেরকম নেই বলে স্বীকার করলেন তিনি।“প্রকল্পটির কার্যকারিতা নিয়ে আমার সংশয় নেই। কিন্তু আমার মনে হয় না এই প্রকল্প এখন আর সচল আছে।’’

করোনা নিয়ে উদ্বিগ্ন এটিকে মোহনবাগানের ফুটবলাররা

২৬ এপ্রিল থেকে কলকাতায় শুরু হচ্ছে এটিকে মোহনবাগানের প্রস্তুতি শিবির। তবে সেই শিবিরে যোগ দেওয়ার আগে কলকাতা সহ গোটা পশ্চিমবঙ্গে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন দলের ফুটবলাররা। এটিকে মোহনবাগান কর্তারা যদিও সফল ভাবেই শিবির করার ব্যাপারে আশাবাদী। আনন্দবাজার ডিজিটালকে এটিকে মোহনবাগানের প্রবীর দাস বলেন, “চিন্তা রয়েছে অবশ্যই। বাড়িতে বয়স্ক বাবা মা রয়েছেন। দাদার মেয়েও অনেক ছোট। নিজেকে নিয়ে চিন্তা নেই। তবে ওদের নিয়ে কিছুটা ভয়ে রয়েছি। আশা করি জৈব সুরক্ষা বলয় তৈরি করা হবে। তবে আমাদের এখনও এই বিষয়ে কিছু জানান হয়নি।’’গোয়ার মত না হলেও জৈব সুরক্ষা বলয় তৈরি করেই প্রস্তুতি শিবির হবে বলে এটিকে মোহনবাগান সূত্রের খবর। এর পাশাপাশি প্রতি চারদিন অন্তর ফুটবলারদের কোভিড পরীক্ষা করা হবে। প্রত্যেক দিন অনুশীলনের পর দলের বাস স্যানিটাইজ করা হবে। কোভিড পরিস্থিতির কারণে চিন্তায় রয়েছেন প্রীতম কোটালও। তবে জৈব সুরক্ষা বলয়ে থাকলে কোনও সমস্যা হবে না বলেই মনে করেন তিনি। প্রীতম বলেন, “চিন্তা রয়েছে। তবে এখনও দলের তরফ থেকে কিছু জানান হয়নি। আমাদের প্রস্তুতি নিতেই হবে এএফসি কাপের জন্য। তবে জৈব সুরক্ষা বলয়ে থাকলে সমস্যা হবে না।’’ অরিন্দম ভট্টাচার্য বলেন, “শিবিরে যোগ দেওয়ার আগে আমাদের দু’বার কোভিড পরীক্ষা হবে। তাছাড়া আমাদের জন্য জৈব সুরক্ষা বলয় নিশ্চই থাকবে। সেক্ষেত্রে সমস্যা হবে না। আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহনের ক্ষেত্রে অনেক বিধি নিষেধ ইতিমধ্যেই আরোপ করেছে ভারত সরকার। তবে সেক্ষেত্রেও প্রধান প্রশিক্ষক আন্তনিয়ো লোপেজ হাবাস-সহ বিদেশি ফুটবলারদের কলকাতা আসতে সেরকম সমস্যা হবে না বলেই আশাবাদী এটিকে মোহনবাগান টিম ম্যানেজমেন্ট। জৈব সুরক্ষা বলয় রয়েছে এমন বিমানবন্দরগুলির মাধ্যমে হাবাস-সহ বিদেশি ফুটবলারদের কলকাতায় আসার ব্যবস্থা করবেন তাঁরা। ১৪ মে মালদ্বীপে এএফসি কাপের প্রথম ম্যাচ খেলবে এটিকে মোহনবাগান।

পার্সিপোলিস এফসি-র বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়েও শেষরক্ষা হল না এফসি গোয়ার

অনবদ্য ধীরজ সিংহ। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের তৃতীয় ম্যাচে পার্সিপোলিস এফসি-র বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়েও শেষরক্ষা হল না এফসি গোয়ার। মঙ্গলবার গোয়ার ফতোরদা স্টেডিয়ামে ১-২ হেরে মাঠ ছাড়লেন এদু বেদিয়া-রা।এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শুরু হওয়ার অনেক আগেই গোয়া কোচ খুয়ান ফেরান্দো জানিয়েছিলেন, ইরানের পার্সিপোলিস শুধু ‘ই’ গ্রুপেরই নয়, প্রতিযোগিতার অন্যতম সেরা দল। গত বারের রানার্সদের আটকাতে মঙ্গলবার রণনীতিই বদলাননি তিনি, দলে একাধিক পরিবর্তনও করেছিলেন। ঈশান পণ্ডিতাকে বিশ্রাম দিয়ে সামনে একা হর্ঘে ওর্তিসকে রেখে ৪-৫-১ ছকে দল সাজিয়েছিলেন খুয়ান। রক্ষণ শক্তিশালী করতে শুরু থেকে খেলালেন আদিল খানকে। উদ্দেশ্য স্পষ্ট। এক) পার্সিপোলসিকে কোনও মতেই গোল করতে না দেওয়া। দুই) প্রতিআক্রমণে গোল করার জন্য ঝাঁপানো।গোয়া কোচের দ্বিতীয় পরিকল্পনা সফল হতে বেশি দেরি হয়নি। গতির বিরুদ্ধে ১৪ মিনিটে পার্সিপোলিসের পেনাল্টি বক্সের বাইরে ফ্রি-কিক পায় গোয়া। সরাসরি গোলে না মেরে ব্রেন্ডন ফার্নান্দেস বল ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। ভিড়ের মধ্যে ছিটকে বেরিয়ে নিখুঁত হেডে বল জালে জড়িয়ে দেন এদু। গোয়া শিবিরে উচ্ছ্বাস অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। চার মিনিটের মধ্যেই সমতা ফেরায় পার্সিপোলিস। পেনাল্টি বক্সের মধ্যে ইশা আলকাসিরকে ফেলে দেন জেমস ডোনাচি। পেনাল্টি থেকে ১-১ করেন মেহদি তোরাবি। ২৩ মিনিটে ফের এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল গোয়া। পেনাল্টি বক্সের ভিতরে ঢুকে স্যাভিয়র গামা যে শট নিয়েছিলেন, তা অবিশ্বাস্য দক্ষতায় বাঁচিয়ে দেন গোলরক্ষক হামিদ লাক। এক মিনিটের মধ্যেই পার্সিপোলিসকে ২-১ এগিয়ে দেন সৈয়দ জালাল হোসেইনি। এই গোলের পরে আক্রমণের ঝাঁঝ কয়েকগুণ বেড়ে যায় পার্সিপোলিসের। পরিস্থিতি সামলাতে চোট পাওয়া আদিলকে তুলে অমরজিৎ সিংহকে নামান খুয়ান। তাতেও খুব একটা লাভ হয়নি। বিপক্ষের আক্রমণের ঝড় সামলাতে গোয়ার পুরো দলটাই কার্যত নেমে এসেছিল রক্ষণে! এমন পরিস্থিতিতেও পার্সিপোলিসের ফুটবলারেরা ব্যবধান বাড়াতে পারেননি ধীরজের দক্ষতার জন্য। পাঁচটি অবধারিত গোল বাঁচান গোয়া গোলরক্ষক। ৪১ মিনিটে ইভান গঞ্জালেস পেনাল্টি বক্সের মধ্যে ফেলে দেন পার্সিপোলিসের এহসান পাহলাভানকে। সঙ্গে সঙ্গেই পেনাল্টির নির্দেশ দেন রেফারি। হোসেন কাননির শট ডান দিকে শরীর ছুড়ে বাঁচান ধীরজ। ৬৭ মিনিটে চোট পেয়ে এদু মাঠ ছাড়েন। বাকি সময়টা ধীরজের নেতৃত্বে বিপক্ষের আক্রমণের ঝড় সামলায় গোয়া। মঙ্গলবার জয়ের হ্যাটট্রিক করে তিন ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে ‘ই’ গ্রুপের শীর্ষ স্থানে এই মুহূর্তে পার্সিপোলিস। সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে ২ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে নেমে গেল গোয়া।

সুপার লিগ: সরে দাঁড়াল আতলেতিকো-ইন্টারও

একে একে বেরিয়ে যাচ্ছে ইউরোপিয়ান সুপার লিগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরা। ইংল্যান্ডের ছয় ক্লাবের পর প্রস্তাবিত প্রতিযোগিতাটি থেকে নিজেদের সরিয়ে নিলো স্প্যানিশ লা লিগার দল আতলেতিকো মাদ্রিদ ও ইতালিয়ান সেরি আর দল ইন্টার মিলান।ভেস্তে যেতে বসা বিতর্কিত সুপার লিগে টিকে রইলো আর মাত্র চারটি দল-স্পেনের রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সেলোনা এবং ইতালির ইউভেন্তুস ও এসি মিলান।পৃথক বিবৃতিতে বুধবার এই টুর্নামেন্ট থেকে সরে যাওয়ার ঘোষণা দেয় লা লিগার পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকা আতলেতিকো ও সেরি আর

শীর্ষে থাকা ইন্টার।গত রোববার রাতে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রতিদ্বন্দ্বী ইউরোপিয়ান সুপার লিগে যোগ দেওয়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয় ১২টি ক্লাব। এর মধ্যে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ছয় দল-ম্যানচেস্টার সিটি, চেলসি, আর্সেনাল, লিভারপুল, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও টটেনহ্যাম হটস্পার মঙ্গলবার রাতে সরে দাঁড়ায়।প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে বার্সেলোনার নাম থাকলেও এই টুর্নামেন্টে কাতালান ক্লাবটির খেলা নিশ্চিত নয়। চুক্তির একটি ধারায় বলা হয়েছে, ক্লাবের সদস্যরা অনুমতি না দিলে সুপার লিগে অংশ নিতে পারবে না তারা।এসি মিলানের সরে দাঁড়ানো নিয়েও গুঞ্জন শুরু হয়েছে গণমাধ্যমে।তীব্র সমালোচনা ও বাধার মুখে প্রকল্পটির কার্যক্রম এগুনোর সম্ভাবনা দেখছেন না ইউভেন্তুস প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেয়া আগনেল্লি।“প্রকল্পটির কার্যকারিতা নিয়ে আমার সংশয় নেই। কিন্তুআমার মনে হয় না এই প্রকল্প এখন আর সচল আছে।’’

সুপার লিগ থেকে সরে দাঁড়াল ইংল্যান্ডের সব দল

একে একে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ছয়টি ক্লাবই ইউরোপিয়ান সুপার লিগ থেকে সরে দাঁড়াল। ফলে, বিতর্কিত প্রতিযোগিতাটি শুরুর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসার দুই দিনের মাথাতেই তা ভেস্তে যাওয়ার সম্ভাবনা জোরাল হলো আরও।গত রোববার রাতে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রতিদ্বন্দ্বী ইউরোপিয়ান সুপার লিগের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয় এতে যোগ দেওয়া ১২টি ক্লাব। এর মধ্যে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগেরই ছয়টি দল; ম্যানচেস্টার সিটি, চেলসি, আর্সেনাল, লিভারপুল, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও টটেনহ্যাম হটস্পার। প্রবল সমালোচনার মুখে পড়া এই টুর্নামেন্টের বাকি ছয় দল হলো-স্পেনের রিয়াল মাদ্রিদ, বার্সেলোনা ও আতলেতিকো মাদ্রিদ এবং ইতালির ইউভেন্তুস, ইন্টার মিলান ও এসি মিলান।মঙ্গলবার রাতে প্রথমে প্রস্তাবিত প্রতিযোগিতাটি থেকে সরে দাঁড়ানোর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয় এবারের প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকা সিটি ও সাত নম্বর দল টটেনহ্যাম। এরপর একে একে বিবৃতি দিয়ে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেওয়ার কথা জানায় লিভারপুল, আর্সেনাল, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।এই নিউজ লেখা পর্যন্ত চেলসি কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেয়নি। তবে বিবিসি, রয়টার্সসহ অনেকগুলো সংবাদমাধ্যমে ইংল্যান্ডের ছয়টি দলেরই সরে যাওয়ার খবর দিয়েছে।চলমান ঘরানার ফুটবল কাঠামো থেকে অর্থের দাপটের টুর্নামেন্ট শুরুর ঘোষণার পরপরই প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে ‘বিদ্রোহী’ প্রতিযোগিতাটি। ইউরোপীয় ফুটবলের নিয়ন্তা সংস্থা (উয়েফা, বিভিন্ন দেশের ফুটবল

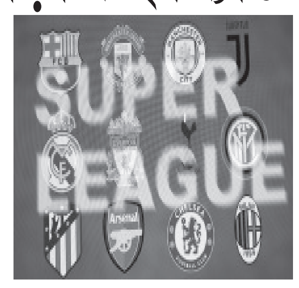

সংস্থা ও ঘরোয়া লিগ কর্তৃপক্ষ ঐক্যবদ্ধভাবে নানারকম নিষেধাজ্ঞার হুমকি দেওয়া শুরু করে। ক্লাবগুলোর সমর্থকরাও বিপক্ষে অবস্থান নেয়।মঙ্গলবার রাতে ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিওনের বিপক্ষে ম্যাচের আগেই যেমন স্ট্যামফোর্ড ব্রিজের বাইরে প্রায় হাজার খানেক সমর্থক জড়ো হয়ে তাদের প্রিয় দল চেলসির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানায়। আগের দিন সোমবার লিভারপুল-লিডস ইউনাইটেড ম্যাচেও দেখা মেলে একই রকম দৃশ্য। সুপার লিগের বিরোধিতা করে ম্যাচের আগে ‘ফুটবল সমর্থকদের জন্য’ লেখা টি-শার্ট পরে অনুশীলন করে লিডসের খেলোয়াড়রা। ক্লাবের সমালোচনা করে অ্যানফিল্ডের বাইরে বিভিন্ন ব্যানার টাঙায় লিভারপুল সমর্থকরা।মূলত বিশ্বব্যাপী প্রবল সমালোচনা ও বিরোধিতার কারণেই দলগুলো সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে, সুপার লিগের চুক্তির নিয়ম-নীতি কতটা শক্ত, তা পরিষ্কার নয়।তবে মঙ্গলবার পরিস্থিতি যে অনেকটাই পাল্টে গেছে, সেটা স্পষ্ট। কারণ হতে পারে অনেক কিছু; বিশ্বব্যাপী শুরু হওয়া সমালোচনা, আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে দল ও খেলোয়াড়দের নিষিদ্ধ হওয়ার ভয়, রাজনৈতিক চাপ কিংবা দলের খেলোয়াড়দের অভিমত।

কুমানের কণ্ঠেও সুপার লিগ ভাঙনের আভাস

প্রস্তাবিত ইউরোপিয়ান সুপার লিগ নিয়ে সরাসরি কোনো মন্তব্য করতে রাজি নন বার্সেলোনা কোচ রোনাল্ড কুমান। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিযোগিতাটির আবির্ভাবের ঘোষণার তিন দিনের মধ্যেই যে দৃশ্যপটে অনেক পরিবর্তন এসেছে, তা লুকাননি তিনি।আকার-ইঙ্গিতে বোঝালেন, আর এগুনোর তেমন সম্ভাবনা নেই অনেক সমালোচনার জন্ম দেওয়া লিগটি।‘বিদ্রোহী’ প্রতিযোগিতাটির ১২ প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের একটি বার্সেলোনা। এরই মাঝে বিতর্কিত লিগটি থেকে সরে গেছে ইংল্যান্ডের ছয়টি ক্লাবসহ মোট ৯টি দল। সরে দাঁড়ানো দলগুলো হলো-ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার সিটি, চেলসি, আর্সেনাল, লিভারপুল, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড টটেনহ্যাম হটস্পার, ইতালির ইন্টার মিলান ও এসি মিলান এবং স্পেনের আতলেতিকো মাদ্রিদ। এখনও

সুপার লিগে রয়ে যাওয়া বাকি তিন দলের দুটি হলো রিয়াল মাদ্রিদ ও ইউভেন্তুস।বিতর্কিত এই টুর্নামেন্টে বার্সেলোনার খেলাও নিশ্চিত নয়। চুক্তির একটি ধারায় বলা হয়েছে, ক্লাবের সদস্যরা অনুমতি না দিলে সুপার লিগে অংশ নিতে পারবে না তারা।প্রকল্পটির প্রতিষ্ঠাতাদের একজন ও ইউভেন্তুস প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেয়া আগনেল্লির মতেও, প্রকল্পের কার্যক্রম হয়তো আর এগুবে না।“প্রকল্পটির কার্যকারিতা নিয়ে আমার সংশয় নেই। কিন্তু আমার মনে হয় না এই প্রকল্প এখন আর সচল আছে।’’সুপার লিগের ঘোষণায় এবং উয়েফা, ফিফাসহ বিভিন্ন দেশের ফুটবল সংস্থার পাল্টা হুমকিতে গত কদিনে ফুটবল বিশ্বে চলছে তোলপাড়। তবে থেমে নেই ফুটবল। জমে ওঠা লা লিগার শিরোপা লড়াইয়ে শিরোপা ভাগ্য নিজেদের হাতে রাখতে জোর প্রস্তুতি নিচ্ছে বার্সেলোনা।লিগে বৃহস্পতিবার তারা ঘরের মাঠে খেলবে গেতাফের বিপক্ষে। বাংলাদেশ সময় রাত দুইটায় শুরু হবে ম্যাচটি। ম্যাচের আগের দিন কুমানের সংবাদ সম্মেলনে স্বাভাবিকভাবেই উঠল সুপার লিগ প্রসঙ্গ। এ ব্যাপারে ক্লাব সভাপতির সঙ্গে কথা হয়েছে জানিয়ে ডাচ কোচ আভাস দিলেন, পরিস্থিতি অনেক বদলে যাওয়ার।“গতকাল (মঙ্গলবার) প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম, তিনি ক্লাবের অবস্থান পরিষ্কার করেন। তবে এরপর পরিস্থিতি অনেক বদলে গেছে। অনেক কিছু ঘটছে, কিন্তু সবচেয়ে ভালো হয় এখন বেশি কিছু না বলা। কেউ জানে না ভবিষ্যতে কী হবে। ক্লাবের জন্য যা সবচেয়ে ভালো, আমি সেটিই চাই।’’“আমি ক্লাবের মুখপাত্র নই। এটা প্রেসিডেন্টের কাজ। আমার কাজ হলো দলকে ম্যাচের জন্য প্রস্তুত করা। আমাদের দেখা দরকার, কীভাবে পরিকল্পনাগুলো এগোয়। ক্লাবের জন্য সবচেয়ে ভালোটাই আমরা চাই। আর এ ব্যাপারে কিছু বলতে হলে প্রেসিডেন্টই বলবেন।’’দলের তারকা ফুটবলার জেরার্ড পিকের সঙ্গে অবশ্য একমত কুমান। সেন্টার-ব্যাক পিকে মঙ্গলবার এক টুইটে লেখেন, “ফুটবল হলো সমর্থকদের জন্য। বর্তমানে এটা আরও বেশি সত্যি।’’গত সপ্তাহে আথলেতিক বিলবাওকে হারিয়ে কোপা দেল রে জেতা বার্সেলোনা লিগ টেবিলের শীর্ষে থাকা আতলেতিকো মাদ্রিদের চেয়ে ৫ পয়েন্ট পিছিয়ে তিনে আছে। একটি ম্যাচ অবশ্য কম খেলেছে কুমানের দল।

ঘুম থেকে তাড়াতাড়ি উঠে খাওয়ার টেবিলে ক্রিস গেল, কেন জানেন?

বিশ্ব ক্রিকেটে তিনি এক মাত্র ব্যাটসম্যান যিনি টি২০ ক্রিকেটে হাজারের বেশি ছয় মেরেছেন। এত শক্তি কোথা থেকে পান তিনি? সকালের জলখাবারেই কি লুকিয়ে রয়েছে তার হদিস? পঞ্জাব কিংসের পোস্ট করা একটি ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে সকালে কী কী খান গেল।পঞ্জাবের পোস্ট করা ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে গেলের প্লেটে বিশাল একটি ওমলেট। ওই ভিডিয়োতে দেওয়া সময় অনুযায়ী সকাল ৭টা বেজে ৫৩ মিনিটে প্রাতঃরাশ করতে হাজির গেল। নিশ্চিন্তে সকালের জলখাবার খাওয়ার জন্য সকলের আগে হোটেলের খাওয়ার টেবিলে হাজির হয়ে যান তিনি। তরমুজ খেতে খেতে হোটেলের কর্মীদের ধন্যবাদও জানান তিনি।লিগ টেবিলে পঞ্জাব নেমে গিয়েছে ৭ নম্বরে। ৩টি ম্যাচ খেলে এখনও অবধি তাদের সংগ্রহ ২ পয়েন্ট। গেলের ব্যাট থেকে এসেছে ৬১ রান। ম্যাচ জিততে হলে তাঁর ব্যাট থেকে বড় রান চাইবেন লোকেশ রাহুলরা।

Notice Inviting e-Auction

The undersigned for and on behalf of the Government of Tripura invites e-Auction from the Licensed Bidders/ Firms/ Agencies for sale of 3(Three) nos condemned Departmental Light motor vehicles.
2. Interested bidders may see & download the NIA (Notice Inviting Auction) document from the website https://eauction.gov.in/ which is opened for the eligible bidders r Firms/ Agencies from 20.04.2021 to 30.04.2021 (05:30 PM).

ICA-C-167/2021-22

(Tapan Kr:Das)
Addl. Secretary & Director
Food, CS & CA, Tripura.

PNIeT NO- 02/EE/PWD(DWS)/AMB/2021-22

The Executive Engineer, DWS Division Ambassa, Dhalai District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender. The details are below;

Sl NO	DNIeT No	Estimated Cost	Deadline for bidding
1	DNIe-T No.366/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21	2118713.00	07-05-2021
2	DNIe-T No.367/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21	2118713.00	
3	DNIe-T No.368/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21	2118713.00	
4	DNIe-T No.369/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21	2118713.00	
5	DNIe-T No.370/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21	2118713.00	
6	DNIe-T No.371/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21	2373310.00	
7	DNIe-T No.372/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21	2373310.00	
8	DNIe-T No.373/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21	2373310.00	
9	DNIe-T No.374/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21	2373310.00	
10	DNIe-T No.375/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21	2373310.00	

All details can be seen press notice & bid documents for the work on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. For contact 03826-267230/9436355955
For and on behalf of Governor of Tripura
(Er. H. Chakma)
ExecutiviEngineer
DWS Division, Ambassa,
Dhalai District, Tripura

ICA-C-160/2021-22

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

আগরতলায় দুর্গাবাড়িতে নবমী তিথিকে বাসন্তী পূজা। বুধবার তোলা নিজস্ব ছবি।

রাজ্যব্যাপী চিরাচরিত প্রথায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে গড়িয়া পূজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল।। উপজাতিদের প্রধান উৎসব গরিয়া পূজা। রাজ্যের সর্বত্র যথাযোগ্য মর্যাদায় ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে বাবা গড়িয়ার পুজো হয়েছে।রাজ্যের উপজাতিদের প্রধান উৎসব গরিয়া পূজা কে কেন্দ্র করে রাজ্যের সর্বত্র ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে রাজ্যের উপজাতি অংশের মানুষ বাবা গড়িয়া পূজা যথাযোগ্য মর্যাদায় করেছেন। গড়িয়া পূজা কে কেন্দ্র করে গত প্রায় এক মাস ধরে উপজাতি মানুষের মধ্যে নানারকম প্রস্তুতি চলছিল। প্রতি বছর বৈশাখ মাসের ৭ তারিখ বাবা গড়িয়া পূজা হয়। বিশেষ করে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে বাবা গড়িয়ার পূজাক কেন্দ্র করে উৎসবমুখর পরিবেশে পরিলক্ষিত হচ্ছে। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকায় যেসব স্থানে উপজাতি বংশের মানুষের বসবাস সেখানেও বাবা গড়িয়া পূজাকে কেন্দ্র করে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি সার্বজনীনভাবেও বাবা গড়িয়া পূজা হচ্ছে রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলীর এলাকায়। ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকল উপজাতীয় অংশের বাড়িঘরে বাবা গড়িয়া পূজিত হচ্ছে। গড়িয়া পূজা সাধ্যমত সবাই বলি দেন। রাজ্যের উপজাতির মধ্যে এই বলি প্রথা আদি অনন্ত কাল ধরে চলে আসছে। গড়িয়া পূজা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানান পুরোহিত চন্তাই।রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার উজান অভয়নগরে নেতাজি ক্লাবের উদ্যোগে সর্বজনীনভাবে বাবা গড়িয়ার পূজা হয়। গড়িয়া পূজা উপলক্ষেউজান অভয়নগরে মেলা বসে।

পূজা কমিটির সম্পাদক প্রশান্ত দেববর্মা জানান এ বছর করোণা বিধি মেনেই বাবা গড়িয়া পূজা ও মেলা করা হচ্ছে। প্রজা এবং মেলায় আসা প্রত্যেকে পণ্যটিকে মাক্স পরিধান করতে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।গড়িয়া উৎসব কার্যত উপজাতিদের প্রধান উৎসব হলেও রাজ্যের জাতি উপজাতি উভয় অংশের মানুষ গড়িয়া পূজার আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠেন। এবছরও তার তেমন কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি।

করোনা বিধি কলাপাতা, শান্তিরবাজারে বাসন্তী পূজায় সামাজিক দূরত্বের দেখা নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২১ এপ্রিল।। রাজ্য সরকারের নির্দেশিকাকে অমান্যকরে ব্যাপক হারে লোক সমাগম হচ্ছে শান্তির বাজার বাসন্তী পূজাতে। অন্যান্য বছরের ন্যায় এই বছরও বাসন্তী পূজার আয়োজন করলো দেশবন্ধু ক্লাবের সদস্যরা। শান্তির বাজার সমর চেঁধুরী স্মৃতি মার্কেটে এই পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এইবারকার পূজায় করোনা ভাইরাসের দ্বীতিয় পর্যায়ের প্রভাবথেকে লোকজনদের রক্ষনার্থে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষথেকে নির্দর্শেশিকা জারী করাহয়েছে। এরমধ্যে সকলকে মাস্ক পরিধান করে চলারজন্য ও সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে চলারজন্য বিশেষ আহব্বান জানানোহয়। কিন্তু দেখাযাচ্ছে শান্তির বাজার মহকুমা প্রশাসন ও আরক্ষা প্রশাসনের সহযোগীতায় রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রয়াস ব্যার্থ হতে চলছে। বাসন্তী পূজার আজ নবমী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। শান্তির বাজার দেশবন্ধু ক্লাবের উদ্দ্যোগে আয়োজিত বাসন্তী পূজা উপলক্ষ্যে প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করাহয়। অপরদিকের এই সাংস্কৃতিক অনেষ্ঠান উপভোগ করার জন্য পূজা পেন্ডেলের প্রাঙ্গনে ব্যাপকহারে লোকসমাগম ঘটছে। যার মধ্যে আগত অধিকাংশ লোকজনেরা মাস্ক পরিধান করাছারাই চলাফেরা করছে। লোকজনেরা মানছেনা কোনোপ্রকার সামাজিক দুরত্ব। এমনটাই চিত্র লক্ষ করাগেলো আজ। এতেকরে অতিসহজে ভাইরাস প্রভাবের আশঙ্কা থেকেযাচ্ছে। এই বিষয়ে সবকিছু জেনেও মহকুমা প্রসাশন নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। মহকুমা প্রসাশনের এইধরনের কার্যকলাপে বিভিন্নপ্রকারের প্রশ্ন জাগছে লোকমনে।

এই বছর প্রথমবারের মতো মায়ের আরাধনায় মাতোয়ারা হলো বাইখোড়া নব শক্তি ক্লাবের সদস্যরা। বাইখোড়া চড়কবাই মধ্যপাড়া এলাকায় লোকজনদের উৎসাহ দিতে নবশক্তি ক্লাবের উদ্দ্যোগে এই বছর প্রথমবারের মতো বাসন্তী পূজার উদ্দ্যোগ নেওয়াহয়েছে। করোনা ভাইরাসের দ্বীতিয় পর্যায়ের ফলে সকলে আনন্দে ভাটা পরেছে। করোনার সমস্ত বিধিনিষেধ মেনে এই বছর পূজা করছে বলে জানান ক্লাবের সদস্যরা। পূজা পেন্ডেলের বাইরে সকলের জন্য করোনার বিধিনিষেধ গুলি পোষ্টারিং করে লাগিয়েছে পূজাকমিটির উদ্দ্যোগতারা। এই পূজাকে কেন্দ্র করে এলাকার লোকজনদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা ছিলো লক্ষ্যনীয়।

কল্যাণপুরে বিদ্যুৎ চপলতা, অফিস ঘেরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ এপ্রিল।। কল্যাণপুর সহ আশপাশ এলাকায় বিদ্যুতের চপলতা নিত্যদিনের ঘটনা। লাগামহীন লোডশেডিংয়ের ভোক্তারা তিতিবিরক্ত। গতকাল রাতে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশে কল্যাণপুরে বিদ্যুৎ অফিস ঘেরাও করেন ভোক্তারা।কল্যাণপুরে নিগমের হেয়ালীপনায় ক্ষোভে ফুঁসছেন কল্যাণপুর এলাকার ভোক্তারা।বিক্ষোভ পর্যবসিত হয়ে আছড়ে পড়ল কল্যানপুর বিদ্যুৎ নিগম কার্যালয়েই। বিগত প্রায় ১৫ দিন ধরে কল্যানপুর বিদ্যুৎ নিগমের অধীনতোতাবাড়ি,ঘিলাতলী ঘাট, ইত্যাদি এলাকায় বিদ্যুৎ চপলতা অব্যাহত। অভিযোগ বার বার বিদ্যুৎ সমস্যায় জেরবার জনজীবন।তবুও ভূমিকাহীন নিগম। বার বার কল করলেও কোন সুরাহা হয় নি।

ক্ষোভের সাথে জানালেন জনৈক ভোক্তা। গতকাল রাত আনুমানিক ৮.৩০ টা নাগাদ প্রায় অর্ধ শতাধিক এলাকাবাসী নিগম অফিসে গিয়ে বিক্ষোভ দেখায় এবং নিগম কর্মীদের ঘেরাও করে রাখে দীর্ঘক্ষণ। এই তীব্র গরমের মধ্যে কেন বিদ্যুৎ চপলতা নিত্য নৈমত্তিক ঘটনা - তা জানতে চান তারা। সম্মিলিত চাপে শেষ মেষ রাত গভীরে নিগম কর্মীরা ছুটে গিয়ে মেরামতি করেন।

তাহলে প্রশ্ন উঠছে দুপুর দুটা থেকে বার বার কল করলেও কেন নিগম কর্মীরা প্রয়োজনীয় সারাইয়ের কাজ করলো না? বিক্ষোভের পরই ভূমিকা গ্রহন করল কেন?গোটা কল্যানপুর জুড়েই বিদ্যুৎ চপলতা অব্যাহত। প্রতিদিনই কোন না কোন এলাকার বিদ্যুৎ সমস্যার সংবাদ আসে। নিগম কর্মীদের ভূমিকা মোটেও সন্তোষজনক নয়। এছাড়াও রয়েছে কল্যানপুর নিগমের গাড়ির সমস্যা, কর্মী স্বল্পতা। অবিলম্বে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সঠিক ভূমিকা চাইছেন ভোক্তারা।

করোনার একাধিক স্ট্রেনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষমতা রয়েছে কোভ্যাক্সিনের : আইসিএমআর

নয়াদিল্লি, ২১ এপ্রিল (হি.স.) : অভিযোজনের মাধ্যমে নিজের চারিত্রিক গঠনে পরিবর্তন করে বারবার একাধিক রূপে ফিরে আসছে করোনা। যার ফলে ভারত সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে হু হু করে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ। এই করোনাতঙ্কের মধ্যে আশার খবর দিল আইসিএমআর। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চের গবেষকরা জানিয়েছেন, ব্রিটেন, ব্রাজিল-সহ করোনার একাধিক স্ট্রেনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষমতা রয়েছে ভারতীয় টিকা কোভ্যাক্সিনের। ফলে এই ডোজ নিলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে।

এ বিষয়ে ভারত বায়োটেকের প্রধান কৃষ্ণ এল্লা আগেই জানিয়েছেন, স্ট্রেনের বিরুদ্ধে কার্যকরিতার রিপোর্ট এখনও তাঁদের হাতে আসেনি। তবে খুব সম্প্রতি এ বিষয়ে জানা যাবে। কিন্তু আইসিএমআর ফুল মার্কস দিল কোভ্যাক্সিনকে। আইসিএমআরের গবেষণা বলছে ডবল মিউট্যান্ট স্ট্রেন তো বটেই, কোভ্যাক্সিন আরও একাধিক স্ট্রেনের বিরুদ্ধে কার্যকরী। আইসিএমআর ব্রিটেনের স্ট্রেন বি.১.১.৭, ব্রাজিলের স্ট্রেন বি.১.১.২৮ ও দক্ষিণ আফ্রিকার স্ট্রেন বি.১.৩৫১ স্ট্রেনের জিনোম সিকোয়েন্স করে দেখেছে কোভ্যাক্সিন এই ভ্যারিয়েন্টগুলিকে রুখতে সক্ষম। প্রসঙ্গত, দেশের একাধিক রাজ্যে ছড়িয়েছে বি.১.৬১৭। করোনা বিধ্বস্ত মহারাষ্ট্রের একাধিক নমুনা পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে ৬১ শতাংশ ক্ষেত্রেই সেই ডবল মিউট্যান্ট স্ট্রেন। বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করেন দেশে করোনার বাড়বাড়ন্তের জন্যও দায়ী হতে পারে করোনার এই স্ট্রেন। সেই আবহে বারবার প্রশ্ন উঠছিল স্ট্রেনকে কি রুখতে পারবে ভারতীয় ভ্যাকসিনগুলি? সেই প্রশ্নের উত্তর দিল আইসিএমআর। আর 'মেড - ইন - ইন্ডিয়া' কোভ্যাক্সিনের কার্যকরিতার পক্ষেই সওয়াল করল তারা। যদিও দেশে করোনা সংক্রমণের বাড়বাড়ন্তের কারণ ডবল মিউট্যান্ট স্ট্রেনের জন্য কি না তা এখনও জানা যায়নি। সে বিষয় খতিয়ে দেখছে হায়দরাবাদের সংস্থা সিসিএমবি।

কেন্দ্র আগেই জানিয়েছিল, স্ট্রেনগুলির বিরুদ্ধে কার্যকরী এই কোভ্যাক্সিন। যদিও তার কিছুটা উল্টো সুরেই কথা বলেছিলেন কোভ্যাক্সিন নির্মাতা ভারত বায়োটেকের প্রধান কৃষ্ণ এল্লা। তিনি জানিয়েছিলেন, ভারতে যে 'ডবল মিউট্যান্ট স্ট্রেনের' প্রকোপ বেড়েছে, তার বিরুদ্ধে কোভ্যাক্সিনের কার্যকরিতার তথ্য এখনও হাতে নেই। এ বিষয়ে তাঁর পরামর্শ, যদি কেন্দ্র ডবল মিউট্যান্ট স্ট্রেনকে গুরুত্ব দেয়, তাহলে তার জন্য পৃথক ভ্যাকসিন তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ। একজন নির্মাতা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে না।

রাজ্যের পৃথক জায়গায় দুই মহিলার সহ পাঁচজনের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ তেলিয়ামুড়া/ আমবাসা/ লংতরাইভ্যালী, ২১ এপ্রিল।। নিখোঁজ হওয়া ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করল তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ বুধবার সাতসকালে। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন মাইগঙ্গা এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় সোমবার বিকাল তিনটা থেকে রাজু সরকার নামে এক যুবক নিখোজ হয়েছিলো। মঙ্গলবার রাতে পরিবারের তরফ থেকে তেলিয়ামুড়া থানায় বিষয়টি জানানো হয়।। বুধবার সাতসকালে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ নিখোঁজ হওয়া রাজু সরকারের মৃতদেহ উদ্ধার করে নিজ বাড়ির পাশের ধান ক্ষেতের ঝোপ থেকে। এলাকাবাসীদের বক্তব্যে জানা যায় রাজু সরকার প্রায়ই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকতো। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। তবে এই আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনায় এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া বিরাজ করছে।

এদিকে, নিজ ঘরেই ফাঁসিতে আত্মহত্যা এক গৃহবধূর। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন চাকমাঘাট বাজার সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনা বুধবার সকালে।তেলিয়ামুড়া থানাধীন চাকমাঘাট বাজার সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা সন্তোষ দেবনাথের স্ত্রী মালতি দেবনাথ পারিবারিক কলহের জেরে নিজ ঘরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। তবে মৃতার বাপের বাড়ির লোকজনদের অভিযোগ, মালতি দেবনাথকে তার স্বামী সন্তোষ এবং ছেলে শাকিল সহ তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন মিলে খুন করেছে। মৃতার বাপের বাড়ির লোকজনদের অভিযোগ, মালতি এবং তার স্বামী সন্তোষের মধ্যে প্রায়শই ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকতো। আগরতলার যোগেন্দ্র নগরস্থিত বর্মন টিলা এলাকার বাসিন্দা মৃতার বাপের বাড়ির লোকজনদের আরও অভিযোগ তার ছেলে শাকিল তার মাকে প্রায়শই মারধর করতো বাইক কিনে দেওয়ার জন্য। তাছাড়া শাকিল সবসময় ড্রাগসের নেশায় আসক্ত থাকে। পরিবারে এই বিষয়গুলি নিয়েই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকত বলে অভিযোগ মৃতার বাপের বাড়ির লোকজনদের।মঙ্গলবারও নাকি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোন এক বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়েছিল। অবশেষে বুধবার সকাল আনুমানিক সাড়ে ছয়টা নাগাদ ঘুম ভেঙ্গেই ছেলে এবং স্বামী মালতির ঝুলন্ত মৃতদেহ প্রত্যক্ষ করে। ঘটনার খবর দেয় তেলিয়ামুড়া থানায় এবং মৃতার বাপের বাড়িতে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো পুলিশ আসার আগেই ঝুলন্ত মৃতদেহ টিকে নামিয়ে নেওয়া হয়। পরবর্তীতে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। এখন পুলিশের তদন্তের পরই বেরিয়ে আসবে আসল রহস্য ,এটি খুন নাকি আত্মহত্যা।

আমবাসা সংযোজনঃ ধলাই জেলার কমলপুরের চলুবাড়ি পঞ্চায়েতের সাঁওতাল পাড়ায় ঝিল থেকে জল আনতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গৃহবধূর মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।বাধিনী সাঁওতাল (৩৮) নামে এক গৃহবধূ ঝিল থেকে বালতি নিয়ে জল তুলতে গিয়ে পিছলে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাতের ফলে মৃত্যু হল। ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ কমলপুর থানার অন্তর্গত চলুবাড়ি পঞ্চায়েতের সাঁওতাল পাড়ায়। স্বামীর নাম প্রমোদ সাঁওতাল। সে পেশায় দিনমজুর। উনার ১২ বছর ও ৪ বছরের দুই ছেলে রয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায় মঙ্গলবার সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ বাড়ির পাশে ঝিল থেকে বালতি দিয়ে জল তুলে এনে টিলার উপরে উঠতে গেলে পিছলে পড়ে মাথায় আঘাত পান গৃহবধূ। গৃহবধূকে গুরুতর অবস্থায় রাত সাড়ে সাতটা নাগাদ কমলপুর বিমল সিংহ হাসপাতলে আনা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বুধবার বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ ওই মহিলার মৃতদেহ বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালের মর্গে ময়না তদন্তের পর উনার পরিবারের হাতে তুলে দেয় কমলপুর থানার পুলিশ। এই ঘটনায় চলুবাড়ি পঞ্চায়েতের সাঁওতাল পাড়ায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

জল তুলতে গিয়ে দুই সন্তানের মায়ের মৃত্যুর সংবাদে গোটা এলাকা শোকস্তব্ধ। বুধবার ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে তার নিজ বাড়ি এলাকায় তার মৃতদেহ সৎকার করা হয়

আগরতলা সংযোজন ঃ এডি নগর থানার অন্তর্গত কবিরাজ টিলা এলাকায় নিজ বাড়িতে ফাসিতে আত্মহত্যা করেছে এক ব্যক্তি। তার কাছ থেকে একটি চাঞ্চল্যকর সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে।

বুধবার সকালে রাজধানীর আগরতলা শহর সংলগ্ন এডি নগর থানার অন্তর্গত কবিরাজ টিলা এলাকায় নিজ বাড়িতে ফাসিতে ঝুলন্ত অবস্থায় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিজ ঘরেই ফাঁসিতে আত্মহত্যা করে ওই ব্যক্তি। আত্মঘাতী ব্যক্তির নাম তরুণ বণিক। জানা যায় তার স্ত্রী ও দুই সন্তান রয়েছে। পারিবারিক কলহের জেরে স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে বাপের বাড়িতে আশ্রিত। উদ্ধার করা সুইসাইড নোটে সে লিখে গেছে তার ছেলে মেয়েদের সঙ্গে ফোনেও কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না। তার এই মৃত্যুর জন্য সে তার শশুর শাশুড়ী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের দায়ী করেছে। বুধবার সকালে খবর পেয়ে তার স্ত্রী বাড়িতে ছুটে আসে। স্ত্রী নাম চম্পা সরকার বণিক। সুইসাইড নোট সম্পর্কিত বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে সে জানায় তার ওপর দীর্ঘদিন ধরে নির্যাতন চালিয়ে আসছিল স্বামী। আকণ্ঠ মদ্যপান করে বাড়িতে আসত। ছেলে মেয়েদের মুখে ঠিকমতো আহার তুলে দেওয়া সম্ভব হতো না। গৃহ কতটি গৃহপরিচারিকার কাজ করেও সংসার চালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুতেই স্বামীকে পথে আনা সম্ভব হয়নি। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে গত এক সপ্তাহ আগে দুই সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে ওই গৃহবধূ চাম্পা সরকার বলে বনকুমারি বাপের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। এর মধ্যেই তার স্বামী ফাঁসিতে আত্মহত্যা করে।

ঘটনার খবর পেয়ে এ ডি নগর থানার পুলিশ ছুটে আসে। ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ। এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।ঘর থেকে এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার এলাকায় চাঞ্চল্য নাম তরুণ বণিক মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করা হয় সুইসাইড নোটে উল্লেখ করা হয় তরুণ বণিকের মৃত্যুর জন্য দায়ী তার শশুর শাশুড়ি সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন।

লংতরাইভ্যালী সংযোজনঃ লংতরাইভ্যালীর কাঞ্চনছড়া এলাকায় নীপু মালাকর নামে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তার বাড়ি কুমারঘাটের নতুন বাজারে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। তবে কিভাবে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে তা এখন স্পষ্ট হয়নি।

শিশু ধর্ষিতা, খোঁজ নিয়ে মুঙ্গিয়াকামী থানায় গেলেন শিশু সুরক্ষা কমিশনের টিম

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২১ এপ্রিল।। যৌন লালসায় ৬০ বছরের উর্ধে বৃদ্ধ দ্বারা ৬ বছরেরব এক শিশুকন্যাকে ধর্ষণ কান্ডে ধর্ষকের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবিতে মুঙ্গিয়াকামি থানায় ছুটে যায় ত্রিপুরা রাজ্যের শিশু সুরক্ষা কমিশন এর চেয়ারপারসন নিলিমা ঘোষ সহ এক প্রতিনিধি দল।উল্লেখ্য তেলিয়ামুড়া মহাকুমার মুঙ্গিয়াকামি থানাধীন আঠারোটা পাহাড়ের ৩৬ মাইল এলাকায় গত সোমবার যৌন লালসা মেটাতে গিয়ে নিজের বৃদ্ধ বউয়ের কাছে হাতে নাতে ধরা পড়ে।অভিযুক্ত বৃদ্ধর নাম ব্রজেন্দ্র দেববর্মা।বাড়ি মুঙ্গিয়াকামি থানাধীন ৩৬ মাইল এলাকায়।শিশু কন্যাকে ধর্ষন করার অভিযোগ নিয়ে বিকেলে মুঙ্গিয়াকামি থানায় দ্বারস্থ হয় ধর্ষিতার পিতা মাতা।রাত আনুমানিক দশটা নাগাদ মামলা দায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা গ্রহণ করে মুঙ্গিয়াকামি থানার পুলিশ। মামলা নিয়ে তদন্ত সাপেক্ষে আটক করেছে সেই অভিযুক্ত ব্রজেন্দ্র দেববর্মকে।অভিযুক্ত ব্রজেন্দ্র দেববর্মা কে বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। সংবাদে জানা যায় ৬ বছরের শিশু মেয়ে টি বাড়ির পাশে খেলা করছিল।অভিযুক্ত সেই বৃদ্ধ শিশুটিকে জঙ্গলের ডেকে আনে।পরে বাড়ির পার্শবর্তী জঙ্গলে মধ্যেই শিশুটিকে ধর্ষণ করেছে।অভিযুক্ত সেই ব্রজেন্দ্র দেববর্মা স্ত্রী চাক্ষুষ দেখতে পায় সেই ঘটনা।পরে এলাকাবাসীরা জানাজানি হতেই ছোট্ট মেয়েটিকে নিয়ে মা-বাবা নিয়ে মুঙ্গিয়াকমি থানার দ্বারস্থ হয়।পুলিশ শিশুকন্যাটির কাছ থেকে বিস্তারিত ঘটনা জানেন।এবং মেডিকেল টেস্ট করানো হয়। পুলিশ অভিযোগ ব্রজেন্দ্র দেববর্মা কে নিজ বাড়ি থেকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে।

এদিকেঅভিযুক্ত ধর্ষক ব্রজেন্দ্র দেববর্মা শাস্তির দাবি নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন নিলিমা ঘোষ মুঙ্গিয়াকামি থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক ধ্রুবজয় রিয়াং এর সাথে কথা বলেন।নীলিমা ঘোষ এক সাক্ষাৎকারে জানান আগামী দিন যাতে করে এই ধরনের ধর্ষণ কাণ্ড যেন না হয় সে বিষয়ে বিভিন্ন সচেতনামূলক কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন বলে তিনি জানান। তিনি এও জানান প্রশাসনিক তরফে যেন বর্বরোচিত ধর্ষণ কাণ্ডে জড়িত তাদের জন্য কঠোর থেকে কঠোর ব্যবস্থা করা হয়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।